পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com

কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 57 Sunday, 26 January, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ৫৭ সংখ্যা ❋ ১২ মাঘ ১৪৩১, রবিবার, ২৬ জানুয়ারি, ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

প্রজাতন্ত্র দিবস

আজ ২৬শে জানুয়ারি। ৭৬ তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে দূরন্ত বার্তা ও সুচিকিৎসার তরফে সকলকে জানানো হচ্ছে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে আজ দূরন্ত বার্তার সকল বিভাগ বন্ধ থাকবে। তাই আগামী কাল (সোমবার) পত্রিকার কোনও সংস্করণ প্রকাশিত হবে না। মঙ্গলবার থেকে পুনরায় সংস্করণ প্রকাশ করা হবে। - সম্পাদক

নাশকতার আশঙ্কা, ছাব্বিশে রেড রোডে কড়া নিরাপত্তা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি ঃ সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হচ্ছে রেড রোড। প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশে উদ্বেগজনক পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে কলকাতায় থাকছে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা। রবিবার সাধারণতন্ত্র দিবসে রেড রোডে কুচকাওয়াজ রয়েছে। জঙ্গিরা এই সময়গুলি হামলার জন্য বেছে নেয়। জঙ্গি হামলার আশঙ্কায় সাধারণতন্ত্র দিবসের আগে থেকেই নাকা চেকিং চলছে শহরে। রবিবার রেড রোডে নিরাপত্তায় ২৩০০ পুলিশ বাহিনী মোতায়েন থাকছে। কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, সাধারণতন্ত্র দিবসে কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে রেড রোড চত্বর এবং সংলগ্ন এলাকাজুড়ে ২৩০০ অতিরিক্ত বাহিনীকে মোতায়েন থাকবে।

‘নীতি পঙ্গুত্ব’ রুখবে এক দেশ, এক ভোট! বার্তা রাষ্ট্রপতির

নয়দিল্লি, ২৫ জানুয়ারি ঃ সাধারণতন্ত্র দিবসের আগে খানিকটা অপ্রত্যাশিতভাবে এক দেশ, এক ভোটের পক্ষে জোরালো সওয়াল করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। অনেকটা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সুরেই রাষ্ট্রপতি বলছেন, এক দেশ, এক ভোট চালু হলে প্রশাসনের ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে। নীতিপঙ্গুত্ব দূর হবে। সাধারণতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশে ভাষণে রাষ্ট্রপতি বলছেন, ব। মানের যে কোনও সংস্কারের জন্যই সাহসী দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন হয়। এমনই এক সাহসী সিদ্ধান্ত হতে চলেছে সদ্য সংসদে পেশ হওয়া এক দেশ-এক নির্বাচন বিল। এই প্রস্তাব আইনে পরিণত হল সুশাসনের নতুন সংজ্ঞা তৈরি হবে। রাষ্ট্রপতির মতে, এক দেশ, এক ভোট নীতি প্রশাসনে ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে, নীতি পঙ্গুত্ব রুখবে, সম্পদের বিভাজন রুখবে, একই সঙ্গে অর্থনীতির উপর চাপও কমাবে। সাধারণতন্ত্র দিবসের আগে রাষ্ট্রপতির এভাবে এক দেশ, এক নির্বাচনের পক্ষে সওয়াল করাটা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। সচরাচর সাধারণতন্ত্র দিবসের আগে জাতির উদ্দেশে ভাষণে সরকারের বক্তব্যই পেশ করেন রাষ্ট্রপতি। তাতে সরকারের ভালো কাজের দিক তুলে দেওয়া হয়। যে বিল এখনও পাশ হয়নি, সংসদে যে বিল নিয়ে এখনও পর্যালোচনা চলছে, যে বিল পাশ করানোর জন্য সংবিধানের সংশোধনী প্রয়োজন, সেই ধরনের বিল নিয়ে সওয়াল করাটা বিরল। রাষ্ট্রপতি এক দেশ এক ভোট নিয়ে সাধারণতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালের ভাষণে সওয়াল করার অর্থ, আগামী দিনে যে কোনও মূল্যে এই বিল পাশ করাতে চাইবে মোদি সরকার। হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে সেদেশে পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। জঙ্গি ও অনুপ্রবেশকারী ঠেকাতে ধরপাকড় চলছে। দেশের সমস্ত জায়গ সহ কলকাতাতে থাকবেন ২ জন অতিরিক্ত নগরপাল পদমর্যাদার আধিকারিক, ৪ জন জয়েন্ট সিপি, ২২ জন ডিসি এবং ৪৬ জন এসিপি পদমর্যাদার আধিকারিক। সঙ্গে থাকবেন ১১৯ জন ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার কুচকাওয়াজের প্রস্তুতি। ১১টি ওয়াচ টাওয়ারে নজরদারি চালানো হবে। রাখা হচ্ছে বালির বস্তার বাঙ্কারও। এছাড়া নিরাপত্তার স্বার্থেড়ে থাকছে কুইক রেসপন্স টিম, এইচআরএফসি, আরএফএস এবং পিসিআর ভ্যান। সাধারণতন্ত্র দিবসেও শহরে বাইরের প্রচুর লোকজন ঢোকে।

‘৩ জনের নাম সামনে আসেনি’, বিস্ফোরক দাবি সঞ্জয়ের নতুন আইনজীবীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি ঃ নতুন আইনজীবী পেলেন তিলোত্তমাকাণ্ডে দোষী সাব্যস্ত সঞ্জয় রায়। কলকাতা হাইকোর্টে সঞ্জয়ের হয়ে সওয়াল করবেন আইনজীবী যশ জালান। তাঁর হয়ে সওয়ালের পক্ষে ওকালতনামায় সঞ্জয় সই না করলেও হাইকোর্ট তাঁকে সওয়ালের অনুমতি দিয়েছে বলে জানালেন যশ জালান। আর তিলোত্তমাকাণ্ডে দোষী সাব্যস্তর হয়ে সওয়ালের আগেই তাঁর বিস্ফোরক অভিযোগ, এই মামলায় তিন জনের নাম সামনেই আসেনি। অন্যদের সামনে এসে গেলে সমস্যা বাড়বে, সেজন্য রাজ্য তড়িঘড়ি সঞ্জয়কে ফাঁসি দিতে চায় বলে তাঁর অভিযোগ।

তিলোত্তমাকাণ্ডে দোষী সাব্যস্ত সঞ্জয় রায়কে আমৃত্যু কারাদণ্ড দিয়েছে শিয়ালদহ আদালত। এই রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আবেদন করেছে রাজ্য। সঞ্জয়ের ফাঁসির দাবি জানিয়েছে। শিয়ালদহ আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে গিয়েছে সিবিআই-ও। তারাও ফাঁসির দাবি জানিয়েছে। শনিবার সঞ্জয়ের নতুন আইনজীবী যশ জালান বলেন, নিম্ন আদালতে ট্রায়াল অনেক দ্রুত করা হয়েছে। এই মামলার মধ্যে তিনজন রয়েছেন, যাঁদের ক্রস এক্সামিনেশন করা হয়নি। তাঁদের নামও উল্লেখ করা হয়নি। সেই নামগুলো সামনে আসা দরকার। সঞ্জয় রায়ের জন্য রাজ্যের তরফে ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি (ডিএলএসএ) নিয়োগ করা হয়। ডিএলএসএ-ও তাঁদের নাম আনতে চায়নি। কারণ, তারা রাজ্যের অধীনস্থ। প্রেসিডেন্সি জেলে সঞ্জয়ের সঙ্গে তিনি দেখা করতে গিয়েছিলেন জানি আইনজীবী যশ জালান বলেন, প্রেসিডেন্সি জেলে ২ বার দেখা করতে গিয়েছি। ওকালতনামায় সই করতে দেয়নি। আমার সামনেই সঞ্জয়কে সাদা কাগজে সই করতে বলে। আমি বাধা দিই। সঞ্জয়কেও বলি, আইনজীবীর

সঙ্গে কোনও কথা না বলে সাদা কাগজে সই করবেন না। তিনি আও বলেন, প্রাইভেট ডিফেন্স কাউন্সেলকে নিজের পক্ষে দাঁড় করাতে চান সঞ্জয়। কিন্তু, তাঁর উপর চাপ দেওয়া হচ্ছে, যাতে লিগ্যাল এইডের সাহায্য নেওয়া হয়। জেল কর্তৃপক্ষ ও রাজ্য সরকার তাঁর উপর চাপ সৃষ্টি করছে। সোমবার কলকাতা হাইকোর্টে রাজ্যের আবেদনের শুনানি রয়েছে। রাজ্যের মামলা গ্রহণযোগ্য কি না, সেই শুনানি হবে। সেখানে সঞ্জয়ের হয়ে সওয়াল করবেন যশ জালান। তিনি বলেন, শিয়ালদহ আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা হয়েছে। সেখানে সঞ্জয় রায়কে পার্টি করা হয়। তিনি স্টেস লিগ্যাল এইডের ওকালতনামায় সই করেছেন বলে দাবি জেল কর্তৃপক্ষের। কিন্তু, সঞ্জয় বলছেন, এরকম কোনও ওকালতনামায় সই করেননি। এমনকি, তিনি জানেনও যে তাঁকে ওই আবেদনে পার্টি করা হয়েছে। আদালত আমায় অনুমতি দিয়েছে, ওকালতনামায় সই ছাড়াই সওয়াল করতে পারি। রাজ্য কেন সঞ্জয়কে তাড়াতাড়ি ফাঁসি দিতে চায়? আইনজীবী যশ জালান বলেন, এটা অনেক হাই প্রোফাইল বিষয় হয়ে গিয়েছে। রাজ্য চায় না, আসল লোক ভিতরে যাক। রাজ্য চায়, সঞ্জয়কে ফাঁসি দিয়ে বিষয়টি নিষ্পত্তি করে দিতে। যদি অন্যদের নাম সামনে আসে, অনেক সমস্যা তৈরি হবে।

দেশের ভবিষ্যৎ গঠিত হয় ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমেই ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি ঃ দেশের ভবিষ্য গঠিত হয. ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমেই। শনিবার জাতীয় ভোটার দিবসে এই মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জাতীয় ভোটার দিবসের বার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, জাতীয় ভোটার দিবস আমাদের এক প্রাণবন্ত গণতন্ত্রের উপলব্ধি এনে দেয়, প্রতিটি নাগরিককে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষমতার কথা মনে করিয়ে দেয়। একটি দেশের আইন ভবিষ্য গঠিত হয় ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমেই, আর সেই সুযোগ করে দেয় নির্বাচন কমিশন। উল্লেখ্য, ২৫ জানুয়ারি দিনটি জাতীয় ভোটার দিবস হিসেবে পালিত হয়। দেশজুড়ে দিনটি পালিত হচ্ছে, এবারের জাতীয় ভোটার দিবসের থিম হল, 'ভোটের মতো কিছু নাই, ভোট আমি দেব তাই'। দেশের সকল নাগরিককে জাতীয় ভোটার দিবসের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক আরও গভীর হচ্ছে ভারতের। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নতুন দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠক করেন ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি প্রবোও সুবিয়ান্তো। দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয় দুই রাষ্ট্রনেতার মধ্যে। সম্পাদিত হয় বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মউ। এর মধ্যে রয়েছে খাদ্য নিরাপত্তা, শক্তি নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, কৃষি, ডিজিটাল ম্যাপিং প্রভৃতি। সাধারণতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি প্রবোও সুবিয়ান্তো। শনিবার সকালে রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষা করেন তিনি। ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। রাষ্ট্রপতি ভবনে গার্ড অফ অনার দেওয়া হয় প্রবোও সুবিয়ান্তোকে। ভারতকে বন্ধু বলে সম্বোধন করেন ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি। রাজঘাটে গিয়ে মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি প্রবোও সুবিয়ান্তো। এরপরই হায়দরাবাদ হাউসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠক করেন ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি। বৈঠকের পর প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, ইন্দোনেশিয়া ভারতের প্রথম প্রজাতন্ত্র দিবসে প্রধান অতিথি দেশ ছিল এবং এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে, এখন আমরা আমাদের প্রজাতন্ত্রের ৭৫ বছর উদযাপন করছি, ইন্দোনেশিয়া আবারও এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানের অংশ। আমি রাষ্ট্রপতি প্রবোও সুবিয়ান্তোকে ভারতে স্বাগত জানাই।

২৬ / ১১-র অন্যতম চক্রী রানাকে ভারতে প্রত্যর্পণে সিলমোহর আমেরিকার

নয়াদিল্লি, ২৫ জনুয়ারি ঃ ডোনাল্ড ট্রাম্প ফের আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে বসতেই বড় কূটনৈতিক জয় পেল ভারত। ২৬১১ মুম্বই হামলার অন্যতম অভিযুক্ত তাহাউর হুসেন রানাকে ভারতে প্রত্যর্পণের নির্দেশ দিল মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট। পাক নাগরিক রানা কানাডার বাসিন্দা। ভারত-মার্কিন বন্দি প্রত্যর্পণ চুক্তি মেনে এবার তাঁকে ভারতের হাতে তুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে সিলমোহর দিল শীর্ষ আদালত। এই মামলার আইনজীবী উজ্জ্বল নিকম জানান, ভারতের জন্য এটি বিরাট জয়। মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট রানার আবেদন খারিজ করে দেয়। ট্রাম্প সরকার যে দ্রুত অভিযুক্তকে ভারতে পাঠাতে চলেছে, এই সিদ্ধান্তে আমি উচ্ছ্বসিত। ২৬১১ মুম্বই হামলার অন্যতম চক্রী কানাডার নাগরিক রানা রয়েছে লস অ্যাঞ্জেলসের ডিটেনশন সেন্টারে। মুম্বইয়ে হওয়া ভয়াবহ হামলায় ছয় মার্কিন নাগরিকেরও মৃত্যু হয়েছিল। ২০১৩ সালে তাকে ১৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের সাজা দেয় আমেরিকার আদালত। ২০২০ সালে স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে তাকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় প্রশাসন। কিন্তু ভারতের প্রত্যর্পণের আবেদনে খুনের মামলায় ফের তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর ২০২৩ সালে তার বিরুদ্ধে বিশেষ আদালতে চার্জশিট পেশ করে মুম্বই পুলিশ। তখনই জানা যায়, দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর রানাকে ভারতের হাতে তুলে দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু করেছে আমেরিকা। মুম্বই পুলিশের চার্জশিটের ফলে রানার প্রত্যার্পণ তরান্বিত হয়। গত বছর আগস্টে মার্কিন আদালত জানিয়েছিল, রানা ভারতের কাছে প্রত্যর্পণযোগ্য। আর এবার তাতেই সিলমোহর দিল শীর্ষ আদালত। উল্লেখ্য, শৈশবের বন্ধু পাক জঙ্গি সংগঠন লস্করের অন্যতম সদস্য ডেভিড কোলম্যান হেডলি যে হামলার সঙ্গে যুক্ত, তা জানত রানা। এ ব্যাপারে হেডলিকে সাহায্য করেছিল সে। হামলার জন্য হেডলি কী পরিকল্পনা নিয়েছিল, রানা সবই জানত।

নোদাখালিতে শ্যুটআউট, আবার দুষ্কৃতীদের গুলিতে ঝাঁজরা তৃণমূল কর্মী

দুরন্ত বার্তা, নোদাখালি, ২৫ জানয়ারি ঃ ইংরেজবাজার, কালিয়াচকের পর নোদাখালি। ফের দুষ্কৃতীদের টার্গেটে তৃণমূল কর্মী। রাস্তার মাঝে ওই তৃণমূল কর্মীকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয় বলেই অভিযোগ। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করা হয়। কলকাতার এক হাসপাতালে স্থানান্তরিত হয়েছে। তৃণমূল কর্মীর শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক বলেই খবর। জখম কৃষ্ণ মণ্ডল। তিনি এলাকার সক্রিয় তৃণমূল কর্মী বলেই পরিচিত। ওই ব্যক্তি নোদাখালি থানার ডোঙ্গারিয়ার বাসিন্দা। শনিবার সকালে ডোঙ্গারিয়া এলাকায় বাইকে চড়ে তিন যুবক আসে। অভিযোগ, তৃণমূল কর্মীকে লক্ষ্য করে একের পর এক গুলি চালাতে শুরু করে। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ওই তৃণমূল কর্মী রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন। স্থানীয়রা গুলির শব্দ শুনে দৌড়ে আসেন। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে ফের বাইকে চড়ে ঘটনাস্থলে ছাড়ে দুষ্কৃতীরা। স্থানীয়রাই রক্তাক্ত অবস্থায় ওই তৃণমূল কর্মীকে উদ্ধার করে। তাঁকে প্রথমে মুচিশা গ্রামীণ

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে অবস্থার অবনতি হওয়ায় কলকাতার এক হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তৃণমূল কর্মীর শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, বাইকে চড়ে আসা দুষ্কৃতীদের মুখে কাপড় বাঁধা ছিল। তার উপর আবার মাথায় ছিল হেলমেট। তাই তাদের চিনতে পারেননি কেউ। কী কারণে দুষ্কৃতীরা ওই তৃণমূল কর্মীকে লক্ষ্য করে গুলি চালাল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ব্যক্তিগত কোনও শত্রুতা নাকি এই ঘটনার নেপথ্যে রাজনৈতিক কোনও অভিসন্ধি রয়েছে, তা-ও পরিষ্কার নয়। নোদাখালি থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজও সংগ্রহ করেছেন তদন্তকারীরা। তবে প্রাথমিকভাবে পুলিশ মনে করছে, দিনেদুপুরে এমন শুটআউটের ঘটনা পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়া সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে গুলির আগে কেউ তাঁকে হুমকি দিয়েছিলেন, ঘটনাস্থলে তৃণমূল কর্মীকে কেউ ডেকে পাঠিয়েছিলেন কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

অসৎ নেতাদের তালিকায় মোদি-শাহর সারিতে রাহুলও, নিশানা কেজরির

নয়াদিল্লি,২৫ জানুয়ারি ঃ আর কোনও রাখঢাক নয়। দিল্লিতে একেবারে সম্মুখসমরে আপ-কংগ্রেস। এতদিন দিল্লির কংগ্রেস নেতাদের নিশানা করলেও সরাসরি কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতাদের সেভাবে আক্রমণ করেনি আপ। এবার সেই সৌজন্যটুকুও রইল না। সরাসরি রাহুল গান্ধীকে নিশানা করে রাজধানীজুড়ে পোস্টার দিল আপ। আম আদমি পার্টির তৈরি করা অসৎ নেতাদের তালিকায় রাখা হল লোকসভার বিরোধী দলনেতাকেও। দিল্লিজুড়ে আম আদমি পার্টি একটি পোস্টার দিয়েছে। তাতে বলা হয়েছে কেজরিওয়ালের সততা সব অস নেতাদের পরাস্ত করবে। এই অস নেতাদের যে তালিকা ওই পোস্টারে দেওয়া হয়েছে, সেই তালিকায় রয়েছেন রাহুল গান্ধীও। আপের ওই পোস্টারে হিন্দিতে লেখা হয়েছে, ‘ কি ইমানদারি, সারে বেইমানো পর প৷গে ভারি’। বেইমান নেতাদের এই

তালিকায় কারা রয়েছেন? সেই তালিকায় নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহ, যোগী আদিত্যনাথ, অনুরাগ ঠাকুররা যেমন রয়েছেন, তেমনই জায়গা দেওয়া হয়েছে রাহুল গান্ধী, অজয় মাকেন, সন্দীপ দীক্ষিতদেরও। বস্তুত এতদিন দিল্লির প্রচারে কংগ্রেসকে সেভাবে গুরুত্ব দিতে চাইছিল না আপ। সেটা ইন্ডিয়া জোটের শরিক বলেই হোক, কিংবা কৌশলগত কারণেই হোক। কিন্তু ভোট যত এগিয়ে আসছে কংগ্রেসের গুরুত্ব যেন ততটাই বা৷ছে। বিশেষ করে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে। সম্ভবত সেকারণেই এবার কংগ্রেসকেও নিশানা করা হচ্ছে। হাত শিবির অবশ্য শুরু থেকেই আপকে নিশানা করছিল। কিছুদিন আগে রাহুল গান্ধী দিল্লিতে গিয়ে কেজরিওয়ালকে নিশানা করেছিলেন। এবার পালটা আপও কংগ্রেসকে নিশানা শুরু করল। যার অর্থ, দিল্লিতে ইন্ডিয়া জোটের ফাটল দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট হয়ে গেল।

ভারতকে রক্তাক্ত করতে এক ছাতার তলায় হিজবুল-জেএমবি-এবিটি

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুযারি ঃ ভারতকে রক্তাক্ত করতে এক ছাতার তলায় বাংলাদেশের একাধিক জঙ্গি সংগঠন। জেহাদি গোষ্ঠী হিজবুল তাহেরি, জেএমবি (জামাত-উল-মুজাহিদিন বাংলাদেশ), নয়া জেএমবি, আনসারুল্লা বাংলা টিম, তউহিদ-আল-উল্লাহি (আল জিহাদি),আহাব (আহলে হাদিথ আন্দোলন বাংলাদেশ)-এর মতো একাধিক সংগঠন মিলে তৈরি করেছে ‘জাঁহা ইন্ডিয়া’। যারা ইতিমধ্যে এদেশে ‘জেহাদে’ রক্তবীজ ছড়ানোর কাজ শুরু করে ফেলেছে। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, সাতক্ষীরার এক জেএমবি নেতা ধুলিয়ান দিয়ে ঝাড়খণ্ডের পাঁকুড়ে ঢোকে। গত ৩ জানুয়ারি সেখানকার একটি গোডাউনে গোপন বৈঠক হয়। তার আগে চলে ‘ তবে খুব বেশি সদস্য সংগ্রহ করা যায়নি। ১৫-২০ জনকে নিয়ে বৈঠক হয়। যেখানে জেহাদি সাহিত্যের মাধ্যমে মগজধোলাইয়ের প্রক্রিয়া চলে। জেহাদি কাজকর্মের জন্য ফান্ড তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়। বলা হয়, কাতার-দুবাই থেকে টাকা জোগার করতে হবে। তবে বাংলাকে কীভাবে রক্তাক্ত করতে হবে, তার কার্যপ্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা শুরু হয় পরের বৈঠকে। ৬ জানুয়ারির দ্বিতীয় বৈঠকটি হয় মুর্শিদাবাদের লালগোলায়। সেখানে নিষিদ্ধ জেএমবির স্লিপার সেলের সদস্য থেকে নিষিদ্ধ পিএফআইয়ের সদস্যরাও হাজির ছিল এক লিংকম্যানও।

ঢাকায় আইএসআই প্রধান, ‘নিরাপত্তার স্বার্থে যেকোনও পদক্ষেপ’, হুঁশিয়ারি দিল্লির

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়রি ঃ ভারত বিরোধিতার ঢেউ উঠেছে বাংলাদেশে। এই সুযোগকেই কাজে লাগিয়ে ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমে পড়েছে পাকিস্তান। ঢাকার সঙ্গে মজবুত সম্পর্ক গড়ে তুলতে মরিয়া তারা। ইসলামাবাদের সঙ্গে দহরম মহরম বাড়িয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুসও। এমনকী কয়েকদিন আগে ঢাকা সফরে গিয়েছিল পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের প্রতিনিধি দল। যা নিয়ে সিঁদুরে মেঘ দেখছে দিল্লি। হুঁশিয়ারি দিয়ে বিদেশমন্ত্রক সাফ জানিয়ে দিয়েছে, গোটা পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে। ভারতের নিরাপত্তা নিয়ে কোনও প্রশ্ন উঠলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে। এক সময় ‘ভারতবন্ধু’ হিসাবেই পরিচিত ছিল বাংলাদেশের। কিন্তু শেখ হাসিনার পতন ও রাজনৈতিক পালাবদলের পর এই কথা যেন বদলে যাচ্ছে। একাত্তরের গণহত্যা ভুলে ইউনুসের ‘নতুন বাংলাদেশ এখন কাছে টানছে পাকিস্তানকে। সম্প্রতি ইসলামাবাদে গিয়েছিলেন বাংলাদেশের সেনাকর্তারা। এরপর গত ২১ জানুয়ারি সূত্র মারফ জানা যায়, পাকিস্তানের চার সদস্যের একটি উচ্চ পর্যায়ের সেনার প্রতিনিধি দল ঢাকায় পৌঁছেছে। সেই দলেই রয়েছেন আইএসআই প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আসিম, ও আর এক অফিসার। বাংলাদেশের

সেনার অফিসারদের সঙ্গে নাকি বৈঠকও করেছেন তাঁরা। তবে এই গোপন সাক্ষাতের বিষয়ে মুখে কুলুপ দুদেশের। কিন্তু বাংলাদেশ-পাকিস্তানের এই ‘ মোটেই হালকাভাবে নিচ্ছে না ভারত। দুই প৷শি দেশের এই পারস্পরিক প্রীতি নিয়ে গতকাল শুক্রবার প্রশ্ন করা হয় বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়ালকে। উত্তরে হুঁশিয়ারি সুরে তিনি সাফ জানান, আমাদের দেশের চারপাশে কী কী হচ্ছে আমরা সব সময় তা নজরে রাখি। প৷শি দেশে যা হচ্ছে সেগুলো সম্পর্কেও আমরা অবগত। যদি আমাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার কোনও সম্ভাবনা তৈরি হয় তাহলে প্রয়োজনে যেকোনও পদক্ষেপ করা হবে। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, কার্যত জামাত পরিচালিত ইউনুস সরকারের বর্তমান নীতিই হল ভারত বিরোধিতা। এতদিনে তা জানতে বাকি নেই ইসলামাবাদেরও। ফলে তারাও ভারতের বিরোধিতায় এই সুযোগ কাজে লাগাচ্ছে। পুরনো রাগ মেটাতে উঠে পড়ে লেগেছে পাকিস্তান। বাংলাদেশে গাজীপুরের সমরাস্ত্র নির্মাণের কারখানায় তাদের ‘ সিরিজের ক্ষেপণাস্ত্র বানানোর প্রস্তাব দিয়েছে পাকিস্তান। বলা বাহুল্য, বাংলাদেশের হাতে পাকিস্তানি ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র থাকলে পূর্ব ও পশ্চিম- দুই সীমান্তেই চাপে থাকবে ভারত। সব মিলিয়ে দিল্লির উদ্বেগের যথেষ্ঠ কারণ রয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে। এছাড়া হাসিনাহীন বাংলাদেশে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বা৷য়ে তুলেছে আনসারুল্লা বাংলা টিম (এবিটি)। যাদের যোগাযোগ রয়েছে বিভিন্ন পাক জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে। আল কায়দার এই ছায়া সংগঠনটির এখন ভারতকে রক্তাক্ত করার ছক কষছে। ভারতজু৷ে স্লিপার সেল তৈরির পরিকল্পনা করছে। তরুণ প্রজন্মের মগজধোলাই করে জেহাদের বিষ ছ৷য়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে জঙ্গিরা। সবটাই হচ্ছে মহম্মদ ফারহান ইসরাকের নেতৃত্বে। এই ইসরাক আনসারুল্লা বাংলা টিমের প্রধান জসীমউদ্দিন রহমানির খুব কাছের সহযোগী। প্রসঙ্গত, পরিবর্তনের বাংলাদেশে সম্প্রতি এই রহমানিকেই জেল থেকে ছো৷ ইউনুস সরকার।

বিজেপির কাছে সংকল্প পত্র মানে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি নয় ঃ অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি ঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শনিবার দলের সদর দফতরে বিজেপির 'সংকল্প পত্র' প্রকাশ করেছেন। উপস্থিত ছিলেন দিল্লি বিজেপির রাজ্য সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেবা-সহ দলের অন্যান্য নেতারা। অমিত শাহ এদিন বলেছেন, বিজেপির জন্য আমাদের ‘সংকল্প পত্র’ হল আমাদের করণীয় তালিকা। এগুলো মিথ্যে প্রতিশ্রুতি নয়। ২০১৪ সাল থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশে পারফরম্যান্সের রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করেছেন। অমিত শাহ আরও বলেছেন, দিল্লি প্রদেশ বিজেপি মহিলা, যুবক, জেজে ক্লাস্টার, অসংগঠিত শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, পেশাদার, ব্যবসায়ী. এবং বস্তিবাসীদের সাথে বৈঠক ও পরামর্শ করেছে। ১.০৮ লক্ষেরও বেশি মানুষ নিজেদের পরামর্শ দিয়েছেন। ৬২ ধরনের গ্রুপ মিটিং হয়েছে। এভাবেই আমাদের ইস্তেহার তৈরি হয়েছে।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের জন্য দায়ী জেলেনস্কি ঃ ট্রাম্প

২৫ জানুযারি ঃ রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের জন্য ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে দায়ী করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ফক্স নিউজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, জেলেনস্কি অনেক বৃহ ও অনেক বেশি শক্তিশালী একটি পক্ষের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। মার্কিন প্রেসিডেন্টে র সাফ কথা, রাশিয়ার সঙ্গে একটি চুক্তির মাধ্যমে এই যুদ্ধ এড়াতে পারতেন জেলেনস্কি। ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু হয়েছে। ঘরছাড়া কয়েক লক্ষ। বহু গ্রাম, নগর জনশূন্য মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে। ফক্স নিউজের সাক্ষাকারে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের দাবি করেছেন, যুদ্ধ রুখতে রাশিয়ার সঙ্গে একটি চুক্তি করাই যেত। তিনি বলেন, আমি খুব সহজেই এই চুক্তি করাতে পারতাম। যদিও জেলেনস্কি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ‘ লড়াই করব’। ট্রাম্প মনে করেন রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইউক্রেনের পাল্টা হামলার সিদ্ধান্ত ভুল ছিল। উল্লেখ্য, জেলেনস্কির প্রতি বাইডেনের পরামর্শ ছিল ট্রাম্পের সম্পূর্ণ বিপরীত। বাইডেন ইউক্রেনের আত্মরক্ষার অধিকারকে সমর্থন করেছিলেন। পুতিনের আগ্রাসনের প্রতিবাদে রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপও করেছিলেন। যুদ্ধের জন্য জেলেনস্কিকে দায়ী

করলেও রাশিয়াকেও একহাত নিয়েছেন ট্রাম্প। সাক্ষাকারে ট্রাম্প জানান, রাশিয়া যদি শীঘ্রই এই যুদ্ধের মীমাংসা না করে তাহলে রাশিযার উপর বড় শুল্ক এবং নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে আমেরিকা। গত সেপ্টেম্বরে জেলনস্কির সঙ্গে বৈঠক করেন ট্রাম্প। বৈঠকে শেষে তিনি বলেছিলেন, দুপক্ষের ভালোর জন্য কাজ করতে চাই। এরপরই ঐতিহাসিক ‘ বিপ্লব’। নির্বাচনে জেতেন ট্রাম্প। বর্তমানে ধীরে ধীরে বাঁক নিচ্ছে একাধিক সমীকরণ। এর মধ্যে অন্যতম ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ। এদিকে দ্য গার্ডিয়ান সূত্রে খবর, ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে আলোচনা করতে প্রস্তুত রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।

কাটরা ও শ্রীনগরের মধ্যে চলল প্রথম বন্দে ভারত, বিশেষভাবে সজ্জিত এই ট্রেন

কাটরা, ২৫ জানুয়ারি ঃ ভারতীয় রেল শনিবার শ্রী মাতা বৈষ্ণো দেবী রেল স্টেশন কাটরা থেকে শ্রীনগর পর্যন্ত প্রথম বন্দে ভারত ট্রেনের ট্রায়াল রান শুরু করেছে। এই ট্রেনটি বিশেষভাবে সজ্জিত। ট্রেনটি আঞ্জি খাদ সেতুর মধ্য দিয়েও যাবে যা ভারতের প্রথম কেবল-স্টেড রেল সেতু এবং চেনাব সেতু যা বিশ্বের সর্বোচ্চ রেল সেতু। কাশ্মীর উপত্যকার ঠান্ডা আবহাওয়া অনুযায়ী ট্রেনটিকে বিশেষভাবে সজ্জিত করা হয়েছে। এই ট্রেন চালু হলে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন জম্মু ও কাশ্মীরের বাসিন্দারা।

ভারতকে খুব ভালো বন্ধু মনে করে ইন্দোনেশিয়াঃ প্রবোও সুবিয়ানতো

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি ঃ ভারতকে খুব ভালো বন্ধু মনে করে ইন্দোনেশিয়া। ভারত আমাদের যে সাহায্য করেছে, তা কখনও ভুলতে পারবে না। শনিবার এই মন্তব্য করেছেন ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি প্রবোও সুবিয়ানতো। ৭৬তম প্রজাতন্ত্র দিবসে এবার প্রধান অতিথি ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি প্রবোও সুবিয়ানতো। শনিবার সকালে রাষ্ট্রপতি ভবনে তাঁকে গার্ড অফ অনারে অভিবাদন জানানো হয়।পরে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সামনেই ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি বলেছেন, ইন্দোনেশিয়া ভারতকে খুব ভালো বন্ধু মনে করে। ভারতই সেই সমস্ত দেশগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল, যারা আমাদের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিয়েছে, আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামে সমর্থন করেছে, ভারত আমাদের সাহায্য করার জন্য যা করেছে, তা আমরা কখনই ভুলব না।

উন্নতির দিকে ক্রমশই এগিয়ে যাক হিমাচল প্রদেশ, প্রতিষ্ঠা দিবসে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি ঃ প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে হিমাচল প্রদেশের জনগণকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাজ্য ও রাজ্যবাসীর সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। ২৫ জানুয়ারি দিনটি হিমাচল প্রদেশের প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী মোদী শনিবার সকালে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, হিমাচল প্রদেশের সমস্ত বাসিন্দাদের রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবসে অনেক অভিনন্দন। আমি কামনা করছি, আমাদের এই দেবভূমি, যা নিজস্ব প্রাকৃতিক

শিমলায় ৩ জায়গা থেকে মাদক দ্রব্য উদ্ধার দুই গ্রেফতার, এক পলাতক

শিমলা, ২৫ জানুয়ারি ঃ হিমাচল প্রদেশের শিমলা জেলার সুন্নি, চৌপাল এবং জুব্বল এলাকায় থেকে শুক্রবার সন্ধ্যায় পুলিশ মাদক পাচারকারীদের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ চরস উদ্ধার করেছে। অভিযানে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা গেলেও একজন পালিয়ে যায়, যার খোঁজে তল্লাশি চলছে।প্রথমে সুন্নি এলাকায় টহলদারি চলাকালীন, পুলিশ এক যুবকের কাছ থেকে ১১.৯০ গ্রাম চরস উদ্ধার করে। ধৃত ব্যক্তির নাম সঞ্জয় পাল। তিনি কুল্লুর আন্নি এলাকার বাসিন্দা। অপর দিকে জুব্বল এলাকায় পুলিশের অভিযানে নেপালি নাগরিক রাম বাহাদুরকে ৬৬৭ গ্রাম চরস সহ গ্রেফতার করা হয়। অন্য দিকে চৌপাল এলাকায় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ একটি বিশেষ অভিযান চালায়। অভিযানে ৪৪৩.২৩ গ্রাম চরস উদ্ধার করা হয়। তবে অভিযুক্ত ব্যক্তি, গ্যাউ গ্রামের বাসিন্দা গোবিন্দ সিং, পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। অভিযুক্তের ফেলে যাওয়া ব্যাগ থেকে চরস উদ্ধার করা হয়েছে। এক পুলিশ আধিকারিক জানান , মাদক পাচারকারীদের বিরুদ্ধে এমন অভিযান ভবিষ্যত দিনেও চলবে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মৎস্যচাষে ড্রোন প্রযুক্তির প্রয়োগ সংক্রান্ত সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে কেন্দ্রীয় মৎস্যসম্পদ প্রতিমন্ত্রীর অংশগ্রহণ

কলকাতা(পিআইবি),২৫জানুয়ারিঃ মস্যচাষ, প্রাণীসম্পদ ও ডেয়ারি মন্ত্রকের দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শ্রী জর্জ কুরিয়ান পশ্চিমবঙ্গের ব্যারাকপুরে আইসিএআর-সেন্ট্রাল ইনল্যান্ড ফিশারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট (সিআইএফআরআই) পরিদর্শন করেন এবং মৎস্যচাষে এই সংস্থার বিভিন্ন গবেষণামূলক উদ্যোগের পর্যালোচনা করেন।শ্রী কুরিয়ান গঙ্গা নদীতে কাতলা, রুই, মৃগেল, বাটা সহ বিভিন্ন প্রজাতির ৫৮ হাজার মাছের চারা ছো্ছেন। এর ফলে গঙ্গা নদীর জীববৈচিত্র্যের মানোন্নয়ন হবে। এই নদীতে সুস্থায়ীভাবে মাছ ধরার উদ্যোগে মৎস্যজীবীরা উসাহিত হবেন। মন্ত্রী আইসিএআর-সিআইএফআরআই ক্যাম্পাসটি ঘুরে দেখেন। তাঁকে মস্যচাষে ড্রোন প্রযুক্তির ব্যবহার সংক্রান্ত উদ্যোগটি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানানো হয়। এই প্রযুক্তিঃ যাতে মাছ চাষীরা সর্বাঙ্গীণভাবে ব্যবহার করতে পারেন তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আর্জি জানিয়েছেন শ্রী কুরিয়ান।এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সুন্দরবনের মৎস্যজীবী মহিলাদের সঙ্গে মত বিনিময় করার সময় তিনি বলেন, ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তাকে বাস্তবায়িত করতে হবে। অনুষ্ঠানে তিনি প্রধানমন্ত্রী মস্য সম্পদ যোজনা এবং ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ভিলেজ সহ একগুচ্ছ প্রকল্পের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। মাছ চাষে নতুন নতুন প্রযুক্তিঃকে কাজে লাগিয়ে মস্যজীবীদের উপার্জন বৃদ্ধির বিষয়টিকে তিনি গুরুত্ব দেন।কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ওড়িশা সরকারের মস্য সম্পদ মন্ত্রকের প্রশিক্ষণরত আধিকারিকদের সঙ্গেও মতবিনিময় করেন। তিনি জানান, আইসিএআর-সিআইএফআরআই মৎস্যচাষে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে প্রচলিত পন্থাপদ্ধতির মেলবন্ধন ঘটিয়েছে। এর মাধ্যমে মস্য উপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। বাস্তুতন্ত্রের মানোন্নয়নে এবং জলজ জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণে এই সংস্থার উদ্যোগেরও প্রশংসা করেন তিনি। সংস্থার নির্দেশক ডঃ বসন্ত কুমার দাস ভবিষ্যতে তাঁদের বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা বিস্তারিতভাবে জানিয়েছেন।

ডিজিটাল শিক্ষা ও পরিচালনমূলক উকর্ষতার লক্ষ্যে এনএফ রেলওয়েতে চালু 'জ্ঞানব্যাপী' অ্যাপ

গুয়াহাটি, ২৫ জানুয়ারি ঃ উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ' জ্ঞানব্যাপী অ্যাপ নামে একটি শিক্ষামূলক মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করে ডিজিটাল শিক্ষা ও পরিচালনমূলক উৎকৃষ্টতার ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। সম্প্রতি উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার চেতনকুমার শ্রীবাস্তব এবং হেড কোয়ার্টার ও ডিভিশনগুলির বরিষ্ঠ রেলওয়ে আধিকারিকদের উপস্থিতিতে এই অ্যাপ চালু করা হয়েছে। জ্ঞানব্যাপী অ্যাপ হলো রেলওয়ে কর্মীদের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুতকৃত অল-ইন-ওয়ান শিক্ষামূলক প্ল্যাটফর্ম। এটি জ্ঞানের মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের সবলীকরণ করতে প্রচুর সম্পদ প্রদান করে, তাঁদের পেশাগত বিকাশকে বৃদ্ধি করে এবং পরিচালনামূলক নির্দেশিকা ও উন্নয়নের সাথে তাঁরা যেন তাল মিলিয়ে চলতে পারে তা নিশ্চিত করে।উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা এক প্রেস বার্তায় এ খবর জানিয়েছেন। প্রেস বার্তায় কপিঞ্জল কিশোর জানান, অ্যাপটি লঞ্চ করে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে জেনারেল ম্যানেজার যে প্রচেষ্টা ও উদ্ভাবনের ফলে এই অ্যাপ তৈরি হয়েছে তার প্রশংসা করেন। উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জুড়ে পরিচালনমূলক জ্ঞান রূপান্তরের ক্ষেত্রে তথা পেশাগত ক্ষমতার বিনিময় ও শক্তিঃশালীকরণের ক্ষেত্রে অ্যাপটির সম্ভাবনার ওপর তিনি গুরুত্ব দেন। পাশাপাশি জেনারেল ম্যানেজার সমস্ত ডিভিশনে এই অ্যাপের ব্যাপক রূপায়ণ নিশ্চিত করারও নির্দেশ প্রদান করেছেন।উল্লেখ্য, তিনসুকিয়ার ডিভিশনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (পাওয়ার) সুনীল কুমারের সহযোগিতায় সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট নীতিশ শর্মা জ্ঞানব্যাপী অ্যাপটি তৈরি করেছেন। রেলওয়ে কর্মীদের জন্য শিক্ষামূলক সম্পদ ও পরিচালনমূলক নির্দেশিকার ডিজিটাইজিং এবং স্ট্রিমলাইনিং অ্যাক্সেসের ক্ষেত্রে জ্ঞানব্যাপী অ্যাপটি একটি স্মরণীয় পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ইউজার-ফ্রেন্ডলি ইন্টারফেস এবং টেইলর্ড কনটেন্টের সাথে অ্যাপটি সমগ্র উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে কর্মচারীদের জন্য একটি অপরিহার্য উপকরণ হয়ে উঠবে বলে মনে করা হচ্ছে।রেল মন্ত্রী রেলওয়ের উচ্চ মান বজায় রাখার ক্ষেত্রে রেলওয়ে কর্মীদের জন্য ক্রমাগত শিক্ষার গুরুত্ব এবং ব্যাপক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করার সময় এই জ্ঞানব্যাপী অ্যাপ চালু হওয়াটা নিঃসন্দেহে ভারতীয় রেলওয়ের পেশাগত শিক্ষার জন্য একটি নতুন মান স্থাপন করবে বলে দাবি করা হয়েছে প্রেস বার্তায়।

আগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি

নয়াদিল্লি,২৫ জানুয়ারিঃযেসব যুবক-যুবতী বন্ধুরা নিয়োগপত্র পাচ্ছেন তাঁদের জন্য এটি অবশ্যই একটি স্মরণীয় দিন, কিন্তু পাশাপাশি দেশের জন্যও এ এক ঐতিহাসিক দিন। ১৯৪৭ সালে আজকের দিনে অর্থা ২২ জুলাই ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকার বর্তমান স্বরূপকে সংবিধানে মান্যতা দেওয়া হয়েছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে আপনারা সকলে সরকারি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার নিয়োগপত্র পেয়েছেন। এটি আপনাদেরকে বিশেষ প্রেরণা দেবে। আজাদি কা অমৃত মহোসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে তখন আপনাদের সরকারি চাকুরিতে আসা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি আপনাদের পরিশ্রমের ফল। আমি যারা নিয়োগপত্র পেয়েছেন সেইসব যুবক-যুবতীদের ও তাদের পরিবার পরিজনকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই, অনেক অনেক শুভ কামনাও জানাচ্ছি। বন্ধুগণ,স্বাধীনতার এই অমৃতকালে আমি সব দেশবাসীকে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে উন্নত করার সংকল্প গ্রহণের আহ্বান জানাই। আগামী ২৫ বছর আপনাদের সকলের সঙ্গে জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ভারতের প্রতি যে চিন্তাভাবনা তৈরি হয়েছে, বিশ্বাস জন্মেছে, আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, এই সবকিছুর সম্পূর্ণ লাভ গ্রহন করতে হবে। আপনারা দেখেছেন যে ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠে এসেছে। বর্তমানে প্রায় সব বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, আগামী কয়েক বছরে ভারত দুনিয়ায় প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসবে। প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসা ভারতের জন্য এক অসামান্য সাফল্য হবে। কারণ সব ক্ষেত্রেই চাকুরির সম্ভাবনা বাড়বে, দেশের সাধারণ নাগরিকদের আয়ও বাড়বে। সব সরকারি কর্মচারীদের জন্যও এর থেকে বড় সুযোগ আর কিছু হতে পারেনা। আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনাদের পদক্ষেপ দেশহিতের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং দেশের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে। এটাই আমি বিশ্বাস করি। এই সুযোগ, এই চ্যালেঞ্জ এবং এই সম্ভাবনা সবকিছুই আপনাদের সামনে রয়েছে। আপনারা এই অমৃতকালে দেশ সেবার বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন। দেশের জনগণের জীবন সহজ করতে তাদের সমস্যার সমাধান করতে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, এটাই হওয়া উচিত আপনাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। আপনারা যে বিভাগেই নিয়োগপত্র পেয়ে থাকুন না কেন, যে শহর বা গ্রামেই তা হোক, সর্বদা এ কথা মনে রাখবেন যেন আপনাদের কাজের ফলে জনগণের জীবনযাপন সহজ হয়। জীবনযাত্রার সরলীকরণ হয়, পাশাপাশি আগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও আপনাদের ছোট্ট একটি প্রয়াস কারও কারও ক্ষেত্রে দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে পারে। তাঁদের কোনো বিফল হতে যাওয়া কাজ সাফল্য অর্জন করতে পারে। আপনারা আমার একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, জনতা জনার্দন এবং তাঁরা ঈশ্বরেরই অন্য রূপ। জনগণের থেকে পাওয়া আশীর্বাদ, দেশের দরিদ্র শ্রেণীর থেকে পাওয়া আশীর্বাদ সর্বদাই ভগবানের আশীর্বাদের সমান হয়। এইজন্য আপনারা অন্যদের সাহায্য করার চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করবেন। এরফলে আপনাদের যশ বৃদ্ধি পাবে। আপনারা নিজেরাও সন্তুষ্ট হবেন।বন্ধুগণ,আজকের এই অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে বহু মানুষ নিয়োগপত্র পেয়েছেন। অর্থ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ভারত সেই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যেখানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ৯ বছর আগে পরিস্থিতি এমন ছিলনা। যখন ক্ষমতা দখলের স্বার্থ জনগণের উন্নয়নকে ছাপিয়ে যায় তখন সব কাজই নষ্ট হয়ে যায়। এর বেশ কিছু উদাহরণ আমরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। এই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র পূর্ববর্তী সরকারের সময় এমন দূরবস্থায় পড়েছিল, আমরা প্রত্যেকেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। আপনারা আজকাল ডিজিটাল যুগে রয়েছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গ্রহণ করেন। ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাজকর্মও করেন। কিন্তু ৯ বছর আগে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের পরিষেবা পাওয়ার কল্পনাও কেউ করেনি। সম্পূর্ণ কর্মপদ্ধতিই ছিল আলাদা। সেইসময় আপনাদের মতো সাধারণ জনগণের জন্য ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু ছিল না। দেশের ১৪০ কোটি মানুষ এই পরিষেবা পাননি। সেইসময় একটি বিশেষ পরিবারে ঘনিষ্ঠ কিছু শক্তিশালী নেতা ব্যাঙ্কে ফোন করে নিজেদের পছন্দের মানুষকে হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এই ঋণগুলি কখনই পরিশোধ করা হয়নি। কাগজেই কেবল কাজ হতো। ঋণ পরিশোধ করার জন্য পুনরায় ব্যাঙ্ককে ফোন করে দ্বিতীয়বার ঋণ, দ্বিতীয়বার নেওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য তৃতীয় বার ঋণ এভাবেই চলতো ঋণের পর ঋণ গ্রহণ। এই ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার কেলেঙ্কারি পূর্ববর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় দূর্নীতির মধ্যে অন্যতম। পূর্ববর্তী সরকারের এই দূর্নীতির জন্য দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ২০১৪ সালে আপনারা আমাদেরকে ক্ষমতায় এনে দেশের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর আমরা এই পরিস্থিতি থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে এবং দেশকে উদ্ধার করেছি। একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। আমরা সরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে ম্যানেজমেঃটকে মজবুত করেছি। পেশাদারিত্বের ওপর জোর দিয়েছি। আমরা দেশের ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে একত্রিত করে বড় ব্যাঙ্ক তৈরি করেছি। আমরা এটি সুনিশ্চিত করেছি যে ব্যাঙ্কে সাধারণ নাগরিকের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ কখনও হারিয়ে না যায়। কেননা ব্যাঙ্কের প্রতি সাধারণ নাগরিকের বিশ্বাস মজবুত করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। বেশ কিছু কর্পোরেট ব্যাঙ্ক তখন ডুবতে বসেছিল। সাধারণ জনগণের পরিশ্রমের অর্থ ডুবে যাচ্ছিল, এইজন্য আমরা এই সীমা ১ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করেছি। এর ফলাফল এখন আপনাদের সামনে। যেসব সরকারি ব্যাঙ্কের হাজার কোটি টাকা ক্ষতি নিয়ে আলোচনা হত বর্তমানে সেইসব ব্যাঙ্কেরই রেকর্ড পরিমান মুনাফা নিয়ে আলোচনা হয়।বন্ধুগণ,ভারতের মজবুত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র এবং ব্যাঙ্কের প্রত্যেক কর্মচারি বিগত ৯ বছরে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কাজ করেছেন। এইজন্য আমরা সকলে গর্বিত। ব্যাঙ্কে কর্মরত আমার সব কর্মচারী ভাই-বোনেদের তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই সংকট থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে বের করে আনার জন্য এবং দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে মজবুত করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কখনও আমার লক্ষ্যকে ভ্রষ্ট হতে দেননি। আমার চিন্তাভাবনাকেও নিরাশ করেননি। আমার মনে আছে যখন জনধন যোজনা শুরু হয়েছিল তখন পুরনো ধ্যান ধারনার মানুষ এই বিষয়টিতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তোলেন। যেসব দরিদ্র মানুষের কাছে অর্থ নেই তারা ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে কী করবেন? সেই প্রশ্ন ওঠে বার বার। ব্যাঙ্কের ওপর অযথা চাপ বাড়বে, ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কী করে কাজ করবেন সেই প্রশ্নও উঠেছিল। নানাভাবে নিরাশাজনক কথা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমার ব্যাঙ্কের বন্ধুরা দরিদ্র শ্রেণীর জনগণের জন্য জনধন অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। এরজন্য তাঁরা দিন-রাত এক করে কাজ করেছেন। বস্তিতে গিয়েও ব্যাঙ্কের কর্মচারিরা অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছেন। বর্তমানে দেশের প্রায় ৫০ কোটি জনধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এর পিছনে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের পরিশ্রম বিশেষভাবে জড়িত আছে। এই ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা যে পরিশ্রম করেছেন তার ফলেই করোনাকালে সরকার কোটি কোটি মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠাতে পেরেছে।বন্ধুগণ,কিছু কিছু মানুষ কোনো কিছু শুরুর আগে থেকেই অভিযোগ করতে শুরু করেন। সে রকমই অভিযোগ উঠেছিল আরও একটি। বলা হয় আমাদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের জনগণকে সাহায্য করার জন্য কোনো সংস্থান নেই। পূর্ববর্তী সরকারের সময় কী হয়েছিল তা তো আপনারা ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু ২০১৪ সালের পর পরিস্থিতি আর এমনটা নেই। সরকার মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিনা গ্যারান্টি তে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছেন। সরকার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য ঋণের পরিমান দ্বিগুণ করেছে। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরাই তখন অধিক থেকে অধিকতর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জনগণকে আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দিয়েছেন। সরকার যখন কোভিড কালে এমএসএমই ক্ষেত্রকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই বেশি পরিমান ঋণ দিয়ে এমএসএমই ক্ষেত্রকে রক্ষা করতে সাহায্য করেন। তাঁদের পরিশ্রমের ফলে দেড় কোটির বেশি উদ্যোগপতির রোজগার হারানোর সম্ভাবনা রক্ষা করা যায়। সরকার যখন কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ পাঠানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনা শুরু করে তখন ব্যাঙ্ক কর্মীরাই প্রযুক্তির সাহায্যে এই প্রকল্পকে সফল করার সব রকম চেষ্টা চালান।যখন সরকার ফুটপাথ-এ বসে যারা নিজেদের পণ্য বিক্রি করেন সেইসব বিক্রেতাদের জন্য স্বনিধি যোজনা শুরু করে তখন আমাদের এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই তাদের দরিদ্র মা-বোনেদের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। কিছু কিছু ব্যাঙ্কের শাখায় তো এই ধরনের জনগণকে খুঁজে বের করে এই প্রকল্পের আওতায় আনার কাজ করা হয়। হাতে ধরে তাদের ঋণ দেওয়ার কাজ

হিমাচল প্রদেশের প্রতিষ্ঠা দিবসে শুভেচ্ছা রাষ্ট্রপতি মুর্মুর

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি ঃহিমাচল প্রদেশের প্রতিষ্ঠা দিবসে শুভেচ্ছা জানালেন ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, হিমাচল প্রদেশের 'সম্পূর্ণ রাজ্য দিবস'-এ রাজ্যের সমস্ত বাসিন্দাদের আন্তরিক অভিনন্দন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং পর্যটন গন্তব্যগুলির জন্য বিখ্যাত, এই রাজ্যটি আধ্যাত্মিকতা এবং সংস্কৃতির কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। হিমাচলের যোদ্ধারা দেশের নিরাপত্তায় অসাধারণ অবদান রেখেছেন।আমি চাই হিমাচলের পরিশ্রমী মানুষ পরিবেশ ও উন্নয়নের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে এগিয়ে যান এবং রাজ্যকে উন্নতির নতুন উচ্চতায় নিয়ে যান।

যোগীর উক্তি-সহ ইসলাম সম্পর্কে মন্তব্য তথাগতের

কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি ঃ উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর উক্তি-সহ ইসলাম সম্পর্কে মন্তব্য করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।তথাগতবাবু শনিবার এক্সবার্তায় লিখেছেন, যোগী আদিত্যনাথের একটি উক্তি বাঁধিয়ে রাখার মত- আমি ইসলামকে ততটাই সম্মান করি যতটা ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা আমার ধর্মকে সম্মান করে।অপর একটি এক্সবার্তায় অপর একজন সমালোচকের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে লিখেছেন, আমাকে ' বেধ (অর্থা বেদ) থেকে মূর্তিপূজা সম্বন্ধে জ্ঞান দিচ্ছেন ? হিন্দুধর্ম বুঝবার ব্যর্থ চেষ্টা না করে আপনার ইসলামে পীরের কবর পূজা বৈধ কি না সেটার খবর আগে নিন।আপনার সঙ্গে বিতর্ক নিরর্থক, কারণ আপনি ও আপনার বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায় ইতিহাস লুকোবার চেষ্টা করেন। ১৯৪৬ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে বৃহত্তর নোয়াখালী জেলায় গোলাম সারোযার নামক শয়তান মুসলিম লীগ নেতার নেতৃত্বে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর যে বীভস নির্যাতন হয় তার প্রধান অঙ্গই ছিল জোর করে ধর্মান্তরকরণ। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হিন্দু গৃহস্থদের পোষা গরুটিকে কেটে তার মাংস গৃহস্থকে খাইয়ে তাকে ধর্মচ্যুত করার চেষ্টা হযেছিল । মোহনদাস গান্ধী সেই সময় নোয়াখালী সফর করেছিল, ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এই নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তান ও বাংলাদেশে এই নির্যাতনের পুনরাবৃত্তি হযেছে ১৯৫০, ১৯৬২, ১৯৬৪, ১৯৭১, ১৯৮৮, ১৯৯২, ২০০১-২০০৭, ২০২৪।

আজমেরে আক্রান্ত হিন্দু সেনার বিষ্ণু গুপ্তা, তদন্তে পুলিশ

আজমের, ২৫ জানুয়ারি ঃরাজস্থানের আজমেরে আক্রান্ত হলেন হিন্দু সেনার জাতীয় সভাপতি বিষ্ণু গুপ্তা। অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা শনিবার তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালায়। সম্প্রতি বিষ্ণু গুপ্তা দাবি করেছিলেন, আজমের দরগায় মন্দির রয়েছে। বিষ্ণু গুপ্তার এই দাবির পরই তাঁর ওপর প্রাণঘাতী হামলার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছা্য়েছে।এই হামলা প্রসঙ্গে বিষ্ণু গুপ্তা বলেছেন, আমি দিল্লিতে যাচ্ছিলাম, আমি দেখি দু'জন বাইকে আসছে। যেই মাত্র আমি গুলির শব্দ শুনলাম, চালককে জোরে গাড়ি চালাতে বললাম। এরপর তারা পালিয়ে যায়, আমাকে থামানোর এটি একটি পরিকল্পনা, আজমের দরগা মামলা তুলে নেওয়ার জন্য আমি আগেও হুমকি পেয়েছি। যাইহোক, আমি ভয় পাচ্ছি না।

হামলার ঘটনায় পুলিশকে বয়ান সইফের, বিবৃতি রেকর্ড করালেন অভিনেতা

মুম্বই, ২৫ জানুয়ারি ঃহামলার দিন ঠিক কী হয়েছিল, কীভাবে আঘাত পেলেন, সেই সমস্ত বিষয়ে মুম্বই পুলিশকে জানালেন অভিনেতা সইফ আলি খান। সইফ পুলিশকে জানিয়েছেন, হামলার সময় স্ত্রী করিনা এবং দুই সন্তান তৈমুর এবং জেহ, বাড়িতেই ছিল। হামলার দিন ঠিক কী হয়েছিল, তা বিশদে পুলিশকে জানিয়েছেন সইফ।মুম্বই পুলিশকে দেওয়া বয়ানে সইফ জানিয়েছেন, সেদিন স্ত্রী করিনার সঙ্গে ঘরেই ছিলেন তিনি। আচমকা বাইরে থেকে পরিচারিকা এলিমা ফিলিপসের চিৎকার শুনতে পান। এলিমা করিনাদের ছোট সন্তান জেহ-র দেখাশোনা করেন। জেহ রাতে তাঁর সঙ্গেই ঘুমিয়েছিল। এলিমার চিকার শুনে সইফ এবং করিনা ছুটে যান এলিমার ঘরে। দেখতে পান দুষ্কৃতীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি চলছে এলিমার। সইফ দুষ্কৃতীকে নিরস্ত করার চেষ্টা করলে তাঁদের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়।উল্লেখ্য, নিজের বাড়িতেই দুষ্কৃতীর ছুরির আঘাতে জখম হয়েছিলেন সইফ। মেরুদণ্ডের নিচে ছুরির একাংশ গেঁথে গিয়েছিল। আঘাত লেগেছিল হাতে ও শরীরের অন্যান্য জায়গায়। লীলাবতী হাসপাতালে জটিল অস্ত্রোপচার হয় তাঁর। এখন সইফ সুস্থ আছেন এবং বাড়িতে ফিরেছেন।

ওন্দা ব্লকের কৃষ্ণনগরে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়াঃরাজ্য সরকার তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালিত ৪০ তম অঞ্চল স্তরীয় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়ে গেল কৃষ্ণনগর ফুটবল মাঠে।ক্রীড়া প্রতিযোগিতাটির পরিচালন দায়িত্বে ছিল- মেদিনীপুর গ্রাম পঞ্চাযেত্। মেদিনীপুর গ্রাম পঞ্চাযেতের অধীন ১৫ টি প্রাথমিক নিম্ন বুনিযা্দি ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্র সমূহের ছাত্র-ছাত্রীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।সকালে ঘন কুয়াশার চাদর সরিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু করতে বেশ কিছুটা দেরি হয়ে যায়। এদিন প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রতিযোগিতার সূচনা হয়।তারপর এক সুন্দর রৌদ্র কিরণ উজ্জ্বল পরিবেশের মধ্য দিয়ে প্রতিযোগিতাটি চলতে থাকে। লাঞ্চ ব্রেক এর পর একদিকে প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। অপরদিকে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ও চলতে থাকে। প্রতিযোগিরা সর্বমোট ৩৪ টি ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে। ৩৪ টি ইভেন্টে অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীদের মধ্যে প্রথম , দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী কে পুরস্কার দিয়ে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেদিনীপুর গ্রাম পঞ্চাযেতের প্রধান মাননীয় দেবীদাস গাঙ্গুলী মহাশয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেদিনীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মাননীয়া দুর্গা মল্ল মহাশয়া।এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মদনমোহনপুর গ্রাম সংসদের সদস্যা মাননীয়া অষ্টমী মুর্ম্মূ মহাশয়া। উপস্থিত ছিলেন মেদিনীপুর সি. আর. সি র শিক্ষা বন্ধু মাননীয.বুদ্ধদেব হাজরা মহাশয়।অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সর্বস্তরের সহযোগিতা করেছেন ওন্দা পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সদস্য মাননীয় জুড়েন মালগোপ মহাশয়। সব সময় আমাদের পাশে ছিলেন মেদিনীপুর গ্রাম পঞ্চাযেতের কৃষি সহায়ক মাননীয় কুন্তল দে মহাশয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সঞ্চালকের ভূমিকায় দেখা যায় ওন্দা ব্লকের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাননীয় মধুসূদন দে মহাশয় কে। তাঁর সঞ্চালন দক্ষতায় অনুষ্ঠান মঞ্চ হাসিতে চারিদিক আলোকিত হয়ে ওঠে। শিক্ষক মহাশয় বাঁকুড়ার জেলার ওন্দা ব্লকের সম্পদ। মেদিনীপুর জি .পি. এর গর্ব।তবে প্রতিযোগিতাটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য মেদিনীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক - শিক্ষিকাদের সহযোগিতা ও আন্তরিকতা ছিল চোখে পড়ার মতো।

মহাকুম্ভে রেকর্ড, এযাবৎ ১০.৮০ কোটির বেশি ভক্তের পুণ্যস্নান সম্পন্ন

প্রয়াগরাজ, ২৫ জানুয়ারি ঃ উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভের ত্রয়োদশ দিনে ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যস্নান করে পুণ্য অর্জন করলেন বিপুল সংখ্যক ভক্তরা। ঠান্ডাকে উপেক্ষা করেই, শনিবার ভোররাত থেকেই গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলনস্থল ত্রিবেণী সঙ্গমে অমৃতস্নান করেছেন ভক্তরা। এযাব ১০.৮০ কোটিরও বেশি ভক্ত ত্রিবেণী সঙ্গমে

আবহাওয়া

মাঘ মাস চলছে, এই সময়েও শীতের আমেজ মালুম হচ্ছে না। শীতের পোশাকেরও সেভাবে প্রয়োজন হচ্ছে না, নেপথ্যে অবশ্যই পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। বিগত কয়েকদিন ধরে কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলিতে ওঠানামা করছে তাপমাত্রার পারদ। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বেড়ে ১৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.১ ডিগ্রি বেশি। সকাল ও রাতে হালকা শীতের আমেজ থাকলেও, আপাতত কাঁপুনি ঠান্ডা থেকে অনেক দূরে কলকাতাবাসী। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, কলকাতায় ঠান্ডা মালুম না হলেও গ্রাম বাংলায় ঠান্ডা এখনও অনুভূত হচ্ছে। পশ্চিমের জেলাগুলিতে ঠান্ডা মোটামুটি রয়েছেই। দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় আপাতত কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি হল - দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পঙ, আলিপুরদুয়ার। দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে। এই জেলাগুলিতে সকালের দিকে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকতে পারে।জোয়ার-সকাল ৮ টা ৫৫ মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫৫ মিনিট। ভাটা-সকাল ৮ টা ৫৫মনিট এবং রাত ২ টা ৫৫মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ১৮মিনিট এবং অস্ত ৫টা ০২মিনিট

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

১২মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ,রবিবার, ইংরেজীঃ২৩জানুয়ারী ২০২৫, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ৮ মাঘ, চান্দ্রঃ ১২ মাধব মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিত্রক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ ৯মাঘ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ ৯ মাঘ ১৯৪৬, মৈতৈঃ১২ বাকচিং, আসামঃ২৬ পুহ, মুসলিমঃ১১-রজব-১৪৪৬ হিজরী।শ্রীকুর্ম দ্বাদশীসূর্য উদয়ঃ সকাল ০৬ঃ২১ঃ১৬ এবং অস্তঃ বিকাল ০৫ঃ০৭ঃ২৯।চন্দ্র উদয়ঃ দুপুর ০২ঃ৩০ঃ৩৭(১১) এবং অস্তঃ শেষ রাত্রি ০৪ঃ৪৭ঃ৪২(১১)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃত্রয়োদশী (জয়া) শেষ রাত্রি ঘ ০৫ঃ৫৮ঃ১২ দং ৫৯১৫২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃরোহিণী দুপুর ঘ ০০ঃ১৮ঃ২১ দং ১৪৫২২৭.৫ পর্যন্ত পরে মৃগশিরাকরণঃকৌলব রাত্রিঃ০৬ঃ৪৬ঃ২৬ দং ৩১২৪০ পর্যন্ত পরে তৈতিলযোগঃশুক্র দুপুর ঘ ০০ঃ০৩ঃ৩৭ দং ১৪১৫৩৭.৫ পর্যন্ত পরে ব্রহ্মঅমৃতযোগঃদিন ০৬ঃ২১ঃ২২ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ২৭ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৪৭ঃ৩২ থেকে - ০৯ঃ৫৬ঃ৪৬ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০৬ঃ০১ থেকে - ০২ঃ৫৮ঃ২০ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৪১ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০১ঃ০৩ঃ৫১ থেকে - ০২ঃ৪৯ঃ৪১ পর্যন্ত।মহেন্দ্রযোগঃ রাত্রি ০২ঃ৪৯ঃ৪১ থেকে - ০৩ঃ৪২ঃ৩৭ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ০৭ঃ০৪ঃ২৭ থেকে - ০৭ঃ৪৭ঃ৩২ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ থেকে - ০৬ঃ০০ঃ৩০ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০১ঃ০৫ঃ১৫ থেকে - ০২ঃ২৬ঃ০২ পর্যন্ত। কালবেলাঃ দিন ০৬ঃ২১ঃ২২ থেকে - ০৭ঃ৪২ঃ০৯ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৪৬ঃ৪৮ থেকে - ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ থেকে - ০৬ঃ৪৬ঃ৪৮ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ৪২ঃ০৯ থেকে - ০৬ঃ২১ঃ২২ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৮২৭৩২৫ (২১) ১ পদচন্দ্রঃ ২৩৪৪২ (৫) ৩ পদমঙ্গলঃ ৩৪৫০১৭ (৮) ১ পদবুধঃ৮১০৯৭ (১৯) ৪ পদবৃহস্পতিঃ১১৮৫১৩ (৪) ৩ পদশুক্রঃ১০১৩৩০১১ (২৪) ৩ পদশনিঃ১০১৮১২৪৬ (২৪) ৪ পদরাহুঃ১১৯০১ (২৬) ২ পদকেতুঃ৫৯০১ (১২) ৪ পদমঙ্গল বক্রিবৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃধনু রাশি সকাল ০৬ঃ৩৪ঃ৫৪ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ০৮ঃ২১ঃ৪৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ০৯ঃ৫৫ঃ১১ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ১১ঃ২৬ঃ১৬ পর্যন্ত। মেষ রাশি দুপুর ০১ঃ০৬ঃ৫০ পর্যন্ত। বৃষ রাশি দুপুর ০৩ঃ০৫ঃ১৩ পর্যন্ত। মিথুন রাশি বিকাল ০৫ঃ১৮ঃ৩২ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৭ঃ৩৪ঃ১৪ পর্যন্ত। সিংহ রাশি রাত্র ০৯ঃ৪৫ঃ৩৫ পর্যন্ত। কন্যা রাশি রাত্র ১১ঃ৫৫ঃ৪৭ পর্যন্ত। তুলা রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ০৯ঃ৫৬ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ২৫ঃ৪২ পর্যন্ত।

কুলতলিতে দুদিনের এম এল কাপের সূচনা হলো শনিবার

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলতলি, ২৫ জানুয়ারিঃ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় সারা রাজ্য জুড়ে এমএলএ কাপ ও এমপি কাপের খেলা চলছে। আর সেই সূত্র ধরেই শনিবার কুলতলি বিধানসভার বিধায়ক গণেশচন্দ্র মন্ডলের উদ্যোগে ঘটিহারানিয়া গোষ্ঠ মেলার মাঠে দুদিনের এম এলে কাপের শুভ সূচনা হলো। এদিনের শুভ সূচনা অনুষ্ঠানের উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পরিবহন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী দিলীপ মন্ডল, জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মন্ডল,মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার, ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা,কুলতলির বিধায়ক গণেশচন্দ্র মন্ডল, জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ হাসনাবানু শেখ, জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক, কুলতলি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুপা সরদার সহ আরো। এখানে দুদিনে মোট আটটি দলের মধ্যে এই খেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শনিবার এই খেলার ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে। কুলতলি পঞ্চায়েত সমিতি,জয়নগর দুনম্বর পঞ্চায়েত সমিতি কুলতলি থানা এবং গোপালগঞ্জ,দেউলবাড়ী দেবীপুর, গুড়গুড়িয়া ভুবনেশ্বরী, মনিরতট, জালাবেড়িয়া ১,২, নলগড়া, মৈপীঠ বৈকুন্ঠপুর,কুন্দ খালি গোদাবর, বাইশহাটা, চুপড়িঝাড়া,মেরিগঞ্জ ১ ও ২ পঞ্চায়েত থেকে এই খেলায় অংশ নেয়। আর এই খেলা দেখতে বহু মানুষ ভিড় জমিয়েছিল এই মাঠে।

আন্দুলে সোনার দোকানের তালা ভেঙে হানা দিল দুষ্কৃতী দল

হাওড়া, ২৫ জানুয়ারিঃ হাওড়ার আন্দুলের পূর্বপাড়ায় সোনার দোকানের তালা ভেঙে হানা দিল দুষ্কৃতী দল। তবে, ডাকাতি হয়েছে কিনা তদন্ত করে দেখছে সাঁকরাইল থানার পুলিশ। শুক্রবার গভীর রাতে ওই ঘটনা ঘটে। দুষ্কৃতীরা দোকানের শাটার ও লোহার কোলাপসেবল গেটের তালা ভেঙে দোকানের ভিতরে ঢোকে। দোকানের সিন্দুক ভাঙারও চেষ্টা করে তারা। তবে সাঁকরাইল থানার আরটি ভ্যানকে টহল দিতে দেখে সম্ভবত পালিয়ে যায় তারা। তবে, কত টাকার জিনিসপত্র তারা নিয়ে গেছে সে বিষয়টি এখনও স্পষ্ট নয়। সাঁকরাইল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে সবকিছু খতিয়ে দেখছে। শনিবার ফরেন্সিকের ৪ সদস্যের একটি দল ঘটনাস্থলে আসেন। এখনও তদন্ত চলছে। তবে দোকানের মালিক তদন্তের স্বার্থে এখনও কিছু বলতে চাননি। দোকান মালিক হাসিবুল জানান, দোকানের তালা ভাঙা ছিল এটুকুই জানি। এর বেশি জানিনা। ফোন পেয়ে দোকানে এসে জানতে পারি এই ঘটনা। পুলিশ তদন্ত করে সবকিছু দেখছে। আগে পুলিশ গোটা ঘটনা তদন্ত করে দেখুক তারপর সব বলা যাবে। জানা গেছে, দোকানের সিসিটিভি ক্যামেরার হার্ড ডিস্ক ভেঙে দিয়ে গেছে দুষ্কৃতি দলটি। তবে আশপাশের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ পুলিশ খতিয়ে দেখছে।

ক্লাসরুম থেকে এক শিক্ষকের মৃতদেহকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ২৫ জানুয়ারিঃ ক্লাসরুম থেকে এক শিক্ষকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। বারুইপুর পুলিশ জেলার নরেন্দ্রপুর থানা এলাকার গ্রিন পার্কে এই ঘটনা ঘটেছে শনিবার। রোজ যে ক্লাস রুমে তিনি পড়ুয়াদের পড়াতেন, শনিবার সেই ক্লাস থেকেই উদ্ধার হয় রাজেশ রজক (২৮) নামে ওই শিক্ষকের দেহ।

তাঁর বাড়ি নরেন্দ্রপুর থানার রামচন্দ্রপুরে। এদিন ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। গ্রিন পার্ক এলাকার বেসরকারি ওই স্কুলটিতে বাংলা, ইংরাজি ও হিন্দি, তিন মাধ্যমেই পঠনপাঠন হয়। রাজেশ ওই স্কুলে হিন্দির শিক্ষক ছিলেন। স্কুল থেকে তাঁর বাড়ি একেবারে কাছে। জানা যায়, শুক্রবার রাত থেকে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। পরিবারের লোকজন খোঁজাখুজি করতে থাকেন। এর পরই জানা যায়, স্কুলেই গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন তিনি। পুলিশ গিয়ে দেহ উদ্ধার করে সোনারপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক দেবজ্যোতি মুখোপাধ্যায় বলেন, স্কুলে মেরামতির কাজ হচ্ছে। যে হেতু রাজেশ রজকের বাড়ি স্কুলের কাছে, তাই তাঁর কাছে স্কুলের চাবি ছিল। শনিবার এক অভিভাবক স্কুলে তাঁর পড়ুয়া সন্তানের অ্যাডমিট কার্ড আনতে গিয়ে ঐশিক্ষককে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখেন। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পারিবারিক কোনও সমস্যার কারণে এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। রবিবার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠাবে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। এব্যাপারে বারুইপুর এস ডি পি ও অতীশ বিশ্বাস বলেন, বাড়ির লোকজনের সঙ্গে ও কথা বলা হচ্ছে। কি কারনে এই ঘটনা ঘটলো তাঁর তদন্ত করা হচ্ছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্ত করে আসলে মৃতের আসল কারণ জানা যাবে।

নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে সুন্দরবনের জল সীমান্তের বিস্তীর্ণ এলাকায় চালু বিএসএফ এর অপস

সুন্দরবন, ২৫ জানুয়ারিঃ প্রজাতন্ত্র দিবসকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ সীমান্তে নিরাপত্তায় জোর দিল বিএসএফ। ২৩শে জানুয়ারি থেকে ৩১ জানুয়ারি বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় বিশেষ নজরদারি চালানোর জন্য একটি নির্দেশিকাও জারি করা হয়েছে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর তরফে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, বসিরহাটের সীমান্ত থেকে সুন্দরবনে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিশেষ টহল চালানো হবে। এছাড়া সীমান্তের অরক্ষিত এলাকায় বাড়তি নজরদারি ও সতর্কতার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আগামী ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত জারি থাকবে এই অপস বা অপারেশন অ্যালার্ট।বিএসএফের পূর্বাঞ্চলের ক্ষেত্রের তরফে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্যাপনের জন্যই কঠোর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে বসিরহাটের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ১০ দিনের এই অপস অ্যালার্ট শুরু হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ বসিরহাটের স্বরূপনগর থেকে হেমনগর পর্যন্ত স্থল ও জল সীমান্ত মিলিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের প্রায় ৯৬ কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে। তার মধ্যে জল সীমান্ত ৫০কিমি ও স্থল সীমান্ত ৪৬ কিমি। বিএসএফের ১০২, ১৪৩, ৭৪, ৮৫ ও ১১৮ ব্যাটেলিয়নকে বিশেষ ভাবে নজর রাখতে বলা হয়েছে। বিএসএফের স্পিডবোট ও ওয়াটার আউটপোস্ট সহ একাধিক জলযানে রায়মঙ্গল, কালিন্দী, গোমতী ও ইছামতি নদীতে টহল দিচ্ছে বিএসএফ জওয়ানরা। বিশেষ করে ঘোজাডাঙ্গা সীমান্ত যেখান থেকে বাংলাদেশি পর্যটক, পড়ুয়া ও রুগীরা পাসপোর্টে ভারতে প্রবেশ করেন। সেখানে তল্লাশি চালানো হচ্ছে জোর কদমে। এর আগেও বসিরহাটের একাধিক সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতের প্রবেশ করে একাধিক

নাশকতার ঘটনা ঘটিয়েছেন ভিনদেশীরা। তাই পুরো এলাকায় নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে বিএসএফ-এর এই উদ্যোগ। সীমান্তে দায়িত্বে থাকা সবক’টি বর্ডার আউট পোস্টকে বিএসএফ-এর তরফে এই নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে।

পাশাপাশি বসিরহাট পুলিশের পক্ষ থেকে নাকা চেকিং চালু হয়েছে। স্বরূপনগর, বাদুড়িয়া, হিঙ্গলগঞ্জ হাসনাবাদ, বসিরহাট ও হেমনগর সহ বসিরহাট পুলিশ জেলার ১১টি থানার উদ্যোগে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মোড়ে এবং বাজারগুলোতে নাকা চেকিং চালানো হচ্ছে। দিনরাত চলছে টহলদারি। তেঁতুলিয়া, বসিরহাট, মালঞ্চ, হাসনাবাদের বনবিবি সেতু, কাটাখালি সেতু ও হাড়োয়া সেতুতে নাকা চেকিং চালানো হচ্ছে পুলিশের পক্ষ থেকে।

ভারত গৌরব পুরস্কারে সম্মানিত সুন্দরবনের শান্তনুর

দুরন্ত বার্তা, নামখানা, ২৫ জানুয়ারিঃ প্রত্যন্ত সুন্দরবনের নামখানা ব্লকের বাসিন্দা তথা পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শান্তনু বেরা ভারত গৌরব পুরস্কার পেলেন। সামাজিক ক্ষেত্রে উনার অবদান এই মুহূর্তে সুন্দরবনের বিভিন্ন ব্লক জুড়ে রয়েছে। বিশেষত দুস্থ ও অসহায় ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি বা পড়াশোনায় সাহায্য করা, এমনকি আমাদের এই সুন্দরবনের মানুষের জীবন জীবিকা সুরক্ষা, প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো, পরিবেশ সুরক্ষা সহ বিভিন্ন ব্যাপারে উনার অবদান ছিল অনস্বীকার্য। সেই সাথে প্রফেশনাল জায়গাতে গবেষণা, সম্প্রসারণ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ানো সব জায়গাতেই উনার সমান বিচরণ। উনি ইতিমধ্যে দুইজন পিএইচডি এবং সাতজন মাস্টার ডিগ্রী স্টুডেন্টকে গাইড করেছেন সেই সাথে প্রায় ৩০ জন ছাত্রছাত্রীর গবেষণা কমিটির উনি মেম্বার। দেশী ও বিদেশী জার্নালে উনার প্রায় ৫০ টি গবেষণাপত্র পাবলিশ হয়েছে। গত বছর সেরা গবেষণা পত্রের জন্য সি কে থমাস পুরস্কারেও ভূষিত হয়েছিলেন। সুন্দরবন এলাকায় সামাজিক ক্ষেত্রে কাজের জন্য উনি করোনা ওয়ারিয়ার এবং বিভিন্ন সংগঠন যেমন টেগোর সোসাইটি, লোকমাতা রানী রাসমণি মিশন, তারকেশ্বর সেন্টার ফর অ্যানিমেল ওয়েলফেয়ার, আওয়ার অ্যাসোসিয়েশন অফ রেমেডি থেকে সামাজিক কাজের জন্য উনি সম্মানিত হয়েছেন। উনার লেখা বিভিন্ন আর্টিকেল বিভিন্ন পেপার পত্রিকায় নিয়মিত বের হয়। সেই সাথে রেডিও দূরদর্শনে প্রাণী পালন বিষয়ে উনার বক্তব্য খুবই পরিচিত। দেশের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষক হিসাবে যুক্ত রয়েছেন। প্রায় দশটি সাইন্টিফিক সোসাইটির মেম্বার রয়েছেন এই মুহূর্তে। এছাড়াও বিভিন্ন অসরকারি সংগঠনের পরামর্শদাতা রয়েছেন। সমাজের প্রান্তিক মানুষদের জন্য ওনার গবেষণা এবং মাঠে নেমে কাজ করার জন্য বিভিন্নভাবে উনি প্রশংসিত। পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি জেলায় এমনকি বিশেষ করে সুন্দরবনের প্রত্যেকটি ব্লকে গিয়ে ওনার কর্ম প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। সুন্দরবনের মহিলাদের কিভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা যায় বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক তারও ক্লাস করাচ্ছেন। সুন্দরবনের মানুষের কাছে এটা একটা গর্ব।উনার লেখা বেশ কিছু বই পাঠক সমাজে খুবই জনপ্রিয়। নয়া দিল্লিতে একটি অনুষ্ঠানে কেটিকে ফাউন্ডেশনের তরফে উনাকে ভারত গৌরব পুরস্কার দেওয়া হয়। এই পুরস্কার পেয়ে ড. বেরা বলেন, পুরস্কার মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। সেক্ষেত্রে সামাজিক ক্ষেত্রে এবং প্রফেশনাল ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতা আরো বেড়ে যায়। এই প্রসঙ্গে প্রবীণ লেখক অপূর্ব দাস বলেন, ডক্টর শান্তনু বাবুর এই পুরস্কার প্রাপ্তি এক অনন্য স্বীকৃতি। এই স্বীকৃতি তাঁকে আগামী দিনে অনুপ্রাণিত করবে এবং এগিয়ে চলার পথ দেখাবে। ডক্টর বেরা একজন সু লেখক। আগামী দিনে তার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। আশা করি তিনি আগামী প্রজন্মকেও তাঁর কাজের মাধ্যমে অনুপ্রাণিত করবে।

অবৈধভাবে পার্টি অফিস নির্মাণ তৃণমূল কংগ্রেসের

বারাসাত, ২৫ জানুয়ারিঃ ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপরে বারাসাত ১১ নম্বর ওয়ার্ডে একটি অবৈধভাবে পার্টি অফিস নির্মাণ করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। যার জমির সামনে এই পার্টি অফিস তৈরি হচ্ছিল তারা এসে আপত্তি করলে তাদেরকে মারধর করে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা। তারপর স্থানীয় মানুষ একত্রিত হলে তারা এখান থেকে চম্পট দেয়। বাঁশের স্ট্রাকচার তৈরি করে ফেলার পর তৃণমূল কংগ্রেসের ওই পার্টি অফিস স্থানীয় মানুষ একত্রিত হয়ে ভেঙে দেয়। জমির মালিকের অভিযোগ এই পার্টি অফিস করার জন্য তিনি বাধা দিতে আসলে তাকে কুড়ুল দিয়ে আঘাত করা হয় তার ফোন ভেঙে দেওয়া হয় তার গায়ে এলোপাতাড়ি মারধর করে তারা। এই পার্টি অফিস নির্মাণ করার জন্য বারাসাত পৌরসভার একটি জলের গাড়ি ও এখানে মজুদ করা ছিল।

কড়া পদক্ষেপ রাজ্য সরকারের, গতি বাড়ালেই ধরা পড়বে অ্যাপে

বনস্পতি দে, হুগলি, ২৫ জানুয়ারিঃ শহর থেকে শহরতলি, রাস্তায় বাসের রেষারেষি , দিনের পর দিন দুর্ঘটনার অভিযোগ উঠেছে, সতর্ক করেছে প্রশাসন, তারপরও কমেনি সেই দাপাদাপি। একই রুটে বাস কাছাকাছি চলে এলেই গতি বাড়িয়ে দেওয়া হয়, নিত্যযাত্রীরা প্রায়শই এই অভিযোগ করে থাকেন। আর রাস্তার মাঝে সেই বেপরোয়া গতির বলি হতে হয় পথচারীদের। এবার কড়া পদক্ষেপ করল রাজ্য সরকার। গতি বাড়ালেই ধরা পড়বে অ্যাপে। নতুন এই উদ্যোগের কথা জানিয়েছেন রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। হুগলির জাঙ্গীপাড়ায় পথ নিরাপত্তা সপ্তাহের সূচনা অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন মন্ত্রী। সেখানেই তিনি জানান, বাসের রেষারেষি বন্ধ করতে এবার অ্যাপ তৈরি করেছে রাজ্য সরকার। সেই অ্যাপ দিয়েই বাস চালকদের ওপর নজরজদারি চালাবে ট্রাফিক পুলিশ। পরিবহনমন্ত্রী বলেন, ‘‘বাসের রেষারেষি এবার বন্ধ করে দেব। আমাদের আইটি বিভাগ একটি অ্যাপ তৈরি করেছে। বাস চালকদের সেই অ্যাপ দেওয়া হবে। সকাল থেকে তাদের ট্র্যাক করবে ট্রাফিক পুলিশ। কত গতিতে তারা গাড়ি চালাচ্ছে, বেপরোয়া গতিতে চালাচ্ছে কি না, সবটাই ধরা পড়বে ওই অ্যাপে। মন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, বাস চালকদের জন্যে কড়া শাস্তির কথাও ভেবেছে রাজ্য। জানানো হয়েছে, বেপরোয়া গতিতে বাস চালালে, সেই চালককে শোকজ করা হবে। নির্দিষ্ট সময় পর তার ড্রাইভিং লাইসেন্সও কেড়ে নেওয়া হবে। আর বেপরোয়া গতিতে চালানোর ফলে যদি কারও মৃত্যু হয়, তাহলে চরম শাস্তি দেওয়ার কথাও জানিয়েছেন মন্ত্রী। এই অ্যাপ কার্যকর হলে পথ নিরাপত্তা বাড়বে বলেই আশা করছেন তিনি।

শ্রমিকদের সঙ্গে মালিক পক্ষের অশান্তির জেরে কাজ বন্ধ হাওড়ায়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৫ জানুয়ারিঃ শ্রমিকদের সঙ্গে মালিক পক্ষের অশান্তির জেরে কাজ বন্ধ করে দিল শ্রমিকরা। ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার ঐতিহ্যবাহী অনন্তপুর জুট মিলে। জানা গিয়েছে শুক্রবার কাজের সময় নিয়ে মালিক পক্ষের সঙ্গে অশান্তি হয় শ্রমিকদের। এরফলে শনিবার সকালের শিফটে কাজে আসা লোকজন কাজ বন্ধ করে দেয়। গেটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখায়। শ্রমিকদের দাবী ক্ষমা চাইতে হবে মালিক পক্ষ কে। শনিবার বিকেল পর্যন্ত মালিকপক্ষ থেকে কোনো উত্তর পাওয়া যায় নি। এবিষয়ে স্থানীয় বিধায়ক কালীপদ মন্ডল বলেন মালিক পক্ষ শ্রমিকদের সঙ্গে বসলে সমস্যা মিটে যাবে। স্থানীয় শ্রমিক নেতা কিংকর মন্ডলের দাবি মালিক পক্ষকে শ্রমিকদের কাছে অন্যায় স্বীকার করতে হবে।

পতঙ্গ বাহিত রোগ নির্মূল করতে আলোচনা সভা

বনস্পতি দে, হুগলি, ২৫ জানুয়ারিঃ হুগলি জেলা প্রশাসনিক রিভিউ মিটিং - মিশন নির্মল বাংলা ও পতঙ্গ বাহিত রোগ নির্মূল করার জন্য বিস্তারিত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল। এই প্রশাসনিক সভায় উপস্থিত ছিলেন পি উলগানাথন, আইএএস, সচিব - পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর সন্তোষা গুব্বি, অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি মুক্তা আর্য, আইএএস, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট পঞ্চায়েত দপ্তরের যুগ্ম সচিবগন ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অধিকারিকগণ মাননীয় সভাধিপতি রঞ্জন ধারা, সহাকারী সভাধিপতি সহ জেলা পরিষদের কর্মধ্যক ও কর্মধ্যকাগন, এসডিও, বিডিও, ইউনেস্কো এর থেকে আগত প্রতিনিধি, জেলার সবকটি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সকল প্রধান ও অন্যান্য পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী বেচারাম মান্না বললেন আমি এই সভার সার্বিক সাফল্য কামনা করি। এইদিন আমাদের প্রশাসনিক রিভিউ মিটিং হয়েছে এই মিটিংয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে কোথায় কি সমস্যা হচ্ছে সব সমাধান করার চেষ্টা করছি। এখানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি সচিব বিডিও পঞ্চায়েত সমিতি গ্রাম পঞ্চায়েতের পদাধিকারীরা সহ অঞ্চলের প্রতিনিধিরা। আমরা নির্মল বাংলা প্রকল্পে অনেক এগিয়ে আছি উন্নয়নের জন্য টাকাও খরচা হচ্ছে কাজ বাকি আছে খুব অল্প এছাড়া গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে বলা হয়েছে, অবিলম্বে শৌচাগার ব্যবহার করতে যেখানে সেখানে প্লাস্টিক না ফেলতে প্লাস্টিক বর্জন করতে ও নোংরা আবর্জনা যেখানে সেখানে না ফেলতে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হবে। এরপর প্রতিটি জেলা স্তরে এই রিভিউ মিটিং হবে সাধারণ মানুষকে সব সময় সচেতন করতে হবে।

আগামী ২৮ শে জানুয়ারি শুরু হচ্ছে ৪৮তম কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ জানুয়ারিঃ আগামী ২৮ শে জানুয়ারি শুরু হচ্ছে ৪৮তম কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা। ওইদিন বিকেলে মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগেই শনিবার বইমেলার যাবতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যাপারে সল্টলেক করুণাময়ী সংলগ্ন বইমেলা প্রাঙ্গণ একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রশাসনিক বৈঠক হল। সেখানে মেলা আয়োজক সংস্থা, পাবলিশার্স এন্ড বুক সেলার গিল্ড কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় ছিলেন বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট, দমকল সহ প্রশাসনিক একাধিক শীর্ষ স্তরের কর্তারা। বৈঠক শেষে বিধাননগরের পুলিশ কমিশনার মুকেশ কুমার বলেন, বইমেলার সফল করতে সিসি ক্যামেরা, পুলিশি নজরদারি সহ যাবতীয় নিরাপত্তা বলায়ে মুড়ে ফেলা হবে। দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু জানিয়েছেন, অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থাকে মজবুত রাখা হচ্ছে বইমেলা প্রাঙ্গণকে। মেলা মাঠের স্টলের অলিগলিতে অগ্নিসংযোগ ঠেকাতে ১২টি মোটরবাইক কর্মী মোতায়েন রাখা হচ্ছে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে থাকছে ফায়ার রোবট, ইঞ্জিন ইত্যাদি সরঞ্জাম। বৈঠক শেষে বইমেলা পরিদর্শন করেন দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু, গিল্ড কর্তৃপক্ষ ও বিধান নগর পুলিশ।

মথুরাপুর অল বেঙ্গল ইমাম মোয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে শান্তি ও সম্প্রীতির সভা

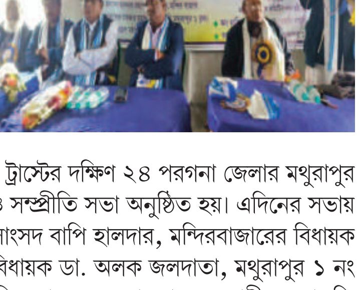

দুরন্ত বার্তা, মথুরাপুর,২৫ জানুয়ারিঃ মথুরাপুর অল বেঙ্গল ইমাম মোয়াজ্জিন এসিয়েশন এন্ড চ্যারিটেবল ট্রাস্টের সম্প্রীতি বার্তা ও শীত বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান হয়ে গেল শনিবার।অল বেঙ্গল ইমাম মোয়াজ্জেম এসোসিয়েশন এন্ড চারিটেবিল ট্রাস্টের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মথুরাপুর ১ নং ব্লকে এদিন এই শান্তি ও সম্প্রীতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার, মন্দিরবাজারের বিধায়ক জয়দেব হালদার,রায়দিঘির বিধায়ক ডা. অলক জলদাতা, মথুরাপুর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মানবেন্দ্র হালদার,সহকারী সভাপতি আলাউদ্দিন খান, ইমাম রাজ্য সভাপতি মাওলানা জিয়াউল হক লস্কর, মাওলানা সাদ্দাম হোসেন, জেলা সম্পাদক আব্দুল হাকিম মোল্লা কারী লুৎফর রহমান সাহেব, কারী আনসার সাহেব, রফিক সাহেব, জান্নাত হোসেন সাহেব সহ আরো অনেকে।কেন্দ্রীয় সরকারের ওয়াকাফ সংশোধনী বিলের বিরোধিতা করা হয় এখানে পাশাপাশি ইমাম সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমাজে হিন্দু মুসলিম খৃষ্টান জৈন বুদ্ধকে সঙ্গে নিয়ে আরো কাজ করার কথা বলা হয়। ইমাম সংগঠন যেভাবে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, প্লাস্টিক বর্জন, ডেঙ্গু ম্যালেরিয়া সচেতন শিবির এবং বিভিন্ন সমাজের কাজ করছে বলে জানান এদিন সাংসদ।এ দিন জেলা সেক্রেটারি আব্দুল হাকিম ভাই প্রত্যেক ইমাম মোয়াজ্জেমকে সঙ্ঘবদ্ধ হতে বলেন এবং মসজিদ গুলোকে রেজিস্ট্রেশন করে সরকারি আওতায় আনার আহ্বান জানান। এবং আগামী ৮ ই ফেব্রুয়ারি শনিবার আন্তর্জাতিক কেরাত সম্মেলন পাকসার্কাস ময়দানে উপস্থিত থাকার আহ্বান জানানো হয় এদিন।

হুগলিতে মিশন নির্মল বাংলা প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক চুঁচুড়ায়

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, চুঁচুড়া, হুগলি, ২৫ জানুয়ারিঃ হুগলি জেলায় মিশন নির্মল বাংলা প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো হুগলির চুঁচুড়া রবীন্দ্রভবনে। এই প্রশাসনিক সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষি বিপণন ও পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না, পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের সচিব পি উল গানাথন, এডিশনাল সেক্রেটারি সন্তোষা গুব্বি, হুগলির জেলা শাসক মুক্তা আর্য, হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি রঞ্জন ধাড়া ,পঞ্চায়েত দপ্তরের যুগ্ম সচিব গণ, এছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এস ডি ও, বিডিও ,ইউনেস্কোর প্রতিনিধি জেলার সবকটি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সকল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান উপ-প্রধান সহ জনপ্রতিনিধিরা। মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন হুগলি জেলায় স্বচ্ছতার নিরিখে আমরা প্রায় নব্বই শতাংশের উপর কাজ করে ফেলেছি, বাকি কাজগুলি শীঘ্রই শুরু করা হবে, এই বাকি কাজ

গুলির মধ্যে যে সমস্ত জায়গায় সমস্যাগুলো রয়েছে সেগুলো দ্রুত নিরসনের মাধ্যমে আমরা আগামী ছয় মাসের মধ্যে এই কাজ সম্পূর্ণ করতে পারবো বলে আশা রাখি। তিনি বলেন আজকে জনপ্রতিনিধিরা এবং প্রশাসনিক কর্মীরা এই বৈঠক থেকে তারা নিজ নিজ এলাকায় স্বচ্ছতার প্রশ্নে যেমন যত্রতত্র আবর্জনা না ফেলা, প্লাস্টিক ব্যবহার থেকে বিরত থাকা শৌচাগার ব্যবহার আবশ্যিক করা সর্বত্র পরিচ্ছন্ন রাখা সহ বিভিন্ন বিষয়ে জনগণকে সচেতন করবেন। তিনি জানান এইভাবেই প্রত্যেক জেলায় মিশন নির্মল বাংলা প্রকল্পকে হাতিয়ার করে স্বচ্ছতার বিষয়ে পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। হুগলি জেলায় পূর্ণ স্বচ্ছতার নিরিখে অতি দ্রুত কাজগুলি সম্পন্ন করার জন্যই এই বৈঠকে আলোচনা করা হয়। এই বৈঠক থেকেই নির্মল পরিবেশ স্থাপনে কয়েকটি কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র সহ বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না সহ প্রশাসনিক আধিকারিকবৃন্দ।

দুদিনের ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতা জয়নগরে

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ২৫ জানুয়ারিঃ গ্রাম বাংলা থেকে খেলাধুলা হারিয়ে যেতে বসেছে।সুন্দরবনের প্রাচীন ও জনপ্রিয় একটি খেলা হলো ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতা। আর দুদিনের সেই খেলা হয়ে গেল জয়নগরে।জয়নগর ২ নম্বর ব্লকের গড়দেওয়ানি অঞ্চলের বকুলতলা পশ্চিম পাড়া গ্রামবাসীদের উদ্যোগে পশ্চিম পাড়াতে দুদিনের ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু হয় শুক্রবার। এদিন এই খেলার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ হাসনাবানু শেখ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন গড়দেওয়ানি পঞ্চায়েতের উপপ্রধান প্রতিনিধি সালাউদ্দিন সেখ, মতিউর সেখ, জয়নগর ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সাবির গায়েন, ফুটিগোদা অঞ্চল তৃনমূল সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি ছুপান গাজি, জুলফিকার সরদার সহ আরোঅনেকে। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শতাধিক ঘোড়া নিয়ে এই খেলায় অংশ নেন প্রতিযোগীরা।শনিবার এই খেলার ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়। আর এই খেলা দেখতে বহু মানুষ হাজির ছিলো মাঠেতে।

তৃতীয় দিনে পড়ল বালি ব্রিজে সংস্কারের কাজ

দুরন্ত বার্তা, বালি, ২৫ জানুয়ারিঃ বালি ব্রিজে সংস্কারের কাজ তৃতীয় দিনে পড়ল, শনিবার সকালে যানজটের ছবি দেখা যায়নি। একদিকে যেমন বালিঘাট স্টেশন ও বালি ব্রিজে জোরকদমে কাজ চলছে, অন্যদিকে, শনিবার সকাল থেকে যান চলাচল অনেকটাই এদিন স্বাভাবিক বলে জানা গেছে।

দক্ষিণেশ্বরের দিক থেকে বালি দিকে আসার বালি ব্রিজের রাস্তায় চার চাকার গাড়ি চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে। বালির বাসিন্দা রাজেশ রায় এদিন বলেন, ব্রিজের কাজ হওয়ার কারণে আমাদের প্রচন্ড সমস্যা হচ্ছে। যাতায়াতে সময় বেশি লাগছে। অফিসে সময়মতো পৌঁছানো যাচ্ছে না। কাজের অসুবিধে হচ্ছে। এই সমস্যার ব্যাপারে অফিস বুঝছে না। দেরি হলে লেট ফাইন করে দিচ্ছে। যত দ্রুত সম্ভব রাস্তা চালু হোক। যাতে ভোগান্তি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

এখন অফিসে বেরতে গেলে অতিরিক্ত ১-২ ঘণ্টা হাতে নিয়ে বেরতে হচ্ছে। তাতেও সময় মতো পৌঁছানো যাচ্ছে না। তবে এই ব্রিজ সংস্কারেরও প্রয়োজন আছে।

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে নিরাপত্তা বাড়ানো হলো হাওড়া স্টেশনেও

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৫ জানুয়ারিঃ রবিবার ২৬ জানুয়ারি দেশের প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে হাওড়া স্টেশনের নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে। শনিবার থেকেই হাওড়া স্টেশনের ওল্ড এবং নিউ কমপ্লেক্স বিল্ডিংয়ে আরপিএফ এবং জিআরপির পক্ষ থেকে কড়া নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়। ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট অফ রেল পুলিশ পারমিতা মুখোপাধ্যায় বলেন, প্ল্যাটফর্মে যাত্রীদের মেটাল ডিটেক্টর এবং স্নিফার ডগ দিয়ে লাগেজ পরীক্ষা করা হচ্ছে। এছাড়াও দূরপাল্লার ট্রেনের পাশাপাশি লোকাল ট্রেনেও একইভাবে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। এর পাশাপাশি প্লাটফর্মে যতটা সম্ভব হয় বিভিন্ন ট্রেনের কম্পার্টমেন্টে ফুল ফোর্স নিয়ে চেকিং করা হচ্ছে। ইন্সপেক্টর, র্যাফ এই কাজ করছে। যদি কারও প্রয়োজন হয় সেইজন্য পুলিশ অ্যাসিস্ট্যান্ট বুথের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রবেশ এবং বাহির গেটগুলিতে বাড়তি নজরদারি দেওয়া হয়েছে। যে সমস্ত ব্যাগ পড়ে থাকে সেগুলি যথাযথভাবে মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে চেকিং করা হচ্ছে। রয়েছে স্নিফার ডগও। ২৬শে জানুয়ারি আমাদের রুটিন চেকআপ সবসময় চলে। আগের থেকে আমাদের আরও ট্রেন গার্ড বাড়ানো হয়েছে। এই সময় কোনওরকম মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ সহ অন্য কোন অপরাধ যাতে না হয় সেই জন্য লেডিস কামরাতেও চেকিং করা হবে। এদিন জিআরপির এক্সক্লুসিভ চেকিং চলছে। এক সপ্তাহ ধরে আমাদের আরপিএফ এর সাথে যৌথভাবে চেকিং হচ্ছে। চেকিং এর জন্য জিআরপির মোট ২০০ কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। সোমবার পর্যন্ত টানা তিন দিন এই চেকিং চলবে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক ৫৭ সংখ্যা, রবিবার ১২ মাঘ, ১৪৩১

লেখকের ইচ্ছায় বিজ্ঞানী

শেক্সপিয়ার চেষ্টা করলেই নিউটন হতে পারে,জটিল অঙ্কের সমাধান করে দেখিয়ে দিলেন মধুসূদন। বাঙালি পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও বরাবর তাঁর ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি ছিল গভীর মনোযোগ ও অপার আগ্রহ।তিনি মনে করতেন প্রতিষ্ঠা পেতে গেলে ইংরেজি সাহিত্য ছাড়া আর কোনো পথ নেই। সেই কারণেই নিজেকে সেই ভাষায় পারদর্শী করে তুললেন। ইংরেজি ভাষার প্রতি তাঁর অধ্যাবসায়ের একটি উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মধুসূদন তখন কলেজে পড়েন, স্ত্রীশিক্ষা নিয়ে একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা আয়োজিত হতে চলেছিল কলেজে। যা হতে চলেছে ইংরেজি ভাষায়। অন্যান্যরা সকলে ভাষার কারণে একপ্রকার মনস্থির করে নেয় যে তারা এ প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে না। কিন্তু মধুসূদনের বন্ধু ভূদেব মুখোপাধ্যায় মধুসূদনকে প্রায় জোর করেই এই প্রতিযোগিতায় নাম লেখানো করান।এই প্রতিযোগিতার পুরস্কার ছিল প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারীর জন্য যথাক্রমে সোনা এবং রুপোর মেডেল ঊ যথাসময়ে প্রতিযোগিতার দিন আগত, দেখতে দেখতে তা শেষ হয়ে কিছুদিনের মধ্যেই ফলাফল মিলল। আর তাতে দেখা গেল প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছেন মধুসূদন দত্ত। বন্ধু ভূদেবের তাঁর প্রতি ইংরেজি সাহিত্যের দক্ষতা নিয়ে অগাধ বিশ্বাস তিনি ক্ষুণ্ন হতে দেননি। শুধু ইংরেজি সাহিত্যে প্রবন্ধ লেখাই নয়, মধুসূদনের মেধার পরিচয় মেলে আরো বহু ঘটনায়। তিনি যে শুধু ইংরেজি সাহিত্যকেই ভালোবেসে ছিলেন বা শুধু যে তাতেই নিজের মেধার পরিচয় দিয়েছেন তা নয়, যেকোন বিষয় খুব অল্প সময়ের মধ্যেই রপ্ত করে তাতে পারদর্শিতা দেখানোর ক্ষমতা রাখতেন তিনি।মধুসূদন কোনদিনই অঙ্কে খুব একটা ভালো ছিলেন না। বা বলা ভাল অঙ্ক বিষয়টিকে তিনি খুব একটা গুরুত্ব কোনোকালেই দেননি ঊ দেবেনই বা কি করে! তিনি তো তখন শেক্সপিয়ারের লেখনীর জাদুতে বুঁদ। সারাক্ষণ সেই মায়াজালের স্বপ্নই বুনে চলেছেন। মধু কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত তখন হিন্দু কলেজে অধ্যয়নরত। এখন যা প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় নামে পরিচিত। তখন তাঁর সহপাঠী রাজনারায়ণ বসু, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, গৌরদাস বসাক,ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। যদিও সকলের মধ্যে ভূদেবের সঙ্গেই মধু কবির বেশি সখ্যতা ছিল।বন্ধু মধুসূদনের অঙ্কের প্রতি উদাসীনভাব মোটেই ভালো লাগত না ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের। এতো মেধাবী হয়ে তাঁর বন্ধু যদি ওই একটি বিষয়ের কারণে পিছিয়ে পড়ে সেই চিন্তা ভূদেবকে বড় পীড়া দিত। বারবার তিনি বন্ধুকে বুঝিয়েছেন কিন্তু তাও কোনো ফল না পেয়ে একদিন তীব্রভাবে ভর্ৎসনা করে বলে ফেলেন- নিউটন চাইলেই শেক্সপিয়ার হতে পারবেন কিন্তু শেক্সপিয়ার চাইলেও কখনোই নিউটন হতে পারবেন না। নিজের এতো কাছের বন্ধুর থেকে এমন কড়া কথা বড়ো আঘাত দিয়েছিল কবির মনে। তিনি সেদিন কোনো উত্তর দেননি। তবে মনে মনে এ কথার জবাবের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছিলেন। রোজকার মতোই চলতে লাগল জীবনধারা, সেই কলেজে যাওয়া,শেক্সপিয়ারের রচনায় বুঁদ হয়ে থাকা কোনো কিছুরই বদল ঘটল না। তবে একান্তে চালিয়ে যেতে লাগলেন অঙ্কের সমস্ত জটিল সমস্যার চর্চা। যা কাউকে টেরও পেতে দিলেন না।

‘ভারতের শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ধারা’

শাস্ত্রীয় সংগীতের অসংখ্য বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে সরোদ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় যন্ত্র। এই তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্রটি শাস্ত্রীয় সংগীতে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয় এবং সেতারের পরেই এর স্থান। সরোদের সুর, গভীরতা, মিষ্টতা এবং অনুনাদী প্রকৃতির জন্য এটি সংগীতপ্রেমীদের কাছে অপরিসীম জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এর সুরের ভাঁজ, মীড়ের সুচারু ব্যবহার এবং শাস্ত্রীয় রাগ পরিবেশনে এর অদ্বিতীয় ভূমিকা সরোদের স্থানকে অটুট করে রেখেছে। সরোদের ইতিহাস, এর উৎকৃষ্টতা, এবং এর সংস্কৃতির মধ্যে যেমন একটি দীর্ঘ এবং মর্মস্পর্শী যাত্রা রয়েছে, তেমনি এটি এক চিরন্তন বাদ্যযন্ত্র হিসেবে আজও আধুনিক শাস্ত্রীয় সংগীতের অন্তর্গত। এর প্রকৃত উৎপত্তি মধ্য এশিয়া এবং আফগানিস্তানের ‘রুবাব’ নামক বাদ্যযন্ত্র থেকে, তবে এটি ভারতবর্ষের মাটিতে এসে সুশৃঙ্খল রূপে বিকশিত হয়েছে। সরোদ এবং রুবাবের মধ্যে অনেক মৌলিক সাদৃশ্য থাকলেও, ভারতীয় সংস্কৃতিতে সরোদের যে বিশেষত্ব রয়েছে, তা এটিকে একটি আলাদা পরিচিতি এনে দিয়েছে। ১৮ শতকের মাঝামাঝি, মোহাম্মদ হাশমী খান বাঙ্গাস, একজন আফগান সঙ্গীতজ্ঞ, ভারতে এসে রুবাব বাজাতে শুরু করেন। তাঁর নাতি গুলাম আলী খান, গোয়ালিয়রের রাজসভার বাদক, রুবাবের গঠন এবং সুরের পরিবর্তন করে এটি সরোদে রূপান্তরিত করেন। তবে সরোদের আধুনিক রূপ গড়ে ওঠে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ-এর হাতে। তিনি এই বাদ্যযন্ত্রে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে এর সুর এবং গঠনকে পূর্ণাঙ্গরূপে পরিবর্তন করেন। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ'র পর, তাঁর ছেলে আলী আকবর খাঁ, সরোদ বাজানোর দক্ষতা এবং তার নতুন নতুন রূপে এই যন্ত্রের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করেন। তাঁর পরবর্তী উত্তরসূরী, আমজাদ আলী খান, সরোদের আন্তর্জাতিক পরিচিতি লাভে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। বর্তমানে, আমজাদ আলী খান এবং তাঁর পরিবার সরোদে যে অবদান রেখেছে, তা সংগীত মহলে একটি স্বর্ণালী অধ্যায় হিসেবে গণ্য হয়। সরোদ একটি তারযুক্ত যন্ত্র, যার স্ট্রিং সংখ্যা ২০ থেকে ২৫ পর্যন্ত হতে পারে। এটি একটি লিউট-সদৃশ যন্ত্র, যার গঠন সেতারের চেয়ে কিছুটা ভিন্ন। সরোদের সুর গভীর, রেজোনেন্ট এবং অন্তর্মুখী, যা সংগীতের সুরেলা উপস্থাপনায় এক অনন্য ভূমিকা পালন করে। সরোদের স্ট্রিংগুলি সাধারণত ইস্পাত বা ফসফর ব্রোঞ্জের তৈরি হয় এবং প্লেকট্রাম হিসেবে ব্যবহার করা হয় নারকেল বা কোকোনাটের কাঠ। সরোদের মূল বৈশিষ্ট্য হলো এর মীড়, যা শাস্ত্রীয় সংগীতের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মীড়ের মাধ্যমে এক সুর থেকে অন্য সুরে মসৃণভাবে স্লাইড করা হয়, যা সরোদের সুরের অভ্যন্তরে একটি বিশেষ মাধুর্য সৃষ্টি করে।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

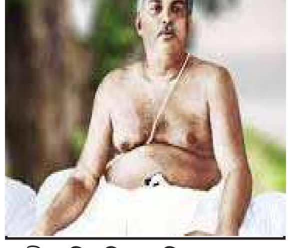

নারী শক্তি বিশ্ব শক্তির অন্যতম সেরা শক্তি। এই শক্তি না থাকলে কিন্তু পৃথিবী সৃষ্টি হতো না। পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে নারী। সেই কারণে নারীকে জগতজননী বলা হয়ে থাকে। জননী যে শক্তি অর্জন করতে পারে সেই শক্তি এই বিশ্বে আর কেউই গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না। সমস্ত নারীদের মধ্যে শক্তি রয়েছে। সৃষ্টি করার শক্তি যদি গ্রহণ করতে হয় তাহলে কিন্তু নারী শক্তির ওপরে নির্ভর করে থাকে।

স্বামী বিবেকানন্দ-বাণী

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, ওরে, নরেন যা তোর দরকার সব কিছু মায়ের কাছ থেকে চাইবি। আমার কোনও কিছু দেওয়ার নেই নরে। তোর মতো শক্তিশালীকে আমি আর কি দিতে পারি? তোর তো আমার থেকেও শক্তি বেশি। তুই তো একদিন বিশ্ব জয় করবি। সেই কারণে তোকে নিয়ে আসা। তুই তো পারবি বিশ্বকে জয় করতে। সেই শক্তি দিয়েছে তোকে মা। তোর আর ভয় কি রে। ঠাকুরের কথা শুনে নরেন মুগ্ধ হয়ে যেতেন। এমন জাদু মেশানো কথা বলতেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। তিনি তো সবার কাছে প্রিয়। এই প্রিয় হওয়ার পেছনে রয়েছেন যিনি তিনি হচ্ছেন মা সারদা। তিনি নিরবে নির্ভতে বসে থাকতেন দক্ষিণেশ্বরের একটি ঘরে। সেখান থেকে তিনি সারা বিশ্বটাকে পরিচালনা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ঘরে থাকলে মা কিন্তু সব খবর পায়। তাঁর সন্তান কি করছে, কার সঙ্গে মিশছে, কার সাথে কি কথা বলছে। সব খবর তিনি পান। সেই কারণে বলা হয়ে থাকে নারী শক্তি বিশ্ব শক্তির অন্যতম সেরা শক্তি। এই শক্তি না থাকলে কিন্তু পৃথিবী সৃষ্টি হতো না। পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে নারী।

৭৬ তম ভারতের সাধারণতন্ত্র দিবস-বিশেষ রচনা
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের গণতান্ত্রিক এবং রাষ্ট্রিক চিন্তাভাবনার প্রকাশ

রবীন্দ্রকুমার শীল

রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তা। জীবন ও অনুভব-কর্ষিত যত ফসল রবীন্দ্রনাথ ফলিয়েছিলেন পরিমাণ ও প্রাখর্যে তা বিস্ময়কর, তাঁর অশীতিবর্ষী সুদীর্ঘ জীবনসীমা সত্ত্বেও পৃথিবীতে তুলনারহিত। তিনি মুখ্যত শিল্পী ছিলেন - এই অসংশয়িত সত্যের বাইরেও আর এক রবীন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে থাকেন, যিনি রসস্রষ্টা নন বলে শিল্প-ভোক্তার অনুকম্পায়ীও নন। গগনবিহারী, শিল্পচৈতন্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিভূকে এড়িয়ে, আমরা ইচ্ছা করলে, শুধুমাত্র এক ধীমান, প্রখর বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন, পরম সামাজিক ও কর্মিষ্ঠ বাঙালির মুখোমুখিও আমরা দাঁড়াতে পারি। তাঁরও নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভাবতে প্রলুব্ধ হই, বাণী ও বর্ণের শিল্পী যদি তিনি না হতেন তাহলে চেনা-রবীন্দ্রনাথের যেটুকু অবশিষ্ট থাকবেন তাও কি ‘অন্য-এক’ অথচ ‘সম্পূর্ণ’ রবীন্দ্রনাথ নন? কবি বা শিল্পী বা সুরকার হয়তো নন, তবু রাজনীতিক, সংগঠক, প্রজ্ঞাবান দার্শনিক, শিক্ষাবিদ ও সমাজকর্মী রূপেও অ-খণ্ডিত ও পূর্ণ এক সামাজিক ব্যক্তি - সেও কি কম আকর্ষণীয়? এমন ব্যক্তি তো থাকতেই পারেন, সব সমাজের মতো আমাদের সমাজেও, যিনি শিল্পসংবেদী নন; তাঁর কাছেও তা হলে থেকে যান আর এক জন, অ-কবি, হৃতশিল্প, কিন্তু সমাজলিপ্ত জাগতিক, রবীন্দ্রনাথ।

আমাদের মনে কোনো সন্দেহ নেই যে, শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীর ধারণাগত (conceptual সংশ্লেষণকে স্ব-কল্পনায় চাক্ষুষ করা ও তা বাস্তবায়নের জন্যই তিনি বঙ্গসংস্কৃতির ইতিহাসে প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষরূপে গণ্য হতেন; এবং এ দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি পর্যায়ে তাঁর সামাজিক-রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও প্রত্যক্ষ কর্মসাধনার জন্য তিনি ভবিষ্যপ্রজন্মের নিকট অবশ্য পঠনীয় বলে সুদীর্ঘকাল বিবেচিত হতেন। রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রধান অসুবিধে তাঁর বিশালত্ব, বহুমাত্রিকতা ও শাবল্য; একসঙ্গে সবটুকু রবীন্দ্রনাথকে আলিঙ্গন আমাদের সাধ্যের বাইরে থেকেই যায়। রবীন্দ্রজীবনের পাঠকমাত্রেই জানেন যে, তাঁর চরিত্রে শৈথিল্য ও অন্যমনস্কতা স্বভাবপরিপন্থী ছিল। সারা জীবনে দায়িত্ব-এড়ানোর নজির তিনি কোথাও রাখেননি। প্রথম বিলেত গিয়েছিলেন সতেরো বছর বয়সে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির মুখচোরা ছেলেটি লজ্জা কাটিয়ে মেমসাহেবদের সঙ্গে নেচেছে, খোশগল্প করেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে হেনরি মর্লির ক্লাস করতে গেছে, পাশ্চাত্য সঙ্গীতে তালিম নিয়েছে - বয়োঃধর্মে এই সবই স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত। অতিরিক্ত দুটি ঘটনায় আমাদের মন আটকে যায়, যেহেতু বয়োঃধর্মের ব্যাকরণে তা মেলে না। সে সময়ে লিপিবদ্ধ কড়চাতে দেখা যায় ঐ তরুণ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ ইংরেজ সমাজের যেমন তীব্র সমালোচক, তৎসঙ্গে প্রবাসী ইঙ্গবঙ্গ সমাজেরও; তেমনি পার্লামেন্টে গিয়ে গ্ল্যাডস্টোনের বক্তৃতা শুনতেও ভোলে না, নিজের পক্ষপাতিত্ব জানায় বঞ্চিত আইরিশদের প্রতি। ইত্যাকার ঘটনাবলি এই অর্থে প্রতীকী যে, এই তরুণ পরবর্তী জীবনেও যে সর্বতোভাবে নির্মোহ ও সময়স্পর্শিত হয়েই কাটাবেন, তার ইঙ্গিত এখানে মিলছে। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ তার জীবদ্দশায় দেশে কি বিদেশে সংঘটিত যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় সর্বদা সাড়া দিয়েছেন। স্বদেশের ভাবনাজগতে ও বিভিন্ন রাষ্ট্রিক-সামাজিক কর্মপ্রবর্তনায় তাঁর অংশগ্রহণ সর্বদাই স্বতঃস্ফূর্ত থেকেছে।

যেখানে তিনি শিল্পী নন, শুধুই সমাজকর্মী ও দেশচিন্তক এবং মননে ও অনুভবে বিশ্বনাগরিক, সেই স্বল্পচেনা রবীন্দ্রনাথের নিকটেও বাঙালির বৈদগ্ধ্যঋণ অপরিশোধ্য। কিন্তু সেই প্রসঙ্গটি দৈশিক শিল্পজগতের নয়; তার ক্ষেত্রে সভ্যতাবিবর্তনের আলোকে দেশ ও লোক-সাক্ষিক সমাজভাবনা, রাষ্ট্রচিন্তা। এবং সেখানেও যিনি সম্রাট, তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামে জনৈক দেশপ্রেমী ও বিশ্বমানবিক বাঙালি ভাবুক।

বাল্যকাল থেকে আজ পর্যন্ত দেশের নানা অবস্থা এবং আমার নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দীর্ঘকাল আমি চিন্তা করেছি এবং কাজও করেছি। যে মানুষ সুদীর্ঘকাল থেকে চিন্তা করতে করতে লিখেছে, তার রচনার ধারাকে ঐতিহাসিকভাবে দেখাই সঙ্গত। রাষ্ট্রনীতির মতো বিষয়ে কোনো বাঁধা মত একেবারে সুসম্পূর্ণভাবে কোনো-এক বিশেষ সময়ে আমার মন থেকে উৎপন্ন হয়নি- জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিবর্তনের মধ্যে তারা গড়ে উঠেছে। ‘রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত’, ‘কালান্তর’ বার্ধক্যের স্মৃতিচারণে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,‘কবে যে গান গাহিতে পারিতাম না তাহা মনে পড়ে না।’ একটু ঘুরিয়ে এ-কথাটিই তিনি তাঁর স্বদেশানুভূতি বিষয়ে বলতে পারতেন - ‘কবে যে দেশকে জানিতাম না তাহা মনে পড়ে না’, কারণ বুদ্ধি ও জ্ঞান-বাহিত উপলব্ধির বহু পূর্বেই তিনি আনন্দানুভূতির সূত্রে দেশকে বোধের মধ্যে অনুভব করার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর শৈশব-বাল্য-কৈশোরের সবটুকুই কেটেছিল স্বদেশপ্রেমে মাতাল পারিবারিক আবহাওয়ায়। ‘জাতীয় মেলা’ বা ‘হিন্দু মেলা’ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঠাকুরবাড়িরই আনুকূল্যে ১৮৬৬ সালে, রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন পাঁচ এবং আট বৎসর পরে তেরো-পেরুনো সদ্য-কিশোর তিনি পাঠ করেছিলেন তাঁর প্রথম মুদ্রিত কবিতা ‘হিন্দুমেলার উপহার’। অনেক পরে, তেষট্টি বৎসর বয়সে, বৃদ্ধ কবি তাঁর এক আত্মজৈবনিক ইংরেজি রচনায় ঐ বিশেষ

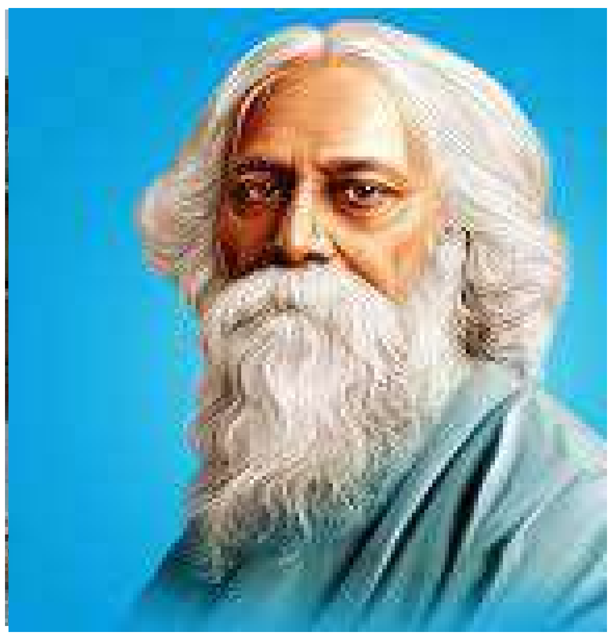

শৈশবপরিবেশ ব্যাখ্যা করেছিলেন - “There was yet another movement started about this time in my country which was called National. It was not fully political– but it began to give voice to the mind of our people trying to assert their own personality.”

দেশহিতৈষণার এই ভাবতরঙ্গ উদীয়মান তরুণ কবিকে উদ্দীপিত করেছিল অবশ্যই, কিন্তু বাৎসরিক ঐ মেলা যথোচিতকালে স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করলে তিনি দুঃখিত হননি, কারণ বিশ/বাইশ বছর বয়সে পৌঁছুতে-পৌঁছুতে তিনি জেনেছিলেন যে, ‘জাতীয় মেলা’ যত আদর্শিকই হোক না কেন বৃহত্তর জনগণের সঙ্গে তাঁর কোনো নাড়ির বন্ধন নেই। তাঁর বয়স যখন প্রায় তিরিশ, তখন থেকে আমরা তাঁকে দেখি এ দেশের ব্রিটিশ রাজত্বের বিভিন্ন ত্রুটি, হৃদয়হীনতা ও অমানবিকতা সম্পর্কে তীব্রভাবে সমালোচনা-মুখর। আমাদের মনে না পড়েই পারে না যে, এ সেই সময় যখন তিনি পারিবারিক দায়িত্ব পালনে জমিদারি তদারকিতে গ্রামবাংলা ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সমাজকর্মী ও রাজনীতিক হিসেবে অন্যতম মুখ্য ভূমিকা পালন অনতিদূরে অপেক্ষমাণ। রাজনীতির উপরে তাঁর আস্থা এ সময়েই হ্রাস পেতে থাকে। ১৯১৬ সালে মার্কিন দেশে প্রদত্ত ভাষণে বলেছিলেন, Our real problem in india is not political. It is social. This is a condition not only prevailing in India but among all nations. I do not believe in an exclusive political interest.”

তাঁর এই অবস্থান প্রত্যক্ষ অনভিপ্রেত অভিজ্ঞতার ফসল দেশের হিতের সঙ্গে দেশনেতাদের রাষ্ট্রভাবনা ও রাজনীতিবিজ্ঞানের যে কোনো সম্পর্ক নেই, তা তিনি অনেক ঠেকে শিখেছিলেন। তাঁর ‘স্বদেশী সমাজ’ (১৩১১) প্রবন্ধ এবং পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীতে (১৩১৪) তাঁর সভাপতির ভাষণ পাঠ করলেই তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণক্ষমতা এবং মোহমুক্তির ছবি স্পষ্ট হবে। ‘বিদেশী রাজা চলিয়া গেলেই দেশ যে আমাদের স্বদেশ হইয়া উঠিবে তাহা নহে।... একবার সত্য করিয়া ভাবিয়া দেখো, দেশ আমাদের হইতে কত দূরে, কত সুদূরে’- এই ছিল তাঁর সত্যকার উপলব্ধি (‘ব্যাধি ও প্রতিকার’)। অতঃপর ধীরে ধীরে রাজনীতি থেকে তিনি নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন স্বনিষ্ঠ থাকবার জন্যই। আর সেই একই কারণে দেশের হিতসাধন বলতে তিনি যা বোঝেন তারই বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে হাতে-কলমে লেগে রইলেন শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনের পিছনে। এই ব্রতসাধন চলেছিল আমৃত্যু।

রাষ্ট্রনেতা বা রাজনীতিজ্ঞ রূপে বরেণ্য হবার কোনো স্বপ্ন সুপ্ত ছিল, এমন কোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কর্মপ্রচেষ্টার প্রমাণ রবীন্দ্রজীবনে আমরা দেখি না। অথচ পরবর্তীকালেও বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক আন্দোলন বা রাষ্ট্রিক প্রশ্নে তিনি নানাভাবে অংশ নিয়েছেন সন্ত্রাসবাদে অনাস্থা বা অসহযোগ আন্দোলনে তাঁর নেতিবাচক ভূমিকা সমালোচনা বিদ্ধ;তেমনি জালিয়ান ওয়ালাবাগে ব্রিটিশ বর্বরতার প্রতিবাদে খেতাব বর্জনের মাধ্যমে পরাধীন দেশবাসীর আত্মমর্যাদা রক্ষাও স্মরণীয়। অর্থাৎ তিনি প্রচণ্ড রূপে রাজনীতি-সচেতন, তবুও দেশের রাজনৈতিক গতিধারার সুফল বা শুভত্বে আস্থা জ্ঞাপন করেননি। কারণ তিনি নিশ্চিন্তভাবে বুঝতে পেরে ছিলেন যে, বিদেশি শাসকের ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রনীতি এবং দেশপ্রেমী রাষ্ট্রনেতাদের ইউরোপ দীক্ষিত রাষ্ট্রনীতিজ্ঞান - উভয়ের মধ্যে স্বদেশের ধ্বংসবীজ লুকোনো আছে। উপরন্তু তিনি মনে করতেন, ইউরোপ ও এশিয়ায় সভ্যতা বিকাশের ধারার গতিপ্রকৃতি ভিন্ন হওয়ায় এ দুই মহাদেশের প্রবাহিত সমাজজীবনে ও মননধর্মে যে-পার্থক্য ঐতিহ্য পরম্পরায় ও ইতিহাসগতভাবে মৌলিক, সেখানে ইউরোপীয় অভিজ্ঞতার মডেল ব্যর্থ, অপচয়িত ও বিধ্বংসী হতে বাধ্য। Nationalism in India নামে প্রদত্ত ভাষণে (১৯১৬) এই মৌলিক অসঙ্গতিটি তিনি চমৎকারভাবে তুলে ধরেছিলেন। পার্থক্য যেখানে মৌলিক সেখানে যে কোনো সমস্যারই সমাধান ভিন্ন ভিন্ন হতে বাধ্য। শেষ পর্যন্ত পশ্চিমী রাষ্ট্রনৈতিক মতাদর্শ বা political institution সম্পর্কে তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছে।

চিরদিন ভারতবর্ষে এবং চীনদেশে সমাজতন্ত্রই প্রবল, রাষ্ট্রতন্ত্র তার নিচে। দেশ যথার্থভাবে আত্মরক্ষা করে এসেছে সমাজের সম্মিলিত শক্তিতে। সমাজই বিদ্যার ব্যবস্থা করেছে, তৃষিতকে জল দিয়েছে, ক্ষুধিতকে অন্ন, পূজার্থীকে মন্দির, অপরাধীকে দণ্ড, শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা - গ্রামে গ্রামে দেশের চরিত্রকে রক্ষিত এবং তার শ্রীকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। দেশের ওপর দিয়ে রাজ্য-সাম্রাজ্যের পরিবর্তন হয়ে গেল, স্বদেশী রাজার রাজায় নিয়তই রাজত্ব নিয়ে হাত-ফেরাফেরি চলল, বিদেশী রাজারা এসে সিংহাসন-কাড়াকাড়ি করতে লাগল, লুটপাট অত্যাচারও কম হলো না, কিন্তু তবু দেশের আত্মরক্ষা হয়েছে - যেহেতু সে আপন কাজ আপনি করেছে- তার অন্নবস্ত্র ধর্মকর্ম সমস্তই তার আপনারই হাতে। এমনি করে দেশ ছিল দেশের লোকের; রাজা ছিল তার এক অংশে মাত্র, মাথার উপর যেমন মুকুট থাকে তেমনি। রাষ্ট্রপ্রধান দেশে রাষ্ট্রতন্ত্রের মধ্যে বিশেষভাবে বদ্ধ থাকে দেশের মর্মস্থান; সমাজপ্রধান দেশে দেশের প্রাণ সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে থাকে। রাষ্ট্রপ্রধান দেশের রাষ্ট্রতন্ত্রের পতনে দেশের অধঃপতন, তাতেই সে মারা যায়। গ্রীস রোম এমনি করেই মারা গিয়েছে। কিন্তু চীন ভারত রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের ভিতর দিয়েই সুদীর্ঘকাল আত্মরক্ষা করেছে, তার কারণ সর্বব্যাপী সমাজে তার আত্মা প্রসারিত।

পাশ্চাত্য রাজার শাসনে এইখানে ভারতবর্ষ আঘাত পেয়েছে। গ্রামে গ্রামে তার যে সামাজিক স্বরাজ পরিব্যাপ্ত ছিল, রাজশাসন তাকে অধিকার করলে।

এই ধারণাটি যে বহু দিন ধরে ক্রমশ তাঁর মনে দানা বেঁধে উঠছিল, তার প্রমাণ পাঁচ বৎসর পূর্বে, ১৯২৪ সালে, জাপানে প্রদত্ত International Relations নামে এক ভাষণ- Often have my Western friends almost sneeringly said to me that we in the East have no faith in Democracy– and thereupon they have asserted the superiority of their own mind over ours. [...] We– who do not profess democracy– acknowledge our human obligations and have faith in our code of honour.

- অর্থাৎ পশ্চিমী ডেমোক্রেসি এমন কিছু সর্বজ্বরহর বটিকা নয়, বরং তার বিকল্পে আমাদের যা আছে তা আরও বৃহৎ-Human obligations~ Faith in our code of honour’ সংক্ষেপে মানবতা ও আত্মমর্যাদা। এই মনোভাব টিকেই অধিকতর সংহত করে প্রকাশ করেছিলেন তিনি চীন দেশে; বলেছিলেন যে ‘ধর্ম’ ও ‘সভ্যতা’ তাঁর নিকট সমার্থক এবং সভ্যতার লক্ষ্য মূল্যবোধের সত্য মান প্রতিষ্ঠা-é“The Sanskrit word Dharma is the nearest synonym in our language that occurs to me for the word civilization.

“It is the mission of civilization to set for us the right standard of valuation.

মনে পড়ে যায় সুদূর ১৯০২ সালে রচিত ‘রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতি’ প্রবন্ধের তীব্র ধিক্কার-এ কথা ঠিক বটে, পাশ্চাত্য সভ্যতার আধুনিক ধর্মশাস্ত্রের পলিটিক্স্ সর্বোচ্চ, ধর্ম তাহার নিচে। যেখানে পোলিটিকাল প্রয়োজন আসন ছাড়িয়া দিবে সেইখানেই ধর্ম বসিবার স্থান পাইবে। আমরা প্রতিদিন নানা দৃষ্টান্তের দ্বারা শিখিতেছি যে, পোলিটিকাল প্রয়োজনের যে বিধান তাহা ন্যায়ের বিধান সত্যের বিধানের সঙ্গে ঠিক মেলে না। ইহাতে আমাদের শিক্ষাদাতাদের ইষ্ট ও অনিষ্ট কী হইতেছে তাহা লইয়া দুশ্চিন্তাগ্রস্ত

মার্কসবাদ থেকে গণতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী হয়েও পণ্ডিত অম্লান দত্ত গান্ধি এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি আসক্ত হন

বিশেষ প্রতিবেদক

শতবর্ষে অম্লান যে জ্যোতি। বাঙালি কি ধ্রুপদী এবং ক্লাসিক মানুষদের ভুলে গেছে? আজকাল পাল্টে যাওয়া ডিজিটাল যুগে বড় সংক্ষিপ্ত হয়ে এসেছে সব কিছু। মানুষ কোনো উপন্যাস শেষ করতে চায় না। ঢাউস আকৃতির বই পড়ে না। এক কালে আমাদের মা-বোন

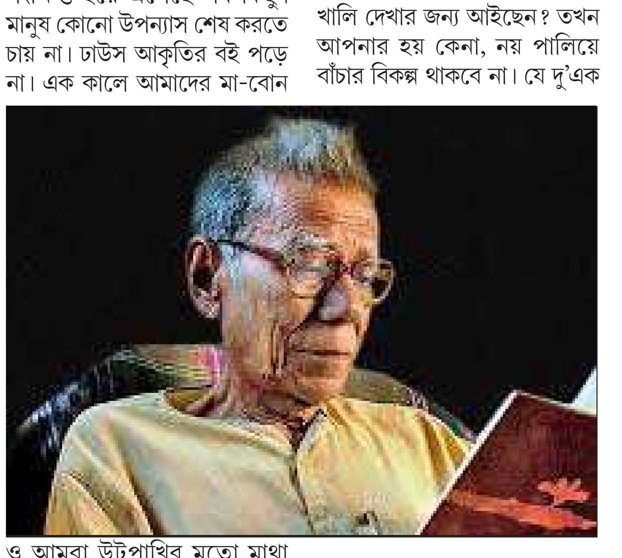

ও আমরা উটপাখির মতো মাথা গুঁজে বই পড়তাম। ছোটদের ‘রামায়ণ’ ‘মহাভারত’ থেকে ‘ঠাকুরমার ঝুলি’ রবীন্দ্রনাথ নজরুল শরৎচন্দ্র কিছুই বাদ পড়তো না। এই যে পাঠ্যাভাস এটাই ছিল বাঙালির নেশা। মধ্যবিত্ত বাঙালির ঘরে ঘরে মহররমের পুঁথি মনসামঙ্গল থেকে সত্য নারায়ণের পাঁচালি ছিল অবশ্যপাঠ্য। কালক্রমে সবই প্রায় উবে যাবার পথে!

যৌবনের মধ্যভাগে ঢাকায় গেলে নিউমার্কেটে ছুটে যেতাম। উদ্দেশ্য থাকতো দুটি। এক, প্রেসিডেন্ট বা প্রুডেনশিয়ালে বিরিয়ানি খাওয়া আর একটি কারণ স্টেডিয়ামের বইয়ের দোকান ও বায়তুল কোররমের বইয়ের দোকান থেকে বেছে বেছে বইপত্র কেনা। সখানেই পেয়ে গেছিলাম ‘গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ’। ছোটখাটো পেঙ্গুইন সাইজের একখানা বই। তখনো লেখককে চিনি না বা তাঁর নামটাও সেভাবে জানা ছিল না। কিন্তু অম্লান দত্ত এই নামটি কেন জানি পরিচিত পরিচিত মনে হচ্ছিল। বইখানা খুলে যে বেশ করে দেখব তার সুযোগ তখন পাওয়া যেত না। দোকানের কেউ না কেউ আপনাকে চোখে চোখে রেখেছে যাতে বই চুরি না হয়। আর তার চোখে পড়লেই আপনাকে বলা হবে, কিনবেন? না খালি দেখার জন্য আইছেন? তখন আপনার হয় কেনা, নয় পালিয়ে বাঁচার বিকল্প থাকবে না। যে দু’এক পাতা পড়লাম তাতেই মন প্রফুল্ল হয়ে উঠেছিল। এই গ্রন্থে বেশ কয়েকটি ছোট প্রবন্ধে অম্লান দত্ত দারুণভাবে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর চিন্তার ঐক্য ও বৈপরিত্য তুলে ধরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সমবায় চিন্তা ও ব্যাংকিং ভাবনার ওপর এমন গুরুত্বপূর্ণ নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ আমি আর পড়িনি। অথচ অম্লান দত্ত রবীন্দ্রনাথ নিয়ে গবেষণা করতেন না। আমার ধারণা তাঁর মতো বিদগ্ধ মানুষরা যখন কোনো চিন্তা করেন তখনই তা প্রবন্ধের আকার ধারণ করে। সে বইটিতে আমি তার ছোঁয়া পাচ্ছিলাম।

এরপর আমি প্রলুব্ধ হয়ে কলকাতা গেলেই তাঁর লেখা যোগাড় করে পড়তাম। নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় দিল্লী তথা ভারতের একটি সেরা বিশ্ববিদ্যালয়। কমলা নেহেরু স্মরণে সেখানে আয়োজিত কমলা স্মারক বক্তৃতায় অম্লানের পঠিত লেখাগুলো ছিল এক কথায় চিন্তা ও ভাবনার এক অবারিত দিগন্ত। আমি আজ তাঁর কথা লেখার তাগিদ অনুভব করেছি এই কারণে, ছোট হয়ে আসা ডিজিটাল জীবনে আমরা স্বল্পদৈর্ঘর কবিতা ছড়া গল্প প্রবন্ধ লিখে বা নাচ-গান করে যতো আত্মতৃপ্তি লাভ করি না কেন মূলত আমাদের অস্তিত্ব আর বাঙালির শেকড় সে জাতীয় লেখাপত্রে। যেখানে সাবলীল ভাষায় দর্শন ও মৌলিক চিন্তা এক হতে পেরেছিল। কি দারুণভাবে বলছেন গান্ধীজির পরিভাষায় যা হলো ‘অহিংসা’, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাণীতে তাই হলো ‘আনন্দ’। এখানেই তাঁদের পার্থক্য এবং এখানেই তাঁদের মিল। এ কথা বলেছেন প্রাবন্ধিক ও চিন্তাবিদ শ্রী অম্লান দত্ত। পরস্পরকে ‘মহাত্মা’ ও ‘গুরুদেব’ নামে সম্বোধন করা ছাড়াও দু’জনেরই উদ্দিষ্ট ছিল অন্তর্শক্তি বা আত্মশক্তির উদ্বোধন।

অতঃপর আমি জানতে পারি তিনি আমার মাতুলালয় কুমিল্লার সন্তান। ব্যক্তিগত স্মৃতি থেকে বলি আমার মা ছিলেন শিক্ষকের কন্যা। কুমিল্লার ঈশ্বর পাঠশালায় মায়ের ভাইদের কেউ কেউ পড়াশোনা করেছিলেন। সেই পাঠশালায় আমাকে পড়ানোর তীব্র ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও পারেননি। আমাদের চাটগাঁবাসের কারণে সে কাজ অসম্ভব হলেও আমি শৈশবে ঈশ্বর পাঠশালার প্রার্থনা ও ছোটদের বই পড়ে মুখস্থ করেছিলাম। ফলে জেনে যারপরনাই আনন্দিত হয়েছিলাম যে, অধ্যাপক অম্লান দত্তের জন্ম বৃটিশ ভারতের অধুনা বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার বাগিচাগাঁও-এ। পিতা অশ্বিনীকুমার দত্ত ও মাতা সুনীতিবালা দেবী। স্কুলের পড়াশোনা কুমিল্লার ঈশ্বর পাঠশালায়। উচ্চশিক্ষার্থে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা আসেন। তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে আইএ এবং অর্থনীতিতে প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে স্নাতক হন এবং পরে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে চতুর্থ হয়ে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তার পরিবারের অন্য সদস্যরাও বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। অর্থাৎ অর্থনীতিবিদ অম্লানের পাঠ শেখার সূতিকালয় কুমিল্লার সেই ঈশ্বর পাঠশালা।

অর্থনীতিবিদ অম্লান দত্তের ভারী প্রবন্ধ আলোচনাগুলো আমি কিছু পড়েছি। সেখানে মার্ক্সবাদ লেনিন স্তালিন থেকে ওপার বাংলার বাম আন্দোলন চীন সবই আছে। কিন্তু কি আশ্চর্য! তিনি নিজে ছিলেন গান্ধীবাদী। তাঁর আরাধ্য ছিল অহিংসা। অসাধারণ এক উক্তিতে বলছেন গান্ধীই সভ্যতার শেষ স্টেশান। আপনি আমি মানি বা না মানি অম্লানের গান্ধী যে তাঁর জীবনে সত্য ছিল সে বর্ণনা আমি তাঁর জীবনীকারের কাছ থেকেই পাই-তিনি যে-বাড়িতে থাকেন, সেটি দোতলা। তিনি নিচতলার বাসিন্দা। খাবার স্থান ও বসার স্থান অভিন্ন। এ বাদে দুটো কক্ষ। শোবার ঘরে একটি খাট পাতা, সেই সঙ্গে মেঝেয় একটি ইজিচেয়ার, আরো ছোট ছোট দুটো টুলবিশেষ। কিছু বই পুস্তক এখানে-সেখানে ছড়ানো থাকলেও দুটো আলমারি বইয়ে ঠাসা। ড্রইংরুমে একটি খাটিয়া, দু-তিনটে টুল, একটি হেলান দিয়ে বসার মতো গদিওয়ালা কাঠের সোফা। সোফার সামনে ছোট একটি টেবিল। দুটো বুকশেলফ, পাশে দেয়ালের সঙ্গে লাগোয়া টুলের ওপর সাবেক কালের টেলিফোন সেট- যাতে আঙুল ঘুরিয়ে নম্বর ডায়াল করতে হয়। তাঁর লেখার জন্য আছে একটি টাইপরাইটার। আধুনিক কম্পিউটার, ফ্যাক্স কিংবা মুঠোফোন তিনি ব্যবহার করতেন না। এসবের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি, তা নয় কিন্তু, তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার ধ্যান ভাঙতে পারেনি এই ফলিত বিজ্ঞান। সেটা মন্দ হয়নি। তাঁর বসার ঘরের দেয়ালে তিন মনীষীর তিনটি ছবি। গান্ধী -রবীন্দ্রনাথ-শহীদুল্লাহ্। চীনা শিল্পীর আঁকা একটি বুদ্ধ পোর্ট্রেট। তিনি চীনে বক্তৃতা করতে গিয়েছিলেন। এই ফ্ল্যাটের তিনি একমাত্র সদস্য।

শিক্ষাবিদ পণ্ডিত বহুভাষাবিদ সুকুমার সেন

শঙ্করলাল কর্মকার

সুকুমার সেন (১৬ জানুয়ারি ১৯০১ - ৩ মার্চ ১৯৯২) ছিলেন একজন ভাষাতাত্ত্বিক ও সাহিত্য বিশারদ। বৈদিক ও ধ্রুপদি সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, বাংলা, আবেস্তা ও প্রাচীন পারসিক ভাষায় তাঁর বিশেষ বুৎপত্তি ছিল। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ও পুরাণতত্ত্ব আলোচনাতেও তিনি তাঁর বৈদগ্ধের পরিচয় রেখেছিলেন। ১৯০১ সালের ১৬ই জানুয়ারি কলকাতার গোয়াবাগানের মাতুলালয়ে সুকুমার সেনের জন্ম হয়। পিতা হরেন্দ্রনাথ মিত্র ছিলেন বর্ধমান কোর্টের আইনজীবী এবং মা নলিনী দেবী। বর্ধমান জেলার গোতান গ্রামে ছিল তাঁদের পৈতৃক নিবাস। এখানেই সুকুমার সেনের পড়াশোনার শুরু। ১৯১৭ সালে বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুল থেকে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষা এবং ১৯১৯ সালে বর্ধমান রাজ কলেজ থেকে বাংলা, সংস্কৃত, লজিক ও অঙ্কে লেটার সহ প্রথম বিভাগে আই.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২১ সালে কলকাতার সংস্কৃত কলেজ থেকে সংস্কৃতে সাম্মানিক সহ প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২৫ সালে ‘সিনট্যাক্স অফ বৈদিক প্রোজ’ নামে একটি থিসিস লিখে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। ১৯২৬ সালে তাঁর প্রথম গবেষণা প্রবন্ধ ‘নোটস অফ দি ইউজ অফ কেসেস ইন দ্য কথক সংহিতা’ প্রকাশিত হয় এশিয়াটিক সোসাইটি জার্নালে। এরপর মধ্য ও আধুনিক (বাংলা) আর্যভাষার ঐতিহাসিক পদবিচারের উপর গবেষণা করে তিনি পি.এইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ভাষাতত্ত্ব ও পুরাণ ছাড়া রবীন্দ্রসাহিত্যেও সুকুমার সেনের বিশেষ প্রজ্ঞা ছিল। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ব্যাখ্যাতা ও রসজ্ঞ। ১৯৬৪ সালে ভারতীয় আর্য সাহিত্যের ইতিহাস বইটির জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার পান। এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁকে ‘যদুনাথ সরকার পদক’ দিয়ে সম্মানিত করে। রবীন্দ্রচর্চা কেন্দ্র থেকে পান ‘রবীন্দ্র তত্ত্বাচার্য’ উপাধি। তিনি আনন্দ পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৯২ সালের ৩ মার্চ তিনি প্রয়াত হন।

স্টার থিয়েটার

স্টার থিয়েটারে রূপাঞ্জলি নামক একটি সিনেমা-পত্রিকা আয়োজন করেছে একটি পুরস্কার বিতরনী সভার। সৌমিত্রবাবু আগেই এসে পড়েছেন। কিন্তু স্টার থিয়েটারের সামনে ভিড় জমেছে উত্তমকুমারের জন্য। তিনিই প্রধান আকর্ষণ। কিন্তু তার আসা দেরি হচ্ছে। জনতার ভিড়ে তখন রাস্তা কার্যত বন্ধ, হাতিবাগানের দিকে দিকে একাধিক ট্রাম দাঁড়িয়ে গেছে, রাস্তায় উপচে পড়ছে উত্তম ভক্তে, যার মধ্যে কিশোর-তরুণের সংখ্যাই বেশি। বিশৃঙ্খলা যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে তখন উদ্যোক্তারা ঠিক করলেন পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে কিছু একটা করবেন তাঁরা। তারা সৌমিত্রবাবুকে নিয়ে এলো স্টার থিয়েটারের গাড়িবারান্দার ছাদে। সৌমিত্রবাবু সেখান থেকে তাদের উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন, ‘আপনারা একটু ধৈর্য ধরুন, উত্তমদা এক্ষুনি এসে পড়বেন, বাড়ি থেকে তিনি বেরিয়েছেন। হঠাৎ ই এক তরুণ চেঁচিয়ে উঠল তোকে চাই না, গুরুকে চাই! তুই ফোট্! সৌমিত্রবাবু অপমানিত হয়ে অতিদ্রুত ভেতরে চলে গেলেন। বস্তুতঃ ১৯৫০ এর সময়টা যেন বাংলার নবজাগরণের যুগ। গানে সলিল চৌধুরীর সুরে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মাতিয়ে দিচ্ছেন চারপাশ। সুচিত্রা মিত্র, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় মধ্যগগনে। ততদিন এসে গেছেন সতীনাথ, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, শ্যামল

প্রজাতন্ত্র দিবস ভারতের অন্যতম জাতীয় দিবস

মধুসূদন দে, ২৫ জানুয়ারি ঃ ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট। অনেক বিপ্লবীর লড়াই, সংগ্রাম ও আত্মবলিদান। শেষে দেশভাগ। তারপর স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের জন্ম। পলাশীর যুদ্ধ থেকে ১৯০ বছরের ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত ভারতবর্ষ। ফলে একদিকে ছিল মুক্তির আনন্দ। অন্যদিকে দেশ ভাগের যন্ত্রণা। নতুন রাষ্ট্র হিসাবে ভারতের সামনে তখন অনেক সমস্যা। বানানো হয় স্বাধীন ভারতের জন্য সংবিধান। ভারতের ইতিহাসে ২৬ জানুয়ারির গুরুত্ব অপরিসীম। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি দিনটিকে কংগ্রেস স্বাধীনতা দিবস হিসাবে ঘোষণা করে। স্বাধীনতা লাভের আগে পর্যন্ত ২৬ জানুয়ারি দিনটি স্বাধীনতা দিবস হিসাবে পালন করা হত। বিপ্লবীরা স্বাধীনতা দিবস পালন করে স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগ করত। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করল। ঐতিহ্যময় ২৬ জানুয়ারির গৌরব ধরে রাখতে ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২৬ নভেম্বর ভারতীয় গণপরিষদে ভারতীয় সংবিধান গ্রহণ করা হয়। পরের বছর ২৬ জানুয়ারি স্বাধীন ভারতের সংবিধান কার্যকর হয়। স্বাধীনতার প্রায় আড়াই বছর পর তৈরি হল দেশের সংবিধান। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ২৬ জানুয়ারি থেকে ভারতকে সাধারণতন্ত্র বলে ঘোষণা করা হয়। ছিল স্বাধীনতা দিবস। হল প্রজাতন্ত্র দিবস। আজও দেশ ও জাতি ২৬ জানুয়ারিকে প্রজাতন্ত্র দিবস হিসাবে পালন করে থাকে। ভারতীয় সংবিধানের একটি প্রস্তাবনা রয়েছে। প্রস্তাবনা কে সংবিধানের বিবেক বলা হয়। সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্ম নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বলা হয়েছে। ভারতের শাসনব্যবস্থায় বংশানুক্রমিক কোন রাজা বা রানীর স্থান নেই। ভারতীয় শাসন ব্যবস্থার শীর্ষে রয়েছেন রাষ্ট্রপতি। তিনি ভারতের জনগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। সংবিধান অনুযায়ী ভারতীয় শাসনতন্ত্রের উৎস হল ভারতীয় জনগণ। প্রজারা ভারতের রাষ্ট্র ব্যবস্থার আধার। তাই ভারত একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। ১৯৫০ সাল থেকে প্রতিবছর প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্যাপন করা হয়। ২৬ জানুয়ারি দিনটি ভারতের অন্যতম জাতীয় দিবস। প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্যাপনটি ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়। প্রজাতন্ত্র দিবসে রাষ্ট্রপতি জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। ভারতীয় রিপাবলিকের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ আমাদের অধিকার চেয়ে আমাদের কর্তব্য সম্পর্কে চিন্তা করতে বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত মহান ব্যক্তিত্ব শান্তি, প্রেম, একতা ও সমতার বার্তা দিয়েছেন। রাজধানী নয়াদিল্লির রাজপথে প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্যাপিত হয়। বিশাল সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজে ভারতের রাষ্ট্রপতিকে সম্মানিত করা হয়। প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে নয়াদিল্লি তথা ভারতের রাজধানীতে পা রাখেন বিভিন্ন দেশের অতিথি অভ্যাগতরা। এইবছর প্রজাতন্ত্র দিবসের ঐতিহ্য বজায় রাখতে ভারতীয় সেনার তিন বাহিনী একত্রে শক্তি প্রদর্শন করবে। স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী আলাদা করে তাদের সক্ষমতা প্রদর্শন করবে না। নেতাজী জন্মজয়ন্তীর পর যে দিনটাকে ঘিরে দেশাত্মবোধের আবেগ জাগ্রত হয় ভারতবাসীর মনে তাহল ২৬ জানুয়ারি। বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান, কুচকাওয়াজের মাধ্যমে দেশের সংস্কৃতি ও ইতিহাসের ছবি তুলে ধরা হয়। প্রজাতন্ত্র দিবসে সমস্ত স্কুল, কলেজ ও সরকারি প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। আর কণ্ঠে কণ্ঠে মিলিয়ে জাতীয় সংগীত গাওয়া হয়। সবশেষে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যেসব বীর বিপ্লবী শহিদ হয়েছেন ও পরবর্তী যুদ্ধগুলিতে ভারতের জন্য যারা শহিদ হয়েছেন সেই সকল বীর শহিদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। স্বাধীনতা আন্দোলনে শহিদ বীর বিপ্লবীদের বীরত্ব ও আদর্শের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করা হয়।

খানাকুলে বিদ্যালয়ের ভেতর ছাত্রকে ব্লেড চালানোর অভিযোগ, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, খানাকুল, ২৫ জানুয়ারি ঃ বিদ্যালয়ের ভেতর ছাত্রকে ব্লেড চালানোর অভিযোগ অন্য সিনিয়র ছাত্রের বিরুদ্ধে। ছাত্রের ঘাড়ে ব্লেড চালানোর ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য। খানাকুলের বালিপুর পুলিশ ক্যাম্প ঘিরে বিক্ষোভ স্থানীয় বাসিন্দাদের। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ছাত্রকে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসার জন্য স্থানান্তরিত করেছে শ্রীরামপুর ব্লক হাসপাতাল। অভিযোগ, রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় থাকা খানাকুলের বালিপুর ছাত্রদের ঔদ্ধত্য বেড়েই চলেছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ও হেনস্থা করা হয় বলে অভিযোগ করছেন ছাত্রের অভিভাবক। জানা গেছে, খানাকুলের বালিপুর হাই স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র গৌরাঙ্গ সাধুর্খাঁ শুক্রবার সকালে স্কুল যায়, দ্বিতীয় পিরিয়ড হওয়ার পরেই সে গুরুতর আহত হয়ে পড়ে। জানা গেছে, দ্বিতীয় ক্লাস শেষ করে স্কুলের হল থেকে বেরিয়ে আসছিল সেইসময় সিনিয়র কয়েকজন রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় থাকা গৌরাঙ্গকে অন্য হলের ভেতর ঠেলে ফেলে দেয়, এরপর তার ওপর আক্রমণ চালায় বলে অভিযোগ। ব্লেড দিয়ে আঘাত করে গলায় বেশ কিছুটা কেটে দেয় এমনটাই অভিযোগ। এরপর শিক্ষকরা প্রাথমিক চিকিৎসার পর গৌরাঙ্গর পরিবারকে খবর দেন। পরিবারের সদস্যরা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে শ্রীরামপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়, অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে আরামবাগ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন জন্য নিয়ে আসে। অন্যদিকে খানাকুলের বালিপুর পুলিশ ক্যাম্পে ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তার দাবিতে অভিভাবকরা ও গ্রামবাসীরা পুলিশ ক্যাম্পের ভিতরে ঢুকে বিক্ষোভ দেখায়। যদিও এই নিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে একজন শিক্ষক বলেন, দুই ছাত্রের মধ্যে গন্ডগোল হয়েছিল। এটাই শুনেছি। অভিভাবকদের জানানো হয়। উল্লেখ্য, কিছুদিন এই স্কুলে শিক্ষক নিগ্রহেরও অভিযোগ ওঠে। থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

টেন্ডার নোটিস নং কেআইআর/ইএনজিজি/৪৭ অফ ২০২৪ তারিখঃ ১৪.১১.২০২৪ এর বিপরীতে সংশোধনী-০১

প্রশাসনিক কারণে ডিআরএম (ওয়ার্কস)/কাটিহারের নোটিস নং কেআইআর/ইএনজিজি/৪৭ অফ ২০২৪ তারিখ ১৪-১১-২০২৪ এর টেন্ডার নং ০১ থেকে ০৪ পর্যন্ত বাতিল করা হয়েছে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

E tender notice

Online bids are invited the year 2024-25 from bonafied contractors for listed work from 15th CFC tied and untied fund (2024-25) of following 2 nos of schemes in respect of tender id: 1) 2025-ZPHD-806482 (1 to 7) 2) 2025 _ZPHD_805979 (1to 10) last date of dropping tender 01.02.2025 upto 12 pm Date of opening tender 04.02.2025 upto 12 pm For details information contact to the undersigned

S/d prodhan
Kusumgram Gram Panchayet

নিরুদ্দেশ

Ref: Nadanghat PS Case No.474/2024 Dtd- 27.06.2024 u/s- 363/365 IPC.

উপরোক্ত নাবালক ছেলের নাম- বাবলু বাগ্দী (১২ বছর) পিতা- রাজু বাগ্দী, গত ইং ০৫/০৫/২০২৪ তারিখ সকাল থেকে নিজ বাড়ি (নওপাড়া, থানা- নাদনঘাট, জেলা- পূর্ব বর্ধমান) থেকে নিখোঁজ হয়। যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি উক্ত নাবালক ছেলেটির সন্ধান পান তাহলে নাদনঘাট থানায় এই নম্বরে 9123055674/ 8101034119/ 9336852543 নম্বরে সন্ধান জানাতে পারেন।

বিবরণঃ উচ্চতা আনুমানিক ৪(চার) ফুট, ওজন আনুমানিক ৩০ কেজি, স্বাস্থ্য রোগা, গায়ের রং- শ্যামবর্ণ, পরনে ছিল- নীল রঙের ফুলহাতা জামা ও কালো রঙের ফুলপ্যান্ট।

হাওড়া পৌরনিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১১০১

ফোনঃ ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১ [illegible] www.hmcgov.in

WB-HMC/NIT/ED/08/EE-II/BEUP/24-25 Date: 22.01.2025

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

[illegible] https://wbtenders.gov.in (টেন্ডার আইডিঃ 2025_MAD_805162) [illegible]

১৫৫(২)/২৪-২৫
২৪.১.২৫

সচিব
হাওড়া পৌরনিগম

আমোক্তার সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এত দ্বারা জানানো যাইতেছে যে গত ইং ০২.০১.২০২৪ তারিখে বড়গাছিয়া সাবরেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ০৫০৮০০০০১ নং আমোক্তার দলিল মূলে পাঁতিহাল নিবাসিনী নমিতা ঘোষ স্বামী সুহাস ও সুহাস কুমার ঘোষ মহাশয় গজেন্দ্রপাড়া নিবাসী ঋণ্টু দীর্ঘাঙ্গী পিতা বিশ্বনাথ দীর্ঘাঙ্গী মহাশয়-কে আমোক্তার নিয়োগ করেন, উক্ত আমোক্তার বলে ইং ২১.০২.২০২৪ তারিখে বড়গাছিয়া সাবরেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ০৫০৮০০৫৬২ নং সাফকবলা দলিল মূলে কমলাপুর নিবাসিনী প্রিয়াঙ্কা পাল স্বামী মিঠুন পাল মহাশয়াকে জেলা হাওড়া, থানা জগৎবল্লভপুর অন্তর্গত মৌজা পাঁতিহাল (জে এল নং-৪৯) গ্রামে ৬৭২২ নং খতিয়ান ভুক্ত সাবেক ও হাল ৩০৭৭ নং দাগে ৩.৩৩ শতক শালি জমি বিক্রয় করিয়াছেন, উক্ত ক্রেতার নাম পত্তনের জন্য B.L. & L.R.O. JAGATBALLAVPUR অফিসে আবেদন করা হইবে, এই সংক্রান্ত কোন আপত্তি থাকিলে উক্ত নোটিশ প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. JAGATBALLAVPUR অফিসে উপযুক্ত প্রমানাদি, তথ্যসহ হাজির হইবেন।

উন্নত প্রজাতির মুরগির ছাড়া বিতরণ ও প্রাণীপালকদের প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ২৫ জানুয়ারি ঃ রজত জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষ্যে পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের শ্রীরামপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত শ্রীরামপুর এলাকায় তিনটে মাঠে আয়োজিত হচ্ছে লোক সংস্কৃতি উৎসব আঞ্চলিক হস্তশিল্প, কৃষি, প্রাণীর সম্পদ ও আদিবাসী মেলা।

১১ থেকে শুরু হওয়া মেলা ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে এই মেলা। এদিন শনিবার সপ্তম দিনে একাধিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো শ্রীরামপুর যুব সংঘের মাঠে প্রাণিসম্পদ দপ্তরের তরফে গাভী প্রদর্শনী, গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে ২০০ জন উপভোক্তাকে উন্নত প্রজাতির মুরগির ছাড়া বিতরণ ও প্রাণীপালকদের প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হলো। হাজির ছিলেন ডেপুটি ডাইরেক্টর সুকুমার চ্যাটার্জি, ও এস ডি শ্যামল সরকার ব্লকের প্রাণিসম্পদ আধিকারিক গুরুপদ মান্ডি সহ আরো অনেকে। পাশাপাশি শ্রীরামপুর ভবতারিনী রায় গার্লস হাই স্কুলে কৃতি ছাত্র- ছাত্রীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো। হাজির ছিলেন সাংসদ শর্মিলা সরকার, মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ জেলা বন আধিকারিক সঞ্চিতা শর্মা সহ বিশিষ্ট জনেরা। এদিন বারোশো ছাত্রছাত্রীকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়, পাশাপাশি তাদের হাতে একটি করে গাছের চারাও তুলে দেওয়া হয়।

ফারাক্কায় আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার দুই

দুরন্ত বার্তা, সুতি, ২৫ জানুয়ারি ঃ প্রজাতন্ত্র দিবসের আগেই মুর্শিদাবাদের ফারাক্কায় আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার দুই। শনিবার দুপুরে ৪ টি সেভেন এমএম পিস্তল এবং আটটি ম্যাগাজিন বাজেয়াপ্ত করলো এসটিএফ এবং ফারাক্কা থানার পুলিশ। নিউ ফারাক্কা বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় তাদের। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম ইজাউর হক এবং

মোস্তফা শেখ। উভয়ের বাড়ি মুর্শিদাবাদের ডোমকল। পুলিশ ও এসটিএফ সূত্রে জানা গেছে, আগ্নেয়াস্ত্র গুলো নিয়ে উত্তরবঙ্গের দিক থেকে নিউ ফারাক্কা স্টেশনে এসেছিল ওই দুই ব্যক্তি। কিন্তু গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নিউ ফারাক্কা বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় তল্লাশি শুরু করে পুলিশ ও এসটিএফ তল্লাশিতেই বেরিয়ে আসে আগ্নেয়াস্ত্র। গ্রেপ্তার করা হয় দুজনকে। কি উদ্দেশ্যে এবং কাকে দেওয়ার জন্য আগ্নেয়াস্ত্র গুলো নিয়ে এসেছিল ধৃতরা তা তদন্ত করে দেখছে ফারাক্কা থানার পুলিশ এবং এসটিএফ।

স্বয়ংসিদ্ধা কর্মসূচিতে এসে ছাত্রীদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার বার্তা ওসির

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৫ জানুয়ারি ঃ না বলতে শেখো, গর্জে ওঠো, অন্যায়কে প্রতিরোধ করতে শেখো, কোনপ্রকারের বিপদ মনে করলে যোগাযোগ করো পুলিশ প্রশাসনের সাথে। শনিবার বর্ধমান কৃষ্ণপুর উচ্চ বিদ্যালয় জেলা পুলিশের মহিলা থানার উদ্যোগে এবং বর্ধমান সহযোদ্ধার সহযোগিতায় স্বয়ংসিদ্ধা কর্মসূচিতে উপস্থিত পড়ুয়াদের কাছে এমনই বার্তা দিলেন পূর্ব বর্ধমান মহিলা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক কবিতা দাস।

এদিন স্কুল পড়ুয়াদের উদ্দেশ্যে তিনি বাড়িতে ঘটে চলা যে সমস্ত অপরাধ পরিবারের মানুষদের কাছ থেকে আসে সেগুলি নিয়ে প্রতিবাদ করার বার্তা দেন তিনি। তিনি পড়ুয়াদের উদ্দেশ্যে বলেন, মায়ের উপর অত্যাচার হলে কিম্বা পরিবারের অন্য কোন মহিলা সদস্যার উপর অত্যাচার হলে গর্জে উঠে প্রতিবাদ করো। ভালো স্পর্শ খারাপ স্পর্শ (গুড টাচ, ব্যাড টাচ) চিনে নিতে শেখো, সেটা নিজের পরিবার থেকেও আসতে পারে আবার বাইরের জগত থেকেও আসতে পারে। তোমাদের সচেতন থাকতে হবে নিজেদের। মেয়েরা যাতে কোন প্রকারের প্রলোভনে পা না দেয় সেই বিষয়েও সতর্ক করেন তিনি। এদিন জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে স্বয়ংসিদ্ধা বিষয়ক একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্রও প্রজেক্টর এর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। কোন সমস্যা বা অন্যায় দেখলে তা চেপে না গিয়ে নিজেরা সমাধানের চেষ্টা করে কিম্বা পুলিশ কিম্বা পরিবারের সদস্যদের জানানোর কথা বলেন মহিলা পুলিশ আধিকারিক। উল্লেখ্য, যৌন নির্যাতন, বাল্যবিবাহ, মানব পাচার, সাইবার অপরাধ থেকে শুরু করে সমাজে মহিলাদের উপর বিভিন্ন অপরাধ, অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে স্কুল পড়ুয়াদের প্রতিবাদী মানসিকতা তৈরী করার পাশাপাশি তাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে স্বয়ংসিদ্ধা কর্মসূচির আয়োজন করা হয় জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান মহিলা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক কবিতা দাস, সাব ইন্সপেক্টর মধুমিতা কুন্ডু, কৃষ্ণপুর উচ্চ বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক সৌমেন কোনার, বর্ধমান সহযোদ্ধার মুখপাত্র ফাল্গুনী দাস রজক, সম্পাদক প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ কৃষ্ণপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্র-ছাত্রীরা।

নকল অ্যাপোয়েন্টমেন্ট লেটার এবং পরিচয়পত্র দেখিয়ে চাকরিতে যোগদানের চেষ্টা, ধৃত ২

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৫ জানুয়ারি ঃ নকল অ্যাপোয়েন্টমেন্ট লেটার এবং পরিচয় পত্র দেখিয়ে চাকরিতে যোগদানের চেষ্টার অভিযোগে দুজনকে গ্রেফতার করলো শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ভক্তিনগর থানার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ধৃতদের নাম জিতেন্দ্র সিং এবং রামু। ধৃত জিতেন্দ্র সিং মধ্যপ্রদেশের বাসিন্দা। এবং রামু রাজস্থানের বাসিন্দা। ধৃত দুজনকেই শনিবার জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। অভিযোগ ধৃত দুজন বিএসএফ এসটিসি বৈকুন্ঠপুরে নকল অ্যাপোয়েন্টমেন্ট লেটার এবং পরিচয়পত্র দেখিয়ে চাকরিতে ঢোকার চেষ্টা করেছিল।

দীর্ঘ ১০ বছর সরকারি বিল দখল করে মাখনা চাষের অভিযোগ তৃণমূল আশ্রিত জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৫ জানুয়ারি ঃ দীর্ঘ ১০ বছর ধরে সরকারি বিল দখল করে মাখনা চাষ করার অভিযোগ তৃণমূল আশ্রিত জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে। এই বিল দখল মুক্ত করতে অভিযোগ দায়ের করলেন আবার তৃণমূলেরই পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা। প্রশাসনিক ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন তিনি। এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর জেলা সফরের আগে নোটিশ জারি। ওই বিল দখল মুক্ত করার নির্দেশ দখলকারীদের। ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে সমস্যা হওয়ায় তৃণমূলের একাংশ এখন নাটক করছে। এতদিন তৃণমূল এবং প্রশাসনের মদতে এই বিল দখল ছিল অভিযোগ বিরোধীদের। শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার জাবরা বিল। প্রায় ২০০ বিঘা এই বিল। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে এই বিল দখল করে মাখনা চাষ করার অভিযোগ উঠেছে আমিনুল হক, করিম, আনোয়ার, আফতাব উদ্দিন সহ বেশ কয়েকজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে। বিরোধীদের অভিযোগ এরা প্রত্যেকেই তৃণমূলের। তৃণমূল এবং প্রশাসনের প্রচ্ছন্ন মদতে দখল হয়ে রয়েছে এই বিল। কিন্তু এতদিন কোন পদক্ষেপ নেয়নি প্রশাসন। এদিকে এই নিয়ে আবার অভিযোগ দায়ের করেন হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূলের বিরোধী দলনেতা স্বপন আলী। এই নিয়ে কোর্টে মামলা করা হয়। চাঁচল মহকুমা শাসকের কাছে শুনানি হয়। তারপরেই সম্প্রতি বিল দখলমুক্ত করতে নির্দেশ জারি করে প্রশাসন। নোটিশে স্পষ্টভাবে বলা হয় সরকারি সেই বিলে কোনরকম কৃষিকাজ করা যাবে না। এদিকে খোদ তৃণমূল নেতা বিল দখল হওয়া নিয়ে প্রশাসনের ভূমিকায় প্রশ্ন তুলছেন। যা নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিরোধীরা। কুড়ি তারিখ জেলায় আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। মুখ্যমন্ত্রী বারবার সরকারি জমি দখল হওয়া নিয়ে কঠোর নির্দেশ দিচ্ছেন। তার মাঝে এই ঘটনা অস্বস্তি বাড়াচ্ছে দলের অন্দরে। তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা স্বপন আলী বলেন, সরকারি জলাভূমি দখল হচ্ছে। সেখানে চাষবাস হচ্ছে। স্থানীয় কিছু মানুষ করছে। আমরা অভিযোগ করেছিলাম। এর আগে প্রশাসন তৎপর ছিল না। এখন ভূমিকা যথেষ্ট ভালো। কংগ্রেস নেতা জিয়াউল হকের অভিযোগ, যারা দখল করেছিল। তারা সকলে তৃণমূলের। তৃণমূল এবং প্রশাসন এদের মদত দিচ্ছে। আর নিজেরা নাটক করছে। দখলমুক্ত না হলে বৃহত্তর আন্দোলন করবো। উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সম্পাদক রূপেশ আগরওয়াল বলেন, ভাগ নিয়ে সমস্যা। যারা পাচ্ছে না তারা অভিযোগ করছে। সমস্ত সরকারি জায়গা দখল হচ্ছে। তৃণমূলের মদতে দুষ্কৃতীরা করছে। ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক উদয় শংকর ভট্টাচার্য্যের বক্তব্য, অভিযোগ হয়েছিল। নোটিশ জারি হয়েছে। আমরা পর্যবেক্ষণ করছি। দখলমুক্ত না হলে কঠোর পদক্ষেপ হবে।

পর্যটকদের জন্য জঙ্গলে প্রবেশ ফ্রী, সিঁদুরে মেঘ দেখছেন বনবস্তির স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৫ জানুয়ারি ঃ সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আলিপুরদুয়ার জেলায় প্রশাসনিক বৈঠকে বিভিন্ন জঙ্গল ভ্রমণে আসা পর্যটকদের কাছ থেকে নানান ভাবে প্রবেশ মূল্য নেবার জন্য অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। এরপরেই রাজ্যে বন দফতর এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে বনবিভাগ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে জঙ্গলে প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রবেশ মূল্য মুকুব করেছে বনদফতর। আর এতেই সমস্যায় পড়েছে বন বস্তির বাসিন্দারা। মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্তকে পুনর্বিবেচনা এবং যাতে কেউ কর্মহারা না হয়ে পড়ে এই দাবিকে সামনে রেখে রেঞ্জারের দ্বারস্থ বনবস্তির স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। উল্লেখ্য, গরুমারা জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন বিচা ভাঙ্গা, রামসাই প্রভৃতি অঞ্চলের বন বস্তির মহিলাদের হাতে তৈরি বিভিন্ন সামগ্রী পর্যটকদের জন্য জঙ্গলে প্রবেশের টিকিটের মূল্যের সঙ্গে যুক্ত করে এত দিন চলছিলো। যার ফলে বন বস্তিবাসী স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা সামান্য হলেও আর্থিক ভাবে লাভবান হচ্ছিলেন। শনিবার দুপুরে জলপাইগুড়ির গরুমারা সাউথ রেঞ্জ অফিসে একত্রিত হয়ে

রেঞ্জারের দ্বারস্থ হয় রামশাই, ধূপঝোড়া, বিচাভাঙ্গা সহ বিভিন্ন বনবস্তির জেএফএমসির সদস্যরা। এরা পর্যটকদের জন্য কেউ তৈরি করে পাটের সরঞ্জাম, কেউ আবার নাচ, গান করে পর্যটকদের আনন্দ দেয়। সমস্তটাই ছিল প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে জঙ্গলে প্রবেশের ক্ষেত্রে পর্যটকদের এন্ট্রি ফি মুকুব করায় কার্যত কর্মহীন হয়ে পড়ল বন বস্তির বাসিন্দারা। গত বুধবার আলিপুরদুয়ারে প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বনদপ্তরকে নির্দেশ দেয় জঙ্গলে প্রবেশের ক্ষেত্রে পর্যটকদের থেকে কোন টাকা নেওয়া যাবে না। আর এরপরেই বনদপ্তর তড়িঘড়ি নির্দেশিকা জারি করে জঙ্গলে প্রবেশের ফি মুকুব করেছে। বন বস্তির বাসিন্দাদের দাবি, এতদিন সমস্ত কিছু প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত থাকায় তাদের সংসার চলত এই কাজ করে। তবে এখন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তারা কর্মহীন হয়ে পড়েছে। তাদের সংসার চালাতে সমস্যা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাদের দাবি, অতি দ্রুত যাতে এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করা হয়। আবারো জঙ্গলে প্রবেশের ক্ষেত্রে টিকিটের ব্যবস্থা করা হয়। যাতে তারা কাজ ফিরে পায়। তাদের দাবি লিখিতভাবে বনদপ্তরকে জানাবেন তারা। এইবিষয়ে গরুমারা সাউথ রেঞ্জের রেঞ্জার ধ্রুবজ্যোতি বিশ্বাস জানিয়েছেন, ওনাদের দাবি লিখিতভাবে জানালে আমি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে পাঠিয়ে দেব।

জাতীয় ভোটার দিবসে শিশু সংসদ গঠনের প্রক্রিয়া, গঠন ক্যাবিনেট মন্ত্রী

দেবর্ষি মজুমদার, বোলপুর, ২৫ জানুয়ারি ঃ ভোটে জয়ী প্রধানমন্ত্রী প্রার্থী সুস্মিত গড়াই। শনিবারই গঠন হলো পাঁচ ক্যাবিনেট মন্ত্রীর। নির্বাচনে নিকটতম দুজন প্রতিদ্বন্দ্বীকে অনেকটাই পিছনে ফেলে জয় লাভ করেন প্রধানমন্ত্রী পদ প্রার্থী সুস্মিত গড়াই। প্রধান মন্ত্রী শীঘ্রই পাঁচ জনের ক্যাবিনেট গঠন করবেন। শিক্ষামন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রী, স্বাস্থ্য মন্ত্রী, পরিবেশ মন্ত্রী এবং ক্রীড়া মন্ত্রীরা শপথ বাক্য পাঠ করে তাঁদের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করবেন। প্রার্থীদের মধ্যে খাদ্য মন্ত্রী কিতাবুল সেখ,স্বাস্থ্য মন্ত্রী জিনাতুন খাতুন, পরিবেশ মন্ত্রী আরসি চক্রবর্তী এবং ক্রীড়ামন্ত্রী অঙ্কিত বীরবংশী। এতক্ষণ যা পড়লেন মনে হতে পারে দেশের সাধারণ লোকসভা নির্বাচন তো দেরী আছে। তাহলে এতক্ষণ কী পড়লাম! শনিবার বোলপুরে জাতীয় ভোটার দিবসে শিশু সংসদ গঠনের প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হলো বোলপুর নিবিড় চক্রের মুলুক নিম্নবুনিয়াদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এক কথায় নির্বাচন ছিল প্রধানমন্ত্রীর। সাধারণ নির্বাচনের আদলে ছিল এই ভোট গ্রহণ। প্রার্থীদের নামে ব্যালট ছাপানো হয়। ক্লাসের ভাল পড়ুয়াদের মনোনীত প্রার্থী করা হয়। স্কুলের এটেন্ডেস খাতায় হলো ভোটার

তালিকা। নির্বাচনে সকল পড়ুয়ারা এদিন ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। সকাল থেকে ছিল পড়ুয়াদের লম্বা লাইন। ক্লাসরুমে প্রবেশ করতেই হাতে ব্যালট পেপার ধরিয়ে দেন পোলিং অফিসার। আঙুলে কালি নিয়ে নির্দ্বিধায় ভোট দিলেন পড়ুয়ারা। ভোটদানের কক্ষটিও ছিল সুরক্ষিত জায়গায়। ব্যালট পেপারে প্রার্থীদের ছবিসহ নামের তালিকা সহ পছন্দের শিলমোহর - কোন কিছুর ত্রুটি ছিল না। সামনে রাখা ব্যালট বক্সে নির্বিঘ্নে ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন বড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের খুদে পড়ুয়ারা। তারা বড়োদের দেখালো কিভাবে শান্তিপূর্ণ অবাধ নির্বাচন করতে হয়। মূলতঃ দেশ গড়ার কাজে কিভাবে ভাবী নির্বাচক মণ্ডলী অংশগ্রহণ করতে পারে, এদিন তার হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়ার কাজ হয় বীরভূমের ২৪০১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। নির্বাচনে দুটি রাজনৈতিক দল-- বই ও কলম গঠন করে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আয়োজন করা হয়। নিজ দলের ইস্তাহার ঘোষণা, প্রচার পর্ব চলে। তারপর শুরু হয় ভোটদান পর্ব। প্রিসাইডিং অফিসার, ফার্স্ট, সেকেণ্ড পোলিং অফিসার, গার্ড, ব্যালট পেপার কিছুই বাদ যায় নি। বই দলের ২৩ জন এবং কলম দলের ১২ জন প্রার্থী জয়ী হন। উপস্থিত ছিলেন বীরভুম প্রাথমিক সংসদ চেয়ারম্যান প্রলয় নায়েক, বিডিও সত্যজিত বিশ্বাস এবং এস আই প্রণয় গাঙ্গুলী। প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ চেয়ারম্যান প্রলয় নায়েক বলেন, এই শিশু সংসদ নির্বাচনের উদ্দেশ্য ছোট থেকেই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দায়িত্ববোধ গড়ে তোলা। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ধ্বনিভোটে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের রেওয়াজ ছিল না এখানে। এবার নির্বাচন করা হয়। পাঁচজনের ক্যাবিনেট গঠনের পর সাপ্তাহিক বৈঠক করে ছাত্র খাদ্যমন্ত্রী কিতাবুল সেখ শিক্ষকদের মরশুমি মেনু মাফিক মিডডে মিলে রান্নার পরামর্শ দেবে। ছাত্র পরিবেশ মন্ত্রী আরসি চক্রবর্তী শিক্ষকদের পরামর্শ দেবে স্কুলকে কিভাবে পরিবেশবান্ধব করে সাজানো যায়। এক কথায় ছাত্র- ছাত্রীরা স্কুলের ভালো মন্দে অংশগ্রহণ করবে। স্কুলের এক শিক্ষক জানান, বেশ কয়েকদিন ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই আয়োজন করেছে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। এরপর এদিন ছিল নির্বাচনের সেই দিন। সকাল থেকেই এদিন ভোট গ্রহণ কক্ষটি অবজারভারের অধীনে চলে আসে। নির্বাচনের মতো সাজিয়ে তোলা হয়ে ছিল বিদ্যালয় এর ক্লাসরুমকে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), Borough-XI, KMC invites percentage rate e-tenders in two bid system for the following work :-
NIT No. : KMC/EEC/XI/114/087/24-25/R
Name of work : **Protection of Embankment near Keorapukur Canal in Ward No.114.** Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs.2,98,743.77.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Time of Completion : **30 Days.** Last Date and Time of Submission of Bid : **06.02.2025 at 12 noon.** Date and Time of Opening of Bid : **08.02.2025 at 12 noon.** The Bid forms and other details are available on and from **29.01.2025 from 5 p.m.** The website **https://etender.nic.in**

The Director General (Civil), KMC invites e-tender online percentage rate in two bid system for the following work :-
NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XI/103/039/2024-25 / R/BUSTEE
Name of work : **Improvement of road by providing Kerb & Channel with Hot Mix near A/42 East Rajapur at Bustee, in Ward No.103.** Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs.2,96,114.12.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Time of Completion : **60 Days.** Last Date and Time of Submission of Bid : **04.02.2025 upto 12 noon.** Date and Time of Opening of Bid : **06.02.2025 at 12 noon.** The Bid forms and other details are available on and from **27.01.2025 from 5 p.m.** The website **https://etender.nic.in**

The Executive Engineer (Civil)/Br-XVI, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :-
1. NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/144/029/ 24-25/BUSTEE
Name of work : **Development of C.C. Road by providing Eucalyptus Bullah Piling at slum area of Goswami Para near Pre.No.49 in Ward No.144.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.4,95,541.60.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.**
2. NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/144/041/ 24-25/BUSTEE
Name of work : **Maint. of C.C.Road at slum area of Anny Sarani near Pre.No.54/1 in Ward No.144.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,92,621.63.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.**
3. NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/126/064/ 24-25/BUSTEE
Name of work : **Improvement of C.C. Road at Bye Lanes of Badam Tala Slum Area near Pre.No.75 in Ward No.126.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,45,010.56.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.** Period of Completion : **30 Days (for Sl.No.1 to 3).** Last Date and Time of submission of Bid : **05.02.2025 at 12 noon (for Sl.No.1 to 3).** The Tender will be opened on **07.02.2025 at 12 noon (for Sl.No.1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **28.01.2025 at 5 p.m. (for Sl.No.1 to 3)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 3).**

The Executive Engineer (C)/BR-VII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :-
1. NIT No. : KMC/EEC/VII/59/35/24-25/R
Name of work : **Repairing of footpath at P C Connector (From Topsia More to 4 No. Bridge) and etc. in Ward-59.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,99,737.92.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **45 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **05.02.2025 upto 2 p.m.** Tender will be opned on **07.02.2025 at 2 p.m.** The Bid forms and other details are available on and from **24.01.2025 at 6.55 p.m.**
2. NIT No. : KMC/EEC/VII/56/49/24-25/B (2nd Call)
Name of work : **Improvement of bustee passage at 2/1, Kamardanga Road and its surroundings disturbed by laying sewer line in Ward-56.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.1,85,709.55.** Earnest Money : **Rs.3,800.00.** Period of Completion : **30 Days.**
3. NIT No. : KMC/EEC/VII/56/44/24-25/B (2nd Call)
Name of work : **Supplying, fitting and fixing PIT covers at Hazra Bagan Lane, Kamardanga Road and its surroundings of Bustee Portion in Ward-56.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.2,59,763.92.** Earnest Money : **Rs.5,200.00.** Period of Completion : **45 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **07.02.2025 upto 2 p.m. (for Sl.No.2 & 3).** Tender will be opned on : **10.02.2025 at 2 p.m. (for Sl.No. 2 & 3).** The Bid forms and other details are available on and from **29.01.2025 at 6.55 p.m. (for Sl.No.2 & 3).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 3).**

The Executive Engineer (Civil)/Br-XIV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :-
1. NIT No. : KMC/XIV/131/34/24-25/BUSTEE (1st Call)
Name of work : **Maintenance of concrete passage at the slum area of M.I.D. Road near Pr.Nos. 396, 9/4, 6/3B, 6/7, 203/A , etc. in Ward No.131.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) : **Rs.4,16,178.48.** Earnest Money : **Rs.8,500.00.** Period of Completion : **21 Days.**
2. NIT No. : KMC/XIV/131/40/24-25/BUSTEE (1st Call)
Name of work : **Construction of sanitary latrines at different slum areas of M.I.D. Road, Bangasree Pally, Parnasree Pally, etc. in Ward No.131.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) : **Rs.3,99,598.06.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.** Period of Completion : **30 Days.** Last date of Submission of Bid : **04.02.2025 upto 5 p.m. (for Sl.No.1 & 2).** Tender will be opened on : **06.02.2025 at 5 p.m. (for Sl.No.1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **28.01.2025 from 5 p.m. (for Sl.No.1 & 2).**
3. NIT No. : KMC/XIV/128/061/24-25/BS (1st Call)
Name of work : **Repairing of C.C. passage at Sarbomongla Pally, near Pr.No.6/6, 53/3/1A and 53C Dr. A.K. Paul Road, slum area in Ward No.128.** Work Value : **Rs.2,98,569.83.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.**
4. NIT No. : KMC/XIV/128/062/24-25/BS (1st Call)
Name of work : **Maintenance of U/G sewer including relaying, rising, replacement of PIT-Covers, etc. at the slum area of Joy Hind Pally, Vidyasagar Colony, Bankim Pally, etc. in Ward No.128.** Work Value : **Rs.2,98,428.07.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **15 Days (for Sl.No. 3 & 4).** Last date of Submission of Bid : **04.02.2025 upto 11 a.m. (for Sl.No.3 & 4).** Tender will be opened on : **06.02.2025 at 11 a.m. (for Sl.No. 3 & 4).** The bid forms and other details are available on and from **24.01.2025 from 5 p.m. (for Sl.No. 3 & 4).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 4).**

The Executive Engineer (C), BR-V, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :-
NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/040/32/2024-2025
Name of work : **Repairing and restoration of paver block, footpath and passage at Siddheshwar Ch. Lane, Raja Lane and adjacent area in Ward No.040.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.3,03,515.52.** Earnest Money : **Rs.7,000.00.** Period of Completion : **45 Days.** Last Date and Time of submission of Bid : **08.02.2025 at 11 a.m.** Date and Time of opening of Tender : **10.02.2025 at 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **28.01.2025 at 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

1291/ 24-25

খাওয়া-দাওয়া

মাংস দিয়ে বানাতে পারেন মজার এই পিঠা

পুরের উপকরণঃ মুরগির মাংসের সেদ্ধ কিমা পৌনে এক কাপ, পেঁয়াজকুচি আধা কাপ, রসুন থেঁতলানো ১ টেবিল-চামচ, হলুদগুঁড়া এক চিমটি, মরিচগুঁড়া আধা চা-চামচ, ধনেগুঁড়া আধা চা-চামচ, রোস্টেড জিরা গুঁড়া আধা চা-চামচ, কাঁচা মরিচ কুচি ১ টেবিল-চামচ, চাট মসলার গুঁড়া আধা চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, তেল ২ টেবিল-চামচ, পেঁয়াজপাতা কুচি ও ধনেপাতা কুচি স্বাদমতো।

প্রণালিঃ প্যানে তেল গরম করে থেঁতলানো রসুন দিয়ে হালকা ভেজে পেঁয়াজ কুচি দিন। কিছুক্ষণ পর সেদ্ধ কিমা দিন। একটু নেড়েচেড়ে হলুদ, মরিচ ও ধনেগুঁড়া দিয়ে একটু জল দিন। জল টেনে এলে কাঁচা মরিচ কুচি ও ভাজা মসলার গুঁড়া দিন। পেঁয়াজপাতা কুচি ও ধনেপাতা কুচি দিয়ে নামিয়ে নিন।

পুলির উপকরণঃ চালের গুঁড়া দেড় কাপ, ময়দা সিকি কাপ, জল দেড় কাপ, লবণ স্বাদমতো।

প্রণালিঃ জল ফুটিয়ে তাতে লবণ, চালের গুঁড়া ও ময়দা দিয়ে অল্প আঁচে ঢেকে রাখুন। সেদ্ধ হলে নেড়েচেড়ে কাই বানান। নামিয়ে হাত দিয়ে মেখে নিন। কাই দিয়ে রুটি বেলে মাঝখানে কেটে দুই ভাগ করুন। এক ধারে একটু পুর দিয়ে দুই ধার আটকে দিন। এভাবে সবগুলো পিঠা বানিয়ে নিন। তেল গরম করে ভেজে নিন সবগুলো।

শীতের সবজি দিয়ে বানাতে পারেন বিশেষ পদ

সবজিতে চিংড়ি আর মুরগি

উপকরণঃ মুরগির বুকের মাংস ছোট করে কাটা আধা কাপ, চিংড়ি ছোট করে কাটা আধা কাপ, আদাবাটা আধা চা-চামচ, রসুনবাটা আধা চা-চামচ, সয়া সস ২ টেবিল চামচ, গাজর স্লাইস আধা কাপ, পেঁপে স্লাইস আধা কাপ, বরবটি আধা কাপ, তেল ৪ টেবিল চামচ, পেঁয়াজকুচি আধা কাপ, ফুলকপি স্লাইস আধা কাপ, চায়নিজ ক্যাবেজ আধা কাপ, ব্রকলি আধা কাপ, পেঁয়াজপাতা ৫-৬টি, মাশরুম আধা কাপ, বেবি কর্ন আধা কাপ (পছন্দমতো সবজি দেওয়া যায়), ফিশ সস ২ টেবিল চামচ, ওয়েস্টার সস ২ টেবিল চামচ, লবণ পরিমাণমতো, চিনি ২ চা-চামচ বা পরিমাণমতো, গোলমরিচের গুঁড়া ১ চা-চামচ, কাঁচা মরিচ স্লাইস ৬-৭টি, কর্নফ্লাওয়ার ৩ টেবিল চামচ, লবণ ১ চা-চামচ।

প্রণালিঃ মুরগি, চিংড়ি, আদাবাটা, রসুনবাটা, সয়া সস একসঙ্গে মেখে রাখুন ১৫-২০ মিনিট। ফুটন্ত গরম জলেতে পেঁপে, গাজর, বরবটি আধা সেদ্ধ করে নিন। ঠান্ডা জলেতে কিছুক্ষণ রেখে দিতে হবে। তেল গরম করে নিন। পেঁয়াজ ভেজে নিন। মাখানো মাছ, মাংস দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে নিন। পর্যায়ক্রমে সব সবজি দিয়ে রান্না করতে হবে। ফিশ সস, ওয়েস্টার সস, লবণ, চিনি, গোলমরিচ, কাঁচা মরিচ, কর্নফ্লাওয়ার গুলিয়ে নিন কুসুম গরম জলেতে। এই মিশ্রণ মাছ, মাংস, সবজিতে ঢেলে দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে চুলা থেকে নামিয়ে পরিবেশন করুন।

বেগুনে পুর, একদম আলাদা রেসিপি

প্রণালিঃ বেগুন অর্ধেক ফালি করে নিন। ছুরি দিয়ে বেগুনের ভেতরের অংশে দাগ কেটে নিন। তেল লাগিয়ে ওভেনে ১৮০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপে ১৫ থেকে ২০ মিনিট বেকড করতে হবে। ২ টেবিল চামচ তেল গরম করে নিন। পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ কিছুক্ষণ ভেজে নিন। আদাবাটা, রসুনবাটা, লবণ, মুরগির মাংস দিয়ে ভুনা করতে হবে। এ সময় সয়া সস, টমেটো সস দিয়ে দিন। কিছুক্ষণ চুলায় রেখে নামাতে হবে। ক্যাপসিকাম, টমেটো, লেবুর রস, সামান্য লবণ দিয়ে মাখিয়ে নিন। ওভেন থেকে বেগুন বের করে সাদা সস, মুরগির মাংস, মিশ্রিত ক্যাপসিকামকুচি দিয়ে ওভেনে ৩ মিনিট বেক করুন। মোজারেলা চিজ, গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে আরও ২ মিনিট রেখে গরম-গরম পরিবেশন করতে হবে।

উপকরণঃ গোল বেগুন মাঝারি আকারের ৪টি, তেল ৩ টেবিল চামচ, পেঁয়াজকুচি আধা কাপ, কাঁচামরিচের কুচি ১ টেবিল চামচ, আদাবাটা ১ চা-চামচ, রসুনবাটা ১ চা-চামচ, লবণ পরিমাণমতো, মুরগির মাংস কিউব করে কাটা আধা কাপ, টমেটো সস ২ টেবিল চামচ, সয়া সস ১ টেবিল চামচ, ক্যাপসিকাম কিউব করে কাটা আধা কাপ, টমেটো কিউব করে কাটা আধা কাপ, লেবুর রস ১ টেবিল চামচ, সাদা সস আধা কাপ, মোজারেলা চিজ আধা কাপ, গোলমরিচের গুঁড়া ১ চা-চামচ।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে উভয় পক্ষ ব্যাপক ড্রোন হামলা

ইউক্রেনের ড্রোন হামলায় গতকাল শুক্রবার বিকেলে রাশিয়ার রাজধানী মস্কোর দক্ষিণের কালুগা অঞ্চলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে অগ্নিকাণ্ডের এই ঘটনা দেখা গেছে। ভিডিওটিতে বলা হয়েছে, একটি তেল সংরক্ষণাগারে আগুন লেগেছে। কালুগার গভর্নর ভ্লাদিস্লাভ শাপশা টেলিগ্রামে বলেছেন, 'লুদিনোভো শহরের একটি শিল্প এলাকায় হামলা চালানো হয়েছে।' তবে তিনি বিস্তারিত কিছু জানাননি। ভিডিওটি রাশিয়ার কোনো সরকারি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করা হয়নি। ভিডিওটিতে অগ্নিকাণ্ডের দিকে অগ্নিনির্বাপণ বিভাগের গাড়ি ছুটে যেতে দেখা গেছে। রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও ব্রায়ানস্ক অঞ্চলের গভর্নর জানিয়েছেন, আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে ব্রায়ানস্ক অঞ্চলে ৩৫ মিনিটের মধ্যে ইউক্রেনের নয়টি ড্রোন ধ্বংস করা হয়েছে। তবে এ ঘটনায় হতাহত হয়েছে কি না, তা জানা যায়নি। রাশিয়ার স্মোলেনস্ক অঞ্চলের গভর্নর তাঁর অঞ্চলে আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা দিয়ে কোনো হতাহত ছাড়া ইউক্রেনের পাঁচটি ড্রোন নামিয়ে নিয়ে আসার কথা জানিয়েছেন।

স্মোলেনস্ক রাশিয়ার মিত্রদেশ বেলারুশের সীমান্তবর্তী একটি অঞ্চল। গত বৃহস্পতিবার ইউক্রেনের সামরিক বাহিনী জানিয়েছিল, রাশিয়ার দক্ষিণ ভোরোনেজ অঞ্চলের একটি তেল সংরক্ষণাগারে অন্তত তিনটি ড্রোন আঘাত হেনেছে। বাহিনীটি গতকাল জানিয়েছে, আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা দিয়ে তারা রাশিয়ার উৎক্ষেপণ করার ৫০টি ড্রোনের মধ্যে ৩৩টি নামিয়ে নিয়ে এসেছে।

ট্রাম্পের অভিবাসনবিরোধী আদেশকে কেন্দ্র করে আতঙ্কের মধ্যে আছেন মার্তিনেজ

ভেনেজুয়েলার নাগরিক জসনেক্সি মার্তিনেজ। যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের সীমান্তবর্তী শহর এল পাসোর একটি অভিবাসী আশ্রয়কেন্দ্রে থাকেন তিনি। বৈধ প্রক্রিয়া অনুসরণ করেই তিনি যুক্তরাষ্ট্র ঢুকেছেন। তবে এরপরও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসনবিরোধী আদেশকে কেন্দ্র করে আতঙ্কের মধ্যে আছেন মার্তিনেজ। গত সোমবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দ্বিতীয় মেয়াদে শপথ নিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এরপর যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন ব্যবস্থায় সংস্কার আনতে বেশ কিছু নির্বাহী পদক্ষেপ নিয়েছেন তিনি। ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলীয় সীমান্তে 'জাতীয় জরুরি অবস্থা' ঘোষণা করে একটি আদেশে স্বাক্ষর করেছেন এবং ওই এলাকায় আরও সেনা মোতায়েনের ঘোষণা দিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি বিদেশি অপরাধীদের বিতাড়িত করার অঙ্গীকার করেছেন, যা অনেকের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। সিবিপি ওয়ান অ্যাপ ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকেছিলেন ২৮ বছর বয়সী নারী মার্তিনেজ। তিনি তাঁর পাঁচ বছর বয়সী সন্তানকে নিয়ে এল পাসো শহরের একটি আশ্রয়কেন্দ্রে থাকেন। সিবিপি ওয়ান অ্যাপের আওতায় মেক্সিকোর অভিবাসনপ্রত্যাশীরা সংশ্লিষ্ট সীমান্তে নিযুক্ত মার্কিন কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য সময় নির্ধারণ করতে পারেন। তাঁরা সেখানে অস্থায়ীভাবে অভিবাসনের জন্য আবেদন করতে পারেন। তবে ট্রাম্প নতুন মেয়াদে দায়িত্ব নেওয়ার পর এই সেবাটি বন্ধ করে দিয়েছেন। একজন বিচারকের অধীনে অভিবাসনসংক্রান্ত মামলার শুনানি না হওয়া পর্যন্ত মার্তিনেজের যুক্তরাষ্ট্রে থাকার অধিকার আছে। তবে ট্রাম্পের পদক্ষেপের কারণে তিনিও এখন আতঙ্কে আছেন। মার্তিনেজ বলেছেন, পুলিশ কর্মকর্তা বা অভিবাসন কর্মকর্তারা অভিযান চালানোর সময় তাঁর কাছে কাগজপত্র চাইতে পারেন। আর কাগজপত্র না দেখাতে পারলে গ্রেপ্তার হওয়ার ভয় পাচ্ছেন তিনি। মার্তিনেজ যে আশ্রয়কেন্দ্রে থাকেন, সেটি পরিচালনা করেন কারিনা ব্রেসেডা। ট্রাম্পের নীতিমালাগুলো নিয়ে তিনিও উদ্বেগ জানিয়েছেন। কারিনার আশঙ্কা, অনিবন্ধিত লোকেরা দেখতে কেমন, তাঁদের গায়ের রং কেমন, তাঁরা কেমন পোশাক পরেন, এগুলো নিয়ে যে বদ্ধমূল ধারণা আছে, তার ভিত্তিতে লোকজনকে নিশানা করা হতে পারে। এল পাসো শহরটিতে ৬ লাখ ৭৮ হাজার মানুষের বসবাস। এর মধ্যে প্রায় ৮০ শতাংশই লাতিন আমেরিকান বংশোদ্ভূত। ট্রাম্পের পদক্ষেপের কারণে শহরটির বাসিন্দাদের কারও কারও মনে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।

মেক্সিকো উপসাগরের পাল্টে দেওয়া নামটি আনুষ্ঠানিক হয়েছে

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নতুন প্রশাসন বলছে, মেক্সিকো উপসাগরের পাল্টে দেওয়া নামটি আনুষ্ঠানিক হয়েছে। গতকাল শুক্রবার ট্রাম্প প্রশাসনের অভ্যন্তরীণ বিভাগ জানায়, এখন থেকে মেক্সিকো উপসাগরের আনুষ্ঠানিক নাম হবে 'গালফ অব আমেরিকা' বা 'আমেরিকা উপসাগর'। সেই সঙ্গে ট্রাম্প প্রশাসনের পক্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কার 'ডেনালি' পর্বত শৃঙ্গের নাম বদলে দেওয়া হয়েছে। এর নতুন নাম হয়েছে 'মাউন্ট ম্যাককিনলে'। ডোনাল্ড ট্রাম্প গত সোমবার দ্বিতীয় মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন। ক্ষমতা নিয়েই একগুচ্ছ নির্বাহী আদেশ জারি করেন তিনি। এসব আদেশের মধ্যে নাম পরিবর্তনের বিষয়গুলোও রয়েছে। নিজের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ট্রাম্প এমন উদ্যোগ নিয়েছেন। অভ্যন্তরীণ বিভাগ এক বিবৃতিতে জানায়, 'প্রেসিডেন্টের নির্দেশনা অনুযায়ী, মেক্সিকো উপসাগর এখন আনুষ্ঠানিকভাবে আমেরিকা উপসাগর (গালফ অব আমেরিকা) নামে পরিচিত হবে। সেই সঙ্গে উত্তর আমেরিকার সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গের নাম পরিবর্তন করে মাউন্ট ম্যাককিনলে করা হয়েছে।' বিবৃতিতে আরও বলা হয়, 'এসব পরিবর্তন যুক্তরাষ্ট্রের অসাধারণ ঐতিহ্য সংরক্ষণের প্রতি জাতির প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে। সেই সঙ্গে এগুলো এটাও নিশ্চিত করে, আমেরিকাবাসীর ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাদের বীরদের উত্তরাধিকার ও ঐতিহাসিক সম্পদের গুণকীর্তন করবে।'

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হিমশৈলটি প্রত্যন্ত এক দ্বীপাঞ্চলের কাছাকাছি যাচ্ছে

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হিমশৈলটি (আইসবার্গ) ক্রমে যুক্তরাজ্যের প্রত্যন্ত এক দ্বীপাঞ্চলের কাছাকাছি যাচ্ছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, দ্বীপের সঙ্গে এটির সংঘর্ষ ঘটবে এবং এর কারণে এ অঞ্চলে বিচরণকারী পেঙ্গুইন ও সিলের মতো প্রাণীগুলো ঝুঁকিতে পড়বে। হিমশৈলটি ক্রমাগত দক্ষিণ মেরুর মহাদেশ অ্যান্টার্কটিকা থেকে উত্তরে যুক্তরাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চল সাউথ জর্জিয়ার দিকে এগোচ্ছে। এ অঞ্চল বন্য প্রাণীর আশ্রয়স্থল হিসেবেও পরিচিত। হিমশৈল এখন সাউথ জর্জিয়া থেকে ১৭৩ মাইল (২৮০ কিমি) দূরে অবস্থান করছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, দ্বীপের সঙ্গে ধাক্কা লেগে হিমশৈলটি টুকরা টুকরা হয়ে যেতে পারে। অতীতে বড় হিমশৈল এসে ধাক্কা খাওয়ার কারণে সাউথ জর্জিয়ার বরফাচ্ছাদিত সাগরতীর ও খাঁড়িতে বিচরণকারী অগণিত পাখি ও সিল মারা যাওয়ার ঘটনা ঘটে।

খাবার সংগ্রহের পথ রুদ্ধ হয়ে এদের মারা যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। সাউথ জর্জিয়া সরকারের পরিচালিত জাহাজ ফারোসের ক্যাপ্টেন সাইমন ওয়ালেস সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, 'হিমশৈলগুলো স্বভাবতই বিপজ্জনক। যদি এটা ধারেকাছে না আসতো, তাহলে আমি অত্যন্ত খুশি হতাম।' বিশ্বের বিজ্ঞানী, নাবিক ও জেলেদের দল ওই হিমশৈলের দৈনন্দিন অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছে। স্যাটেলাইটে ধারণ করা ছবিগুলো যাচাই করার মধ্য দিয়ে এর দিকে নজর রাখছে তারা। বিশালাকারের হিমশৈলটি এ২৩এ নামে পরিচিত।

জাতীয় কন্যা শিশু দিবস পালনঃ রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর ভূমিকা

মালিগাঁও, ২৫ জানুয়ারিঃ প্রত্যেক বছর ২৪ জানুয়ারি জাতীয় শিশু কন্যা দিবস পালন করা হয়, কন্যা শিশুদের অধিকার ও কল্যাণ প্রচারের প্রতি ভারতের যে প্রতিশ্রুতি তার আলোকপাত ঘটে এই দিবসের অনুষ্ঠানে। ২০০৮ সালে মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রকের দ্বারা শুরু হওয়া এই দিবস ছোটো কন্যাদের সবলীকরণ ও সুরক্ষার প্রয়োজনে সম্মিলিত প্রচেষ্টার স্মারক হিসেবে কাজ করে। যাত্রীদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে প্রধান অংশীদার হিসেবে ভারতের বিশাল রেলওয়ে নেটওয়ার্কজুড়ে কন্যা শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) এক মুখ্য ভূমিকা পালন করে। প্রধান প্রধান স্টেশনগুলিতে হেল্পলাইন ডেস্ক এবং সংকটের সময় মেয়েদের তাৎক্ষণিকভাবে সহায়তা প্রদানের জন্য দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা সিকিউরিটি হেল্পলাইনের (১৩৯) মতো ব্যবস্থা আরপিএফ গ্রহণ করেছে। প্রকাশ্য ঘোষণা ও বিশেষভাবে প্রদর্শিত চাইল্ড হেল্পলাইন নম্বর (১০৯৮) এই প্রচেষ্টাগুলিকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছে। কন্যা শিশুর সুরক্ষা এবং অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে ব্যাপকভাবে গণ সচেতনতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত করে আসছে আরপিএফ। ২০২৪ সালে আরপিএফ-এর 'অপারেশন নানহে ফরিস্তে' অভিযানে ৪,৪৭২ জন কন্যা শিশু সহ ১৫,৭০৩ জন শিশুকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং তাদের সুরক্ষা ও যত্ন নিশ্চিত করা হয়। একইভাবে, 'মেরি সহেলি' পদক্ষেপের মাধ্যমে ট্রেনে যাত্রার সময় মহিলা ও মেয়েদের নিরাপত্তায় মহিলা আরপিএফ টিম নিয়োজিত করা হয়েছে। ভারতীয় রেলওয়ে নেটওয়ার্ক জুড়ে ৬০০টির বেশি ট্রেনে দৈনিক আনুমানিক ২৫০টি মেরি সহেলি টিমকে নিয়োজিত করা হয়। ২০২৪ সালে শিশু কন্যা সহ ৪৬ লক্ষেরও অধিক একক মহিলা যাত্রীর নিরাপদ যাত্রা নিশ্চিত করতে আরপিএফ-এর মেরি সহেলি টিম সাহায্য করেছিল। মানব পাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আরপিএফ-এর পক্ষ থেকে প্রধান প্রধান রেলওয়ে স্টেশনে ১৫৩টি অ্যান্টি-হিউম্যান ট্র্যাফিকিং ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। এই ইউনিটগুলি জিআরপি, স্থানীয় পুলিশ, গোয়েন্দা সংস্থা, এনজিও এবং শিশু কল্যাণ সমিতিগুলির সহযোগিতায় ২০২৪ সালে ৯৯ জন শিশু কন্যা সহ ১,৫১১ জন ভুক্তভোগীকে উদ্ধার করে এবং ৪৫৬ জন মানব পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করে। ভারতীয় রেলওয়েতে ৫,৬২২ জন মহিলা কর্মীর দ্বারা আরপিএফ গঠিত, যার মধ্যে ১৩ জন গ্যাজেটেড অফিসার, ৫৭০ জন সাব-অর্ডিনেট অফিসার এবং ৪৯১১ জন আন্ডার-অফিসার রয়েছেন, তাঁরা মহিলা যাত্রীদের নিরাপদ যাত্রা নিশ্চিত করতে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। এর পাশাপাশি আরপিএফ-এর মহিলা কর্মীদের শিশু সুরক্ষা আইন এবং সর্বোত্তম পদ্ধতি সম্পর্কে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, ফলে উদ্ধারকৃত শিশুদের প্রতি সংবেদনশীল ব্যবহার সুনিশ্চিত হয়েছে। এই সমস্ত প্রচেষ্টা মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সচেতনতা কর্মসূচি, বিভিন্ন কর্মশালা এবং প্রচার ব্যবস্থা, যা শিশু কন্যাদের অধিকার ও সুরক্ষা সম্পর্কে জনগণকে শিক্ষিত করে তোলে। 'বেটি বাচাও, বেটি পড়াও' অভিযানের সাথে সংগতি রেখে, শিশু কন্যাদের জন্য একটি নিরাপদ ও শক্তিশালী পরিবেশ গড়ে তুলতে আরপিএফ কর্মীরা একনিষ্ঠভাবে কাজ করে চলেছেন। জাতীয় কন্যা শিশু দিবসে প্রত্যেকটি মেয়ের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা রক্ষার জন্য নিজেদের প্রতিশ্রুতিকে আরপিএফ পুনরায় দৃঢ়তার সাথে প্রকাশ করেছে, মেয়েদের যাত্রা যেন সুরক্ষিত ও মর্যাদাপূর্ণ হয়, তা নিশ্চিত করে তুলেছে আরপিএফ।

নাম পরিবর্তন
আমি, Jaya Sengupta (পুরাতন নাম) পিতা Bijoy Dey , ঠিকানা AF 143, GANGA YOUMUNA APARTMENT, RABINDRAPALLY, KRISHNAPUR, P.O. PRAFULLAKANAN, P.S. BAGUIATI, KOLKATA 700101, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 24.01.2025 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Jaya Dey (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Jaya Dey (নতুন নাম) এবং Jaya Sengupta (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I MAMTA CHANDNANI D/O CHANDER KUMAR CHANDNANI R/O METRO HEIGHTS FLAT NO. 5B, 114 DR. L M BHATTACHARJEE ROAD, ENTALLY KOLKATA WEST BENGAL-700014 HAVE CHANGED MY NAME TO KASAK DEEPAK CHANDIRANI FOR ALL FUTURE PURPOSE.

Name Change
I, Aparna Das W/o Pinaki Das Residing at 17/7, U K Dutta Road, Dum Dum Cantonment, P.o+P.s - Dum Dum, District - 24 Pgs (N), Pin-700028 West Bengal India shall henceforth be known as Aparna Mondal Das. I declare that Aparna Mondal Das and Aparna Das is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 24-01-2025.

Name Change
I,RENU BAGARIA,WIFE OF KAMAL BAGARIA,RESIDING AT B4,4TH FLOOR,FLAT NO 3,98 CHRISTOPHER ROAD, PO - GOBINDA KHATICK ROAD, KOLKATA - 700046,WEST BENGAL,DO HEREBY NOTIFIED THAT MY FATHER SHREE LAL KEYAL SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SREELAL AGARWAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC KOLKATA ON 24/01/2025.THAT SHREE LAL KEYAL AND SREELAL AGARWAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Saifuddin Firozbhai Vana (Old Name) son of Firozbhai Vana, residing at 8, Marquis Street, 2nd Floor, P.O. & P.S.- Park Street, Kolkata, 700016, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Saifuddin Vana (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 24/01/2025. Saifuddin Vana (New Name) and Saifuddin Firozbhai Vana (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Madhumita Chowdhury (Old Name) wife of Bidesh Tanti, residing at Vidyasagar Pally, Chanditala Park, Subhasgram, P.S.- Sonarpur, Dist.- South 24 Pgs, Pin-700147, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Madhumita Chowdhury Tanti (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 24/01/2025. Madhumita Chowdhury Tanti (New Name) and Madhumita Chowdhury (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Batakrishna Balaichandra Maity (Old Name) son of Balai chandra Maity, residing at Suratpur, Harirampur, P.S.- Daspur, Dist.- Paschim Medinipur, Pin-721211, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Batakrishna Maity (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 24/01/2025. Batakrishna Maity (New Name) and Batakrishna Balaichandra Maity (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Noman Mohammad Usman Khan (Old Name) son of Mohammad Osman, residing at 11/1, Collin Lane, P.S.- Park Street, Kolkata- 700016, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Mohammad Noman Khan (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 24/01/2025. Mohammad Noman Khan (New Name) and Noman Mohammad Usman Khan (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Shahnaaz Muhammad Noman Khan (Old Name) wife of Mohammad Noman Khan, residing at 11/1, Collin Lane, P.S.- Park Street, Kolkata- 700016, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Shahnaaz Muhammed Noman Khan (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 24/01/2025. Shahnaaz Muhammed Noman Khan (New Name) and Shahnaaz Muhammad Noman Khan (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Shainaz Noman Khan (Old Name) wife of Mohammad Noman Khan, residing at 11/1, Collin Lane, P.S.- Park Street, Kolkata- 700016, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Shahnaaz Muhammed Noman Khan (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 24/01/2025. Shahnaaz Muhammed Noman Khan (New Name) and Shainaz Noman Khan (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Salma Bibi (Old Name) wife of Nazmul Islam Sardar, residing at Vill.- Kazirati, P.O.- Rajendrapur, P.S.- Matia, Dist- North 24 Pgs, Pin-743491, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Salma Begum (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 24/01/2025. Salma Begum (New Name) and Salma Bibi (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Abdul Matin Mondal (Old Name) Son of Md Abdul Kadir Mondal, residing at Vill.- Basirhat Trimohini Paschimpara, P.O.- Basirhat College, P.S.- Basirhat, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743412, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Md Abdul Matin Mondal (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 24/01/2025. Md Abdul Matin Mondal (New Name) and Abdul Matin Mondal (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Sanjoy Prosad Nandy (Old Name) Son of Late Bijoy Prasad Nandy, residing at S/A E/1 Patuli Main Road, P.S.- Patuli, Kolkata- 700084, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sanjoy Prasad Nandy (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 24/01/2025. Sanjoy Prasad Nandy (New Name) and Sanjoy Prosad Nandy (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Sudipta Sarkar S/O Late Surja Kanta Sarkar, on behalf of my minor son Aryaman (old name), residing at FLAT NO 1B, B- BLOCK, EDEN WINDSOR PARK, NAYABAD, PANCHASAYAR, KOLKATA, PIN- 700094, West Bengal, INDIA, have changed my son name and he shall henceforth be known as Aryaman Sarkar (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 24/01/2025. Aryaman Sarkar (new name) and Aryaman (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Muzibul Rahman (Old Name) Son of Late Md Habib, residing at H/O NO 13 BL NO 5 Bhatpara (M), Kankinara, Dist.- North 24 Parganas, Pin- 743126, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Mujibar Rahaman (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 24/01/2025. Mujibar Rahaman (New Name) and Muzibul Rahman (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Vishal Churiwal S/O Vishnu Kumar Churiwal, on behalf of my minor son Vansh Churiwal (old name), residing at 13A, Dr. Asutosh Shastri Road, Beliaghata, Kolkata- 700010, West Bengal, INDIA, have changed my son name and he shall henceforth be known as Vansh V Churiwal (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 24/01/2025. Vansh V Churiwal (new name) and Vansh Churiwal (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Md Mukhtar Khan (Old Name) son of Md Ishaque Khan, residing at 16/H/3,CHAMRU SINGH LANE NARKELDANGA, KOLKATA, Kolkata, 700011, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Mukhtar Ahmed (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 24/01/2025. Mukhtar Ahmed (New Name) and Md Mukhtar Khan (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Debasish Halder, declare that my father said name Ranajit Kumar Haldar (old name), residing at 15/108 Jheel Road, P.O.- Santoshpur, Kolkata-700075, West Bengal, India, have changed my father name and he shall henceforth be known as Ranajit Kumar Halder (new name) vide an affidavit sworn before the Notary public at Kolkata on 24/01/2025. Ranajit Kumar Halder (new name) and Ranajit Kumar Haldar (old name) both are the same and one identical person.

Name Change
I, Sandhya Batakrishna Maity (Old Name) wife of Batakrishna Maity, residing at Suratpur, Harirampur, P.S.- Daspur, Dist.- Paschim Medinipur, Pin- 721211, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sandhya Maity (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 24/01/2025. Sandhya Maity (New Name) and Sandhya Batakrishna Maity (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Md Noman Khan (Old Name) son of Mohammad Osman, residing at 11/1, Collin Lane, P.S.- Park Street, Kolkata- 700016, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Mohammad Noman Khan (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 24/01/2025. Mohammad Noman Khan (New Name) and Md Noman Khan (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Muhammed Noman Khan (Old Name) son of Mohammad Osman, residing at 11/1, Collin Lane, P.S.- Park Street, Kolkata- 700016, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Mohammad Noman Khan (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 24/01/2025. Mohammad Noman Khan (New Name) and Muhammed Noman Khan (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Shahnaaz Khan (Old Name) wife of Mohammad Noman Khan, residing at 11/1, Collin Lane, P.S.- Park Street, Kolkata- 700016, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Shahnaaz Muhammed Noman Khan (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 24/01/2025. Shahnaaz Muhammed Noman Khan (New Name) and Shahnaaz Khan (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Shainaz Muhammed Noman Khan (Old Name) wife of Mohammad Noman Khan, residing at 11/1, Collin Lane, P.S.- Park Street, Kolkata- 700016, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Shahnaaz Muhammed Noman Khan (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 24/01/2025. Shahnaaz Muhammed Noman Khan (New Name) and Shainaz Muhammed Noman Khan (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Balai Sahoo (Old Name) Son of Nagendra Sau, residing at Jalgoda Uttar Asda Dantan-II, Paschim Medinipur, Pin- 721443, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Balai Sau (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 24/01/2025. Balai Sau (New Name) and Balai Sahoo (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Ananta Kumar Pramanik (Old Name) Son of Bhuban Pramanik, residing at Jalgoda Uttar Asda Dantan-II, Paschim Medinipur, Pin- 721443, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Ananta Pramanik (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 24/01/2025. Ananta Pramanik (New Name) and Ananta Kumar Pramanik (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Ashutosh Pramanil (Old Name) Son of Ananta Pramanik, residing at Jalgoda Uttar Asda Dantan-II, Paschim Medinipur, Pin- 721443, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Ashutosh Pramanik (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 24/01/2025. Ashutosh Pramanik (New Name) and Ashutosh Pramanil (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Masura Khatoon & Sekh Maksuda Khatun (Old Names) wife of Khalid Ikbal and daughter of Sk Azizur Rahaman, residing at Naba Jiban Para, Bhagabatipur, P.S.- Chanditala, Hooghly Rural, Pin- 712701, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Maskura Begum (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 24/01/2025. Maskura Begum (New Name) and Masura Khatoon & Sekh Maksuda Khatun (Old Names) both are same and identical person.

Name Change
I, Islam Shaikh Sariful & Shaikh Sariful Islam (Old Names) son of Sk Abdul Hannan, residing at Vill.- Alipur Rojapara, P.O.- Alipur Nayanagar, P.S.- Haripal, Dist.- Hooghly, Pin- 712301, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sk Sariful Islam (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 24/01/2025. Sk Sariful Islam (New Name) and Islam Shaikh Sariful & Shaikh Sariful Islam (Old Names) both are same and identical person.

Name Change
I, Chetan Bipin Parekh (old name) son of Bipin Chandra Parekh, residing at 90A, Bakul Bagan Road, Bhawanipore, Kolkata-700025, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Chetan Parekh (new name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata vide affidavit No. 1423 dated 09/01/2025. Chetan Bipin Parekh (old name) and Chetan Parekh (new name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Arpit Kumar Agarwal (old name) son of Pramod Kumar Agarwal, residing at Om Residency, Block 'K', 4th Floor, Flat No. 402, Phase-III, VIP Enclave, P.O- Deshbandhu Nagar, Kolkata-700059, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Arpit Agarwal (new name) as declared before the Ld. 1st Class Magistrate at Alipore vide affidavit No. 684 dated 04/02/2013. Arpit Kumar Agarwal (old name) and Arpit Agarwal (new name) both are same and one identical person.

Name Change
I,VINAY JAMMAR (OLD NAME),SON OF AMAR CHAND JAMMAR, RESIDING AT BIRCH 2-608,SIDDHA PINES,RAJARHAT MAIN ROAD, RAJARHAT GOPALPUR (M), NORTH 24 PARGANAS - 700136,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS VINAY KUMAR JAMMAR (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT NO 12 SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC KOLKATA ON 24/01/2025.THAT VINAY JAMMAR AND VINAY KUMAR JAMMAR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

মাইকেল মধুসূদন দত্তের ২০১ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি নববারাকপুর পুরসভার

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ২৫ জানুয়ারি ঃ উনবিংশ শতাব্দীর

অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্তের ২০১ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে শনিবার সকালে নববারাকপুর পুরসভার উদ্যোগে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাল ৮নং ওয়ার্ডে মাইকেল উদ্যানে । মাইকেল মধুসূদন দত্তের আবক্ষ মূর্তিতে মালা ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান পুরসভার উপপুরপ্রধান স্বপ্না বিশ্বাস, বড় বাবু দেব প্রসাদ রাহা, পুর প্রতিনিধি শিক্ষিকা শোভা রায়, নির্মিকা বাগচী, পুরকর্মী প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়, ওয়ার্ড কমিটির সম্পাদক নিরঞ্জন রায়
, বর্ষীয়ান নাট্য ব্যক্তিত্ব তপন দে, সহ ওয়ার্ড কমিটির সদস্যরা ও পুর কর্মীরা বিশিষ্ট জনেরা। উপপুরপ্রধান স্বপ্না বিশ্বাস বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশিত পথে পুরসভার উদ্যোগে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল শহরে প্রথতিযশা ঋষি মনীষিদের জন্মদিন পালন করবার। তারই অঙ্গ হিসেবে শনিবার সকালে বাংলার নবজাগরণ সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা কবি ও অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মের ২০১ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাল হল তার মর্মর মূর্তিতে মালা ও ফুল দিয়ে। মহান মনীষিকে শ্রদ্ধা জানাতে পেরে নিজেরা গৌরবান্বিত হলাম। মাইকেল মধুসূদন দত্ত আমাদের কাছে আদর্শ। আগামী প্রজন্মের কাছে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, বঙ্কিমচন্দ্র, শরচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন দত্তের মতো মনীষিদের আদর্শ চিন্তাধারা ভাবধারা জীবনাদর্শ ছড়িয়ে দিতে পারলে সমাজ উপকৃত ও উন্নীত হবে। দেশ তথা বাংলা আর ও সুন্দর ভাবে চলবে বলে আশাবাদী। কাব্যসাহিত্যে নাট্যসাহিত্যে তথা ছন্দের ব্যবহারে তিনি বাংলা সাহিত্যে নতুন পথ দেখিয়েছেন। শেষে উপস্থিত সকলে সম্মিলিত ভাবে সমবেত জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন।

কৃষ্ণগঞ্জে মাটির তলায় বাঙ্কারের হদিশ, উদ্ধার কোটি কোটি টাকার কাপ সিরাপ

নদিয়া, ২৫ জানুয়ারি ঃ বাগানের ভিতর পাওয়া ওই বাঙ্কারগুলি শনিবার মাটির ভিতর থেকে তোলার কাজ শুধু হয়েছে। গোটা এলাকা ঘিরে রেখেছে বিএসএফ। এই বাঙ্কার কবে তৈরি হল? এলাকার বাসিন্দাদের নজর এড়িয়ে কীভাবে এই কাজ হল? সেসব প্রশ্ন উঠে আসছে। জানা গিয়েছে, সীমান্তরক্ষী বাহিনী গোপন সূত্রের খবর পেয়ে প্রায় দু'বিঘা জমির উপর তৈরি একটি বাগানে তল্লাশি শুরু করে। জমিটি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন। মাজদিয়া কলেজের কাছে চাষের ক্ষেতের পাশে একটি ঘর বানিয়েছিল স্থানীয় কয়েকজন। ওই ঘর থেকে চাষের কাজ দেখভাল করা হয় দাবি ছিল তাদের। সেই ঘরেরই পাশে মাটি চাপা দেওয়া অবস্থায় ছিল দুটি বাঙ্কার। সেগুলোর মুখ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে প্রায় ৩ ফুট করে। সূত্রের খবর, বাঙ্কারের ঢাকনা খুলতেই চক্ষু চড়কগাছ তাদের। দেখা যায় তার মধ্যে মধ্যে রয়েছে পেটি পেটি কাশির ওষুধ। এর পর বিএসএফ জওয়ানরা নেমে কাশির ওষুধগুলি উদ্ধার

করেন। তল্লাশি চালান গোটা বাঙ্কারে। শনিবার সকালে ওই এলাকায় বিএসএফের বিশাল বাহিনী এসে পৌঁছয়। বিস্ফোরকও থাকতে পারে আশঙ্কা করে 'মেটাল ডিটেক্টর' দিয়ে তল্লাশি চালানো হয়। প্রায় দেড় কোটি টাকার কফ সিরাপ উদ্ধার হয়েছে বলে খবর। পে লোডার এনে শুরু হয় মাটি কাটার কাজ। পরে আরও একটি বাঙ্কারের হদিশ মেলে। সেটির ভিতরে কী আছে, তাও জানার চেষ্টা চলছে। তিনটি বাঙ্কার মাটির ভিতর থেকে তোলা হবে। একটি বাঙ্কার প্রায় ১০ ফুট চওড়া ও ১৫ ফুট লম্বা। উচ্চতাও প্রায় ৮ ফুট। তবে পরের বাঙ্কার দু'টি তুলনায় ছোট। শুক্রবার রাত থেকেই গোটা এলাকা ঘিরে রাখা হয়। কাউকেই আশেপাশে ঘেঁষতে দেওয়া হচ্ছে না। একশোর উপর বিএসএফ জওয়ান সেখানে রয়েছেন। বিএসএফ আধিকারিকরাও সেখানে তদন্তে যাবেন বলে খবর। বেশ কয়েক মাস আগে ওই বাগানে দুটি কন্টেনার এনে রাখা হয়েছিল। পরে আর সেগুলোকে দেখা যায়নি। এমনই জানান স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘন জঙ্গল থাকায় ওই এলাকার ভিতরে বাসিন্দারা যান না বলেও জানা গিয়েছে। কিন্তু মাটি খুঁড়ে ওই বাঙ্কার বানানো হল। সেটি মোটেও এক-দুদিনের কাজ নয়। যন্ত্র, বহু লোকবলও এই কাজে প্রয়োজন। তাহলে কীভাবে সেসব বাসিন্দাদের নজর এড়িয়ে গেল? বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে মাটির নীচে বাঙ্কারের খোঁজ মেলায় যদিও আশ্চর্য নয় স্থানীয়রা। তাদের দাবি, মাজদিয়াসহ কৃষ্ণগঞ্জ থানা এলাকার বিস্তীর্ণ সীমান্ত দীর্ঘদিন ধরে পাচারকারীদের স্বর্গরাজ্য। পুলিশের সঙ্গে আঁতাত করে এই কারবার চালায় পাচারকারীরা। মুনাফার বখরা যায় সব মহলে। কৃষ্ণগঞ্জের বহু ব্যক্তির বিনিয়োগ রয়েছে এই কারবারে। তাই অবাক হওয়ার কিছু নেই।

প্রজাতন্ত্র দিবসে আমন্ত্রিত ১০-হাজার বিশেষ অতিথি

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি ঃ প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে সেজে উঠেছে দিল্লির কর্তব্য পথ। রবিবার, ৭৬-তম প্রজাতন্ত্র দিবসে দিল্লির কর্তব্য পথে কুচকাওয়াজ প্রত্যক্ষ করবে সমগ্র দেশ। এবারের প্রজাতন্ত্র দিবসে আমন্ত্রিত ১০-হাজার বিশেষ অতিথি। বিশেষ আমন্ত্রিতদের মধ্যে রয়েছেন দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ও দুর্যোগ সহায়তা - আপদা মিত্র স্বেচ্ছাসেবক, আশা কর্মী, প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি সুবিধাভোগী ও অন্যান্যরা। এই সমস্ত কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবীরা দুর্যোগ থেকে শুরু করে জনস্বাস্থ্যের বিষয়ে সমাজকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। ন্তপেক্ষায় রয়েছেন সাধারণ মানুষ।

কালিয়াচকে তৃণমূল কর্মী খুনে গ্রেফতার আরও দুই,মোট পাকড়াও ৫

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৫ জানুয়ারি ঃ মালদার কালিয়াচকে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী হাসান শেখকে খুনের ঘটনায় আরও দু'জনকে গ্রেফতার করল কালিয়াচক থানার পুলিশ। কলকাতা পুলিশের এসটিএফ এবং তেলঙ্গানা পুলিশের সহায়তায় হায়দরাবাদ থেকে ওই দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই নিয়ে মালদায় এই খুনের ঘটনায় গ্রেফতারির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল পাঁচ। শনিবার সকালে কালিয়াচক থানার তরফে জানানো হয়েছে, ধৃত দু'জনের নাম আব্দুল আলিম এবং জাবিউল মোমিন। হাসানের মাথায় ইটের বাড়ি মারতে দেখা গিয়েছিল এই আব্দুলকেই। গত ১০ দিন ধরে তার খোঁজে বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি চালাচ্ছিল পুলিশ। অবশেষে তার খোঁজ পাওয়া যায় হায়দরাবাদে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হায়দরাবাদে হানা দেন তদন্তকারীরা। গ্রেফতার করা হয় দু'জনকেই।

নাবালিকার বিয়ে বন্ধ করতে গিয়ে হামলার মুখে প্রশাসনের আধিকারিকরা

বিশালগ। (ত্রিপুরা), ২৫ জানুয়ারি ঃ ১৪ বছরের নাবালিকার বিয়ে বন্ধ করতে গিয়ে আক্রমণের মুখে পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা। ঘটনা সিপাহীজলা জেলার বিশালগ। থানার অধীন কসবায়। জানা গিয়েছে, বিশালগড় মহকুমার কসবা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ১৪ বছরের নাবালিকার বিয়ে বন্ধ করতে গিয়ে আক্রমণের মুখে পুলিশকর্মীরা। কোনক্রমে প্রাণ বাঁচিয়ে নাবালিকাকে নিয়ে ফিরলেন প্রশাসনের আধিকারিকরা। শুক্রবার গভীর রাতে প্রশাসনের কাছে খবর আসে কসবা এলাকায় ১৪ বছরের নাবালিকার বিয়ে হচ্ছে। সেই খবর পেয়ে বিশালগড় মহকুমা প্রশাসের আধিকারিক চাইল্ড লাইন ও মহিলা থানার পুলিশকে সাথে নিয়ে সেই বাড়িতে যায়। অভিযোগ লাঠিসোঁটা নিয়ে ওই বাড়ির লোকজন প্রশাসনের কর্মকর্তাদের উপর আক্রমণের চেষ্টা করে। পরে অবশ্য পুলিশের দাবড়ানিতে পালিয়ে যায় হামলাকারীরা। বিশাল সংখ্যায় পুলিশ বাহিনী নাবালিকাকে উদ্ধার করে হোমে পাঠায়। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরা সরকার বাল্যবিবাহ বন্ধ করার বিষয়ে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন কর্মসূচি চালিয়েছে। কিন্তু একাংশ অভিভাবকদের অসচেতনায় কোনভাবেই বন্ধ হচ্ছে না এই বাল্যবিবাহ।

শীতে কাঁপছে কাশ্মীর, ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত শুষ্কই থাকবে আবহাওয়া

শ্রীনগর, ২৫ জানুয়ারি ঃ কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকা। শ্রীনগর-সহ কাশ্মীরের বিভিন্ন স্থানে এখনও হিমাঙ্কের নীচেই রয়েছে তাপমাত্রা। আগামী কিছু দিনের মধ্যে তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আগামী ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত মূলত শুষ্ক থাকবে আবহাওয়া। কাশ্মীর এই মুহূর্তে 'চিল্লাই কালান'-এর অধীনে রয়েছে। যা শেষ হবে আগামী ৩০ জানুয়ারি। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত শীতের পাশাপাশি ঠান্ডাও থাকবে। ২৯ জানুয়ারি রাত থেকে সোমবার সকালের মধ্যে হালকা বৃষ্টি ও তুষারপাত হতে পারে। এরপর ৩১ জানুয়ারি আংশিক মেঘলা থাকবে আকাশ।

শ্বশুরবাড়ির লোকেদের বাবা-মা বানানো ভুয়ো পরিচয়ের বাংলাদেশি গ্রেফতার

মুর্শিদাবাদ, ২৫ জানুয়ারি ঃ শুক্রবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ মুর্শিদাবাদ জেলার রানিনগর থানার সীতানগর গ্রামে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করল এক বাংলাদেশি নাগরিককে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর ত্রিশের ওই বাংলাদেশি নাগরিকের নাম মেহের আলি। তাঁর আসল বাড়ি বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার বাঘা থানার আতরপাড়া গ্রামে। শ্বশুরবাড়ির লোকেদের নিজের আপন বাবা-মা বানিয়ে থাকছিলেন ওই বাংলাদেশি। রানিনগর থানার এক আধিকারিক জানান, সম্প্রতি আমরা গোপন সূত্রে খবর পাই সীতানগর গ্রামে বাংলাদেশের এক নাগরিক পরিচয় ভাঁড়িয়ে থাকছেন। তবে ওই বাংলাদেশিকে এলাকায় খুব কমই দেখা যেত। সম্প্রতি তিনি বাড়ি ফিরেছেন এই খবর পেয়ে গতকাল পুলিশ ওই গ্রামে অভিযান চালায়। মেহেরকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, জিজ্ঞাসাবাদে মেহের স্বীকার করেছেন তাঁর আসল বাড়ি বাংলাদেশে। ভুয়ো নথি ব্যবহার করে তিনি ভারতীয় আধার কার্ড এবং রেশন কার্ড তৈরি করে ফেলেছিলেন।

অতিক্রান্ত দেড় বছর, কাটমানি দেওয়ার পরেও মেলেনি রূপশ্রীর টাকা

তনুজ জৈন, মালদা, ২৫জানুয়ারি ঃ দেড় বছর ধরে দুয়ারে ঘুরে ঘুরেও মেলেনি রুপশ্রীর টাকা। মুখ্যমন্ত্রীর সাধের প্রকল্পে দুর্নীতির ছায়া। রুপশ্রীর টাকা পাওয়ার জন্য দিতে হয়ে ছিল তিন হাজার টাকা কাটমানি। কিন্তু তারপরেও বাতিল হয়ে যায় আবেদন। বিয়ের পর দেড় বছর ধরে মেয়ের হক আদায়ের দাবিতে প্রশাসনের দুয়ারে গিয়ে জুতোর শুকতারা খসে গেছে মায়ের। তারপরেও হয়নি সমাধান। মুখ্যমন্ত্রীর কঠোর নির্দেশের পরেও বারবার সামনে আসছে সরকারি প্রকল্পে দুর্নীতি। দুয়ারে সরকার প্রকল্পে অভিযোগ দায়ের। অভিযোগ সামনে আসতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। তৃণমূল আমলে কাটমানি ছাড়া কিছু হয় না কটাক্ষ বিজেপির। প্রশাসন খতিয়ে দেখে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেবে সাফাই তৃণমূলের। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের রাঙ্গাইপুরের বাসিন্দা রুকসানা খাতুন। ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে বিয়ে হয় রুকসানার। নিয়ম অনুযায়ী করে ছিলেন রূপশ্রীর জন্য আবেদন। সেই সময় এই প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার জন্য ৩০০০ টাকা দিতে হয়েছিল কাটমানি। কিন্তু তারপরও বাতিল হয়ে যায় আবেদন। মেলেনি টাকা। একাধিকবার প্রশাসনিক দপ্তরে গেছেন রুকসানার মা নূরেশা বিবি। বারবার দেওয়া হয়েছে প্রতিশ্রুতি। কিন্তু কাজ হয়নি।এদিন শুরু হয় দুয়ারে সরকার ক্যাম্প। সেখানেই অভিযোগ জানিয়েছেন রুকসানার মা। জানা যাচ্ছে এলাকা জুড়ে এই প্রকল্পে সক্রিয় রয়েছে দালাল চক্র। টাকা দিলে তবেই মেলে সুবিধা। আবার অনেক ক্ষেত্রে টাকা দিয়েও হচ্ছে না কাজ। কাদের মদত রয়েছে? কেন পদক্ষেপ নিচ্ছে না প্রশাসন? উঠছে প্রশ্ন?

আট বছর পর ঘরে ফিরলো ছেলে, নেপথ্যে ভিন রাজ্যের চিকিৎসক

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ২৫ জানুয়ারি ঃ পৃথিবীতে মানবতা,প্রেম,ভালোবাসা,সহানুভূত,সহমর্মিতা এইসব শব্দ এখনও

বেঁচে আছে। তাই তো পৃথিবী এখনো সুন্দর। মানব সেবা দিয়ে মানবতার অন্যতম নজির স্থাপন করলো বোম্বাইয়ের এক ডাক্তারবাবু তার দেখাশোনা করতেন। আজ তাকে তার গ্রামের বাড়ি অর্থাৎ মালিমগছ গ্রামে পৌঁছায় দেন। ঘটনা উত্তর দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত ইসলামপুর থানার গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মালিমগছ গ্রামের আবুল কাসিম নামে এক যুবকের। বিগত প্রায় ৮ বছর ধরে নিখোঁজ ছিলেন এবং তার মানসিক অবস্থাও ঠিক ছিল না। আবুল বোম্বাই ভবঘুরে থাকার সময়। ডাক্তারবাবু তাকে নিয়ে যায় এবং চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ করে তোলে। আজ তাকে বাড়িতে নিয়ে আসেন। পরিবার সূত্রে খবর,আবুল ৮ বছর আগে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল। পরিবারের লোকজন ভেবেছিল হয়তো তারা আর তাকে ফিরে পাবেনা। কিন্তু অলৌকিক ঘটনার মতন একদিন হঠাৎ করে তাদের সামনে হাজির হয় আবুল কাসিম। পরিবার এবং গ্রামের লোকজন তাকে দেখে চমকে গিয়েছিল। কিছুদিন হল তার বাবাও মারা গেছে। এমত অবস্থায় তার মায়ের পাশে দাঁড়ানোর মত কেউ ছিল না। কিন্তু হঠাৎ আবুল কে তার মা এবং তাদের পরিবারের লোকজন পেয়ে খুবই খুশি। আবুলকে প্রথমে দেখতে পেয়েই লোকজন কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। যেন সুখের কান্না। তাকে পেয়ে মনের মধ্যে পরিবারের যেন এক অনাবিল শান্তি।

শিলিগুড়িতে শুরু সপ্তম আঞ্চলিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কংগ্রেস ২০২৫

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৫ জানুয়ারি ঃ থাকব নাকো বদ্ধ ঘরে দেখব এবার জগৎটাকে - কাজী নজরুল ইসলামের সংকল্প কবিতার এই বাক্যটি জানেনা এমন মানুষ খুব কম আছে। আর সেই জগৎ দেখার তাগিদ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে নয়া দিশা দেখাচ্ছে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অর্থা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই আমাদের উত্তরবঙ্গ। এবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈব প্রযুক্তি দপ্তরের সঙ্গে শিলিগুড়ি মহাবিদ্যালয়ের যৌথ ব্যবস্থাপনায় সপ্তম আঞ্চলিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কংগ্রেস ২০২৫ এর রাজ্য স্তর সমারোহ মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গনে বিভিন্ন পর্বের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। মূলত, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে কি কি অগ্রগতি হচ্ছে, তা তুলে ধরতেই এই কংগ্রেসের আয়োজন। শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, শিলিগুড়ি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডঃ সুজিত ঘোষ ও কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি জয়ন্ত কর সহ আইএসআই কলকাতার অধ্যাপক পবিত্র বণিক, আই আই টি খড়্গাপুরের অধ্যাপক পার্থসারথী চক্রবর্তী, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রনধীর চক্রবর্তী, টিআইএফআর'য়ের অধ্যাপক শংকর ঘোষ সহ এক ঝাঁক বিশিষ্ট ব্যক্তি ও শিক্ষাবিদদের উপস্থিতিতে এদিন এই আঞ্চলিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কংগ্রেসের উদ্বোধন হয়। এছাড়াও বিজ্ঞান কংগ্রেসের অনুষঙ্গে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও পরিবেশিত করা হয় শিলিগুড়ি মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা। দুইদিনের এই কংগ্রেসে উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও কালিম্পং এই পাঁচ জেলা থেকে যোগ দিচ্ছেন ১৬৯ জন প্রতিনিধি। বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে নিজেদের গবেষণাপত্র তুলে ধরবেন প্রতিনিধিরা। এর আগেও ২০১৭ সালে এই কংগ্রেসের আয়োজন করে শিলিগুড়ি কলেজ বলে জানানো হয় আয়োজক কমিটির তরফে।

হাতির হানা, আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৫ জানুয়ারি ঃ ফের উত্তরবঙ্গে হাতির দাপাদাপি। শনিবার সকালে লোকালয়ে হাতির হানায় চাঞ্চল্য ছড়াল কোচবিহার জেলার মাথাভাঙা-২ নম্বর ব্লকে। শনিবার সকালে ঘুম থেকে উঠে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায় স্থানীয় বাসিন্দাদের। তাঁরা দেখেন ক্ষেতের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিশাল হাতি। ফলে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। জানা গিয়েছে, এদিন সকাল থেকে পাড়ডুবি গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় ১১ মাইল ও ১২ মাইল এলাকার খাটেরবাড়িতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে একদল হাতি। স্থানীয়রা দাবি করেছেন, আপাতত একটি হাতিই দেখা গিয়েছে। কিন্তু, ভুট্টাখেতে আরও হাতি থাকতে পারে। সকালের ঘন কুয়াশার জেরে সেগুলিকে হয়তো দেখা যাচ্ছে না। হাতি বেরনোর খবর পেয়েই এলাকায় পৌঁছেছে বন দফতরের কর্মীরা। ঘোকসাডাঙা থানার পুলিশ বাসিঃদাদের সতর্ক করতে এলাকায় মাইক দিয়ে প্রচার চালাচ্ছে।

শাহজাহানপুরে ট্রাকের সঙ্গে গাড়ির সংঘর্ষ, মৃত্যু ৪ যুবকের

লখনউ, ২৫ জানুয়ারি ঃ বন্ধুর বিয়েতে যোগ দিতে যাওয়ার পথে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা! ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে প্রাণ হারালেন চার যুবক। এছাড়াও গুরুতর জখম হয়েছেন আরও ২ জন। শুক্রবার রাত ১১ টা নাগাদ এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর প্রদেশের শাহজাহানপুর জেলার আলহাগঞ্জ এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, রাত ১১টা নাগাদ আলহাগঞ্জের কাটেলি গ্রামের কাছে গাড়িটিকে একটি বড় ট্রাক এসে ধাক্কা মারে। ভয়াবহ সংঘর্ষের জেরে গাড়িতে থাকা ৬ যুবকের মধ্যে ৪ জন ঘটনাস্থলেই মারা যান। ২ জনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার পর থেকেই ট্রাকের চালক পলাতক। তার খোঁজ শুরু করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, ট্রাকটি আলহাগঞ্জ থেকে জালালাবাদের দিকে যাচ্ছিল। তদন্তকারী পুলিশ অফিসার জানিয়েছেন, মৃত চার যুবকের নাম রাহুল কুমার (২৫), বিনয় শর্মা (২৭), আকাশ (২২) ও গোপাল (২৪)। মৃত চারজনের মধ্যে দু'জনের সম্পূর্ণ পরিচয় জানা যায়নি। ইতিমধ্যেই ঘাতক ট্রাকটিকে পুলিশ আটক করেছে।

ফুটপাত দখল মুক্ত করতে অভিযানে নামলো শিলিগুড়ি পৌরসভা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৫ জানুয়ারি ঃ কোর্ট মোড় থেকে হাসপাতাল মোড়, এই গুরুত্বপূর্ণ স্থানের ফুটপাত গুলি দখলে থাকে ফুটপাত ব্যবসায়ীদের। পুরসভার পক্ষ থেকে মাঝেমধ্যে ওই ফুটপাত গুলি ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে দখল মুক্ত করা হলেও পরবর্তীতে প্রশাসন কে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে ফের তারা আবার সেই জায়গা গুলিতে দেদার ব্যবসা চালায়। ফলে ওই গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটিতে ব্যাপক যানজটে সৃষ্টি হয়। সেই যানজট মুক্ত করতে হিমসিম খেতে হয় পুলিশ প্রশাসনকে। সেই দিক বিবেচনা করে ফের আবারো শনিবার উচ্ছেদ অভিযানের সামিল হয় শিলিগুড়ি পুরসভা। ভেঙে দেওয়া হয় ফুটপাতে থাকা সমস্ত দোকানপাট। শিলিগুড়ি পুরসভার ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার জানান,, তাদের এই উচ্ছেদ অভিযান লাগাতার চলবে। শহরকে দখলমুক্ত করে সুন্দর শহর গড়ে তোলাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য।

জনসম্মুখে অনুষ্ঠিত হল টক টু মেয়রের১০০তম পর্ব ফোন ছারাও সরাসরি সমস্যার কথা শুনলেন মেয়র

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৫ জানুযারি ঃ শহরাসীর সমর্থনে ১০০তম পর্বে পা দিল শিলিগুড়ি পুরসভার মেয়র গৌতম দেব পরিচালিত টক টু মেয়র। এদিনের পর্ব অন্যান্য পর্বের মতো কোন পুর কক্ষে নয়,অনুষ্ঠিত হল পুরসভা চত্বরে। জায়েন্ট স্ক্রিন লাগিয়ে পুর আধিকারিকদের উপস্থিতিতে এদিন মেয়র গৌতম দেব মানুষের সমস্যার কথা শোনেন ও তা সমাধানের চেষ্টা করেন। এদিন অনেকেই ফোনে মেয়রকে ১০০তম পর্বের জন্য শুভেচ্ছা জানান। মেয়রকে শুভেচ্ছা জানান পুরসভার মেয়র পারিষদ ও কাউন্সিলররা।১০০তম পর্বে মোট রেকর্ড সংখ্যাক অর্থাৎ ৪৫টি ফোন রিসিভ করে সমস্যার কথা শোনের মেয়র গৌতম দেব। পাশাপাশি অনুষ্ঠানে সরাসরি ছাত্রছাত্রী ও সাধারনের কথা শোনেন ও তা সমস্যার সমাধান করেন।

মেয়র জানান,তার পরিচালিত এই 'টক টু মেয়র অনুষ্টানে মোট ২২৩৮টি তিনি রিসিভ করেছেন এবং সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেছেন। তিনি জানান,শহর ছারাও রাজ্য ও বহিরাজ্য থেকেও মানুষ ফোন করে তাকে তাদের অসুবিধের কথা জানিয়েছে। এই টক টু মেয়র অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বেশ কিছু পারিবারিক সমস্যার সমাধান করেছেন তিনি। তিনি আশাবাদী এই টক টু মেয়র অনুষ্ঠান রাজ্য এক নতুন নজীর গড়বে।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপরে হিন্দু কলেজের প্রভাব

রানা চক্রবর্তী ঃ যদিও ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিওর প্রভাবে তকালীন শিক্ষিত বাঙালি মানসে চিন্তাধারার সম্পূর্ণ পরিবর্তন সূচিত হয়নি, কিন্তু ডিরোজিওর উপদেশের ফলে এই কলেজের ছাত্রদের মধ্যে সর্বত্র স্বাধীন যুক্তিবাদী চিন্তন, মনন, সর্বদেশীয় শাস্ত্র পঠন ও স্বকীয়তা বজায় রাখবার যে প্রচেষ্টা তখন দেখতে পাওয়া গিয়েছিল, সেটা ডিরোজিয়ানগোষ্ঠী ছাড়াও অন্যান্য মতবাদীদের বিকাশকেও সম্ভব করে তুলেছিল। একথার উদাহরণস্বরূপ বলা চলে যে-দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখরা তৎকালীন বাঙালি সমাজে শুধু চরিত্রবান, প্রতিভাশালী স্বদেশপ্রেমিক, শিক্ষাপ্রসারক, ভাষা সংস্কারক এবং সমাজ ও ধর্মসংস্কারক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হননি, একইসাথে সমকালীন ভারতীয় অর্থনৈতি ও ক্ষমতা বৃদ্ধির পুরোধাদের মধ্যে আজও স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এঁদের উপরে ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রচারক ডিরোজিও এবং রামমোহন রায়ের প্রভাব তখন সর্বাধিক পরিমাণে পড়েছিল। আর দেবেন্দ্রনাথ তো তাঁদের উভয়ের সাহচর্য পেয়ে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত জীবনেই যে ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে রক্ষা করেছিলেন-এমন নয়, বরং সমকালীন জনজীবনে ও পারিবারিক ক্ষেত্রেও অন্যের ধর্ম ও অন্যান্য বিষয়ে এই স্বাধীনতাকে কখনো ক্ষুন্ন করেননি বা ক্ষুন্ন করবার প্রচেষ্টা করেননি। একারণেই রবীঃদ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ' গ্রন্থে দেবেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন- তিনি আমাদিগকে যে কী পরিমাণ স্বাধীনতা দিয়াছেন তাহা আমরা ছাড়া আর কে জানিবে? যে ধর্মকে তিনি ব্যাকুল সন্ধানের দ্বারা পাইয়াছেন, যে ধর্মকে তিনি উকট বিপদের মধ্যেও রক্ষা করিয়াছেন, সেই ধর্মকে তিনি আপনার গৃহের মধ্যে শাসনের বস্তু করেন নাই। তাঁহার দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে ছিল, তাঁহার উপদেশ হইতে আমরা বঞ্চিত হই নাই কিন্তু কোনো নিয়মের শাসনে তিনি আমাদের বুদ্ধিকে, আমাদের কর্মকে বন্ধ করেন নাই। (চারিত্রপূজা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলিকাতা, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ, পৃ ৮৬ ও ৮৭) আর তাই জো।সাঁকোর ঠাকুর পরিবারে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছত্রচ্ছায়াতে স্বল্প সময়ের মধ্যেই যে আদর্শ সাংস্কৃতিক পরিবেশ গ।ে উঠেছিল, সেটার প্রভাব পরে ভারতের গণ্ডি অতিক্রান্ত করে বহির্বিশ্বেও ছড়িয়ে প।তে পেরেছিল। একইসাথে একথাও স্মরণীয় যে, ' পত্রিকা' মূলতঃ ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য প্রকাশিত হলেও শেষপর্যন্ত একটি আদর্শ সাংস্কৃতিক পত্রিকাতে পরিণত হয়েছিল এবং এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই ঊনবিংশ-বিংশ শতকের বাংলার বিভিন্ন মতবাদের নানা মনীষীদের সমাবেশ ঘটেছিল। সুতরাং এদিক থেকে দেবেঃদ্রনাথ ঠাকুর ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর বাংলার বঙ্গসাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজের সর্ববিধ উন্নতি সাধনের পথ প্রদর্শনের নায়ক হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। যদিও ধর্ম তাঁর জীবনের প্রাণবায়ু ছিল, কিন্তু তবুও তিনি কখনোই ধর্মীয় ক্ষেত্রে নিজের প্রাধান্য স্থাপন করবার উগ্র প্রচেষ্টা করেন নি। এপ্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর ' গ্রন্থে স্পষ্টভাবেই লিখেছিলেন-
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তো তাঁহার সকল কাজ ঈশ্বরাদেশ বলিয়া নির্বাহ

করিয়াছেন। কই, তিনি তো তাহা অপরের ঘাড়ে চাপাইবার চেষ্টা করেন নাই, অন্যে সেভাবে না লইলে তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করেন নাই। (আত্মচরিত, শিবনাথ শাস্ত্রী, ১ম সং, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ, কলিকাতা, পৃ- ১১৫)
আর একারণেই নিজের জীবদ্দশাতেই ব্রাহ্মসমাজকে তিনভাগে বিভক্ত হয়ে যেতে দেখে ব্রাহ্মধর্ম স্রষ্টা দেবেন্দ্রনাথ নিশ্চিতভাবে দুঃখিত হয়েছিলেন, কিন্তু অপরের স্বাধীন চিন্তাকে মর্যাদা দানের শিক্ষা হিন্দুকলেজের পরিবেশে বিকাশলাভ করে দেবেন্দ্রনাথের মানসিক গঠনকে কবিজনোচিত উদার করে তুলেছিল বলেই, তাঁর মধ্যে এর কোন অভিব্যক্তি কখনো প্রকাশ পায়নি। এপ্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর আত্মচরিতে লিখেছিলেন- তিনি তখন চুঁচুড়া সহবে গঙ্গাতীরস্থ এক ভবনে একাকী বাস করিতেছিলেন। তিনি ' ব্রাহ্ম সমাজ' নামটা শুনিয়া বলিলেন, ' হয়েছে। আমাদের সমাজের নাম আদি সমাজ, আমরা কালে আছি। কেশববাবুর সমাজের নাম ভারতবর্ষীয় সমাজ, তাঁরা দেশে আছেন। তোমরা দেশকালের অতীত হইয়া যাও।' (আত্মচরিত, শিবনাথ শাস্ত্রী, ১ম সং, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ, কলিকাতা, পৃ- ১১৫) বাস্তবে মননে ও প্রকাশে, আদর্শে ও আচরণে একজন প্রকৃত শিক্ষিত চরিত্রবানই সম্পদে বিপদে আপন ও পরের মধ্যে সমতা রক্ষা করতে পারেন। আর তাই কবি দেবেন্দ্রনাথের উপরের উদ্ধৃতি থেকে ঋষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনের প্রকাশ ঘটেছিল বলে দেখা যায়। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮১৭ সালের ১৫ই মে তারিখে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিছুকাল পরে দ্বারকানাথ তাঁর অসমবয়সী বন্ধু রামমোহন রায়ের অনুরোধে নিজের পুত্র দেবেন্দ্রনাথকে ছ'বছর বয়সে ১৮২৩ সালে প্রথমে রামমোহন রায় পরিচালিত একটি বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন। পরে দেবেন্দ্রনাথ হিন্দু কলেজে ভর্তি হয়ে সেখানে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত প।শোনা করেছিলেন এবং ১৮৩৪ সালে দ্বারকানাথ সেখান থেকে তাঁকে ছাড়িয়ে নিয়ে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সহকারী কোষাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করে দিয়েছিলেন। এভাবে নিজের পুত্রকে হাতে কলমে সব কাজ শিখিয়ে এরপরে তিনি তাঁকে উক্ত ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত করেছিলেন। এপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন-
আমার পিতামহের অধিকাংশ অর্থ যে ব্যাঙ্কে খাটত সেইখানে তাঁরই নির্দেশক্রমে সামান্য পারিশ্রমিকে আমার পিতাকে কাজ করতে হত। যাতে তিনি বিষয়কর্মে নিপুণ হয়ে ওঠেন তার জন্য পিতামহ যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করতেন। (চারিত্রপূজা, রবীঃদ্রনাথ ঠাকুর, কলিকাতা, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ, পৃ- ৯৯) কিন্তু শৈশব থেকেই দেবেন্দ্রনাথের উপরে রামমোহনের গভীর প্রভাব পড়েছিল বলে পরিণত বয়সে পৌঁছে ধর্ম বিষয়ে রামমোহনের যে দুটি বিশেষত্ব তাঁর দিশারী হয়ে উঠেছিল, সেগুলো হল- ১) ধর্মে বহু-দেবতার স্থানকে তিনি কখনোই স্বীকার করে নিতে পারেননি।
(২) সাকার উপাসনা অর্থাৎ পৌত্তলিকতা তাঁর রুচিতে ভাল লাগেনি।
আবার হিন্দু কলেজে ডিরোজিও যেহেতু সবধরণের ধর্মমত ও ধর্মাশ্রিত আচার অনুষ্ঠান সম্বন্ধে ছাত্রদের স্বাধীনভাবে আলোচনা করবার বিষয়ে উৎসাহ দিতেন এবং সাহায্য করতেন, সেহেতু হিন্দু কলেজেও ধর্ম সম্বন্ধে সচেতনতা ক্রমে সেখানকার ছাত্রদের উৎসাহ বৃদ্ধি করেছিল এবং এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে দেবেন্দ্রনাথের স্বাভাবিক ধর্মচিন্তাও একটাসময়ে সর্বব্যাপীতার রূপ নিয়ে বৈষয়িক, পারিবারিক, সামাজিক ইত্যাদি সবক্ষেত্রেই প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল। কিন্তু তৎকালীন হিন্দু কলেজের অন্যান্য ছাত্রদের মত তাঁর মধ্যেও স্বাধীন চিন্তনের ও কর্মের মধ্যে দিয়ে আদর্শের প্রকাশন, পূর্ব নির্ধারিত কোন তত্ত্বকেই অমোঘ বলে স্বীকার না করে নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে সত্যি নির্ধারণ করা, মানবিকতার পূজক ও চরিত্রবান হয়ে স্বদেশ সেবার প্রচেষ্টা করা এবং পরমত সহিষ্ণুতা বরাবরই বেশি পরিমাণে ছিল। একইসাথে একথাও অবশ্য ঠিক যে, সেকালের ডিরোজিয়ানদের মত দ্রুতগতির পরিবর্তনকে তিনি কখনোই বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেন নি, আর তাই তিনি স্বতন্ত্র ব্রাহ্মধর্মের স্রষ্টা হয়েও নিজস্ব পন্থায় বৃহ হিন্দুগোষ্ঠীর সঙ্গে সবসময় সম্পর্ক বজায় রেখে গিয়েছিলেন।

১৬ বছরের অপেক্ষার অবসান

সাবালেঙ্কাকে উড়িয়ে প্রথম খেতাব ম্যাডিসনের

মেলবোর্ন, ২৫ জানুয়ারিঃ থ্রিলার বললেও কম বলা হয়। আবার সেমিফাইনালের অ্যাকশন রিপ্লাইও বলা যেতে পারে। যাই বলা হোক না কেন, ম্যাডিসন কিজ এখন মেয়েদের তো বটেই, ওপেন টেনিস এরার বিস্ময়। ২০০৯ সালে পেশাদার টেনিস পা দিয়েছিলেন। ১৬ বছর অপেক্ষা করতে হল প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের জন্য। অপেক্ষার এত লম্বা ইতিহাস কারও ক্ষেত্রে এর আগে দেখা যায়নি। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে অবশেষে জয়ের মঞ্চ খুঁজে পেলেন আমেরিকান টেনিস প্লেয়ার। মেলবোর্ন পার্কে ফাইনালে হারালেন মেয়েদের টেনিসের এক নম্বর প্লেয়ার আরিনা সাবালেঙ্কাকে। সেমিতে ইগা সোয়াতেকের বিরুদ্ধে হারিয়ে যেতে যেতে ফিরে এসেছিলেন। প্রথম সেট হারের পরও অবিশ্বাস্য জিতে উঠে পড়েছিলেন ফাইনালে। ফাইনালের শুরুটা একটু অন্য রকম হয়েছিল। সাবালেঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম সেটটা জিতেছিলেন ৬-৩। কিন্তু দ্বিতীয় সেটটা আবার হেরে যান ২-৬। ১-১ করে সাবালেঙ্কা তখন ফুটছেন। কিন্তু সেখান থেকেই আবার খেলা ঘুরিয়ে দিলেন ম্যাডিসন। ৭-৫ জিতে নেন সেটটা। ম্যাডিসনের এ হেন লড়াই দেখে সকলেই অবাক। এর আগের দুটো অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে চ্যাম্পিয়ন সাবালেঙ্কা। অনেকেই ভেবেছিলেন হ্যাটট্রিক করে ইতিহাসে পা রাখবেন। তা হল না ম্যাডিসনের জন্য। বিশ্বের ১৯ নম্বর প্লেয়ার ম্যাডিসন এর আগেও সাবালেঙ্কার বিরুদ্ধে খেলেছেন ৫বার। ম্যাডিসন মাত্র একবারই জিততে পেরেছিলেন। তার চার বছর আগে বার্লিনে। সব দিক থেকেই যে কারণে ফেভারিট ধরা হয়েছিল সাবালেঙ্কাকে। দুই প্লেয়ারই টানা ১১টা ম্যাচ জিতে একে অপরের মুখোমুখি নেমেছিলেন। ২৯ বছরে প্রমাণ করে দিলেন ম্যাডিসন, অপেক্ষা থাকতে পারে, কিন্তু সেই অপেক্ষা শেষও হয় একসময়। যেমন ম্যাডিসন কিজের হল, শনিবার মেলবোর্ন পার্কে।

ঘরের মাঠে লজ্জা, রঞ্জি ট্রফির নকআউটের সম্ভাবনা ক্ষীণ বাংলার

দুরন্ত বার্তা, কল্যাণী, ২৫ জানুয়ারিঃ আশঙ্কাই সত্যি হল। প্রথম ইনিংসের ব্যাটিং ব্যর্থতাই কাল হল। ঘরের মাঠে হরিয়ানার কাছে হার। নিজেদের তৈরি ফাঁদে নিজেরাই। ঠিক যেন ২০২২-২৩ রঞ্জি ফাইনালের মতো পরিস্থিতি। সে বার ইডেনে ফাইনাল খেলেছিল বাংলা। প্রতিপক্ষ সৌরাষ্ট্র। গ্রিনটপ বানিয়েছিল বাংলা। বোলিং লাইন আপের উপর ছিল। তবে সৌরাষ্ট্র শেষ মুহূর্তে বাজিমাত করেছিল। টেস্ট স্কোয়াডে থাকা জয়দেব উনাদকাট রঞ্জি ফাইনাল খেলতে এসেছিলেন ইডেনে। বাংলার থেকে ট্রফি নিয়েও চলে যান। আর এ বার লিগ পর্বের ম্যাচে হরিয়ানার জন্য গ্রিন টপের ফাঁদ। টস জিতে ফিল্ডিং নিয়েছিল বাংলা। ম্যাচের প্রথম দিন রাশ পুরোপুরি বাংলার হাতেই। সূরজ সিন্ধু জয়সওয়ালের বিধ্বংসী বোলিং। একাই নিয়েছিলেন ৬ উইকেট। দুটি করে উইকেট মুকেশ কুমার ও মহম্মদ কাইফের। ১৫৭ রানেই হরিয়ানাকে গুটিয়ে দিয়েছিল বাংলা। ব্যাটাররা ভালো পারফর্ম করে প্রথম ইনিংসে অন্তত ২৫০ রান করলেও ম্যাচে থাকা যেত। কিন্তু ব্যাটিং বিপর্যয়ই দেখা যায়। ১২৫ রানেই অলআউট বাংলা। হরিয়ানা টিমে অংশুল কম্পোজের মতো পেসার রয়েছেন। যদিও সিলেবাসের বাইরের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ান তরুণ পেসার অনুজ ঠাকরাল। তিনিও আধডজন উইকেট নিয়েছিলেন। হরিয়ানা দ্বিতীয় ইনিংসে শুরু থেকেই একের পর এক জুটি গড়তে থাকে। আর তার সঙ্গে বাংলার হাত থেকেও ম্যাচ বেরিয়ে যাচ্ছিল। শেষ অবধি ৩৩৬ রানে অলআউট হরিয়ানা। লিড ততক্ষণে ধরাছোঁয়ার বাইরে। দ্বিতীয় ইনিংসেও বাংলার সেরা বোলার সূরজই। পাঁচ উইকেট তাঁর ঝুলিতে। মহম্মদ কাইফ তিন এবং বাকি দুটি উইকেট নেন মুকেশ কুমার।

বাংলার টার্গেট দাঁড়ায় ৩৬৯ রান। কল্যাণীর পিচে হার বাঁচানো সম্ভব ছিল না বাংলার জন্য। তবে ব্যবধান কমিয়ে নেট রান রেটে আরও একটু ভালো জায়গায় থাকার সুযোগ হত। দ্বিতীয় ইনিংসে হরিয়ানার তরুণ পেসার অনুজ ঠাকরালের সঙ্গে অংশুল কম্বোজের দাপট। দু-জনই চারটি করে উইকেট নেন। বাংলার সর্বাধিক স্কোরার অভিজ্ঞ ঋদ্ধিমান সাহা। ২৫ রানে অপরাজিত ঋদ্ধিমান। বাংলা মাত্র ৮৫ রানেই অলআউট। হরিয়ানার হয়ে অভিষেক ম্যাচ খেলতে নামা অনুজ ঠাকরাল ম্যাচের সেরা। বাংলার গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ ৩০ জানুয়ারি থেকে। ঘরের মাঠে পঞ্জাবের বিরুদ্ধে খেলবে বাংলা। সেই ম্যাচেও শুভমন গিল খেলতে পারেন। পঞ্জাবের বিরুদ্ধে ইনিংসে জিতলেও নকআউটে যাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ।

জম্মু-কাশ্মীরের কাছে হার সুপারস্টার মুম্বইয়ের!

মুম্বই, ২৫ জানুয়ারিঃ প্রায় ১০ বছর পর আবার রঞ্জি ট্রফি খেলতে নেমেছিলেন রোহিত শর্মা। কী আশ্চর্য, ১০ বছর পর মুম্বইকে আবার হারাল জম্মু-কাশ্মীরের মতো ঘরোয়া

ক্রিকেটের দ্বিতীয় সারির দল। মুম্বইকে তাদের ঘরের মাঠে ৫ উইকেটে হারিয়ে চমকে দিল। ৪২ বার রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন মুম্বই। রঞ্জি তো বটেই ঘরোয়া ক্রিকেটে অন্যতম সফল দল। প্রচুর ঐতিহাসিক মুহূর্ত জড়িয়ে রয়েছে মুম্বইয়ের ক্রিকেট টিমকে ঘিরে। সেই তারাই কিনা লজ্জার ইতিহাস তৈরি করে ফেলল। যদিও জম্মু-কাশ্মীরের কাছে এর আগে ২০১৪-১৫ মরসুমে একবার হেরেছিল মুম্বই। তবে এই হার আরও বেশ যন্ত্রণা দিচ্ছে। রোহিত, শ্রেয়স আইয়ার, অজিঙ্ক রাহানে, যশস্বী জয়সওয়ালের মতো সেরা তারকারা খেলেছেন। তা সত্ত্বেও জয় আসেনি। প্রথম ইনিংসে রোহিত, রাহানে, যশস্বী, শ্রেয়স, কেউই রান পাননি। দ্বিতীয় ইনিংসেও ঘুরে দাঁড়াতে পারেননি তাঁরা। রোহিত ও যশস্বী ওপেন করতে নেমে শুরুটা ভালো দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বেশিক্ষণ টেকেননি। রাহানে সহ বাকিরাও তেমন লড়াই দিতে পারেননি। একমাত্র চেষ্টা করেছিলেন শার্দূল ঠাকুর। তিনি সেঞ্চুরি করে টিমকে পাল্টা ম্যাচের ফেরানোর চেষ্টা করেছিলেন। তাও যথেষ্ট হয়নি। প্রথম ইনিংসে মুম্বই ১২০ রানে অলআউট হয়ে যায়। জম্মু-কাশ্মীর ২০৬এ শেষ। দ্বিতীয় ইনিংসে মুম্বই করেছিল ২৯০। ২০৫ ছিল চতুর্থ ইনিংসে জম্মু-কাশ্মীরের জয়ের লক্ষ্য। ৫ উইকেট হারিয়ে সেই রান তুলে ফেলে তারা। টিমকে জেতানোর জন্য চতুর্থ ইনিংসের শুরুতে পেপটক দিয়েছিলেন রোহিত। পুরো টিম তেতেও গিয়েছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা দেখা গেল না। এই মরসুমে চতুর্থ জয় পেল জম্মু-কাশ্মীর। পয়েন্ট টেবলের শীর্ষে উঠে এল জম্মু-কাশ্মীর। দুইয়ে বরোদা। মুম্বই থেকে গেল তিনেই। ৬টা ম্যাচ খেলে ৩টে মাত্র জয়। দুটোতে হার, একটা ড্র।

ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ব্যবধানে ব্রাজিলকে হারাল আর্জেন্টিনা

ভ্যালেন্সিয়া, ২৫ জানুয়ারিঃ ঠিক ৬ গোলেই থামল আর্জেন্টিনা। কিংবা থামাতে পারল ব্রাজিল। দক্ষিণ আমেরিকার অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপে গতকাল রাতে আর্জেন্টিনার কাছে ৬-০ গোলে হেরেছে ব্রাজিল। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছে ৬ গোল হজমের পরও হাঁফ ছেড়ে বাঁচার অনুভূতি নিতে পারেন ব্রাজিলের সমর্থকেরা। ৭ গোল তো হজম করতে হয়নি! নইলে যে ফিরে আসত ১১ বছর আগের সেই 'সেভেন আপে'র দুঃস্বপ্ন। ২০১৪ বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে জার্মানির কাছে গোলগুলো হজম করায় কম হাস্যরস হয়নি ব্রাজিলকে নিয়ে। একবার ভাবুন তো, গোলগুলো যদি আর্জেন্টিনা দিত তাহলে কী বেকায়দায়-ই না পড়তে হতো! হাঁফ ছেড়ে বাঁচার কথা সে জন্যই বলা। তাই বলে ছয় গোলের 'ঘা'টাও লুকোনোর পথ নেই। মহাদেশীয় চ্যাম্পিয়নশিপটির ইতিহাসে এর আগে কখনোই এত বড় ব্যবধানে হারেনি ব্রাজিল। প্রতিযোগিতাটির ৭১ বছরের ইতিহাসে গতকাল রাতের আগে পর্যন্ত ব্রাজিল কখনো তিন গোলের বেশি ব্যবধানেই হারেনি। দক্ষিণ আমেরিকার অনূর্ধ্ব-২০ পর্যায়ের এই চ্যাম্পিয়নশিপে সর্বশেষ কোনো দল ৬-০ গোলে হেরেছিল ২০১৩ সালে। বলিভিয়ার জালে ৬ গোল করেছিল কলম্বিয়া। তবে ব্রাজিলের জন্য এর চেয়েও বড় যন্ত্রণা অন্য জায়গায়, আর্জেন্টিনার জন্য যেটি মহা আনন্দের। জাতীয় দলের যে কোনো স্তর (অনূর্ধ্ব-১৫ থেকে সিনিয়র দল) বিবেচনায় ব্রাজিলের বিপক্ষে এটাই আর্জেন্টিনার সবচেয়ে বড় ব্যবধানের জয়। এর আগে ১৯৪০ সালে রোকা কাপে ব্রাজিলকে ৬-১ গোলে হারিয়েছিল আর্জেন্টিনা জাতীয় দল। অধুনালুপ্ত সেই প্রীতি টুর্নামেন্টে পাওয়া ওই জয়টাই এত দিন ব্রাজিলের বিপক্ষে জাতীয় দলের যে কোনো স্তরে সবচেয়ে বড় ছিল আর্জেন্টিনার। ৮৫ বছর পর রেকর্ড নতুন করে লিখলেন ক্লদিও এচেভেরিরা। ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যমে আর্জেন্টিনার কাছে হারকে তাই 'ভরাডুবি' ও 'লজ্জা'

বলে অভিহিত করেছে। আর্জেন্টিনায় বানানো হচ্ছে মিম। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি মিম এমন, ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশনের (সিবিএফ) লোগোর পাশে একটি বিড়াল বসে লোগোটির দিকে তাকিয়ে আছে। স্পেনের ভ্যালেন্সিয়ায় মিসায়েল দেলগাদো স্টেডিয়ামে আর্জেন্টিনা অনূর্ধ্ব-২০ দলের কোচ হিসেবে এটাই ছিল দিয়েগো প্লাসেন্তের প্রথম ম্যাচ। গত ডিসেম্বরে হাভিয়ের মাচেরানো ইন্টার মায়ামি কোচের দায়িত্ব নেওয়ার পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন প্লাসেন্তে। এবারের দক্ষিণ আমেরিকা অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপেও এটি ছিল ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার প্রথম ম্যাচ। ২০২৩ সালে অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে খেলা দলের প্রধান খেলোয়াড়দের রেখে একাদশ সাজিয়েছিলেন প্লাসেন্তে। ১১ মিনিটের মধ্যেই ৩ গোল পেয়ে যায় আর্জেন্টিনা। ৬ মিনিটে রিভার প্লেটের প্রতিভা ইয়ার সুবিয়াব্রের করা গোলের উৎস ছিলেন ভ্যালেন্তিনো আকুনা। লিওনেল মেসিকে নিয়ে স্প্যানিশ পরিচালক অ্যালেক্স দে লা ইগলেসিয়ার বানানো তথ্যচিত্রে এই আকুনা মেসির চরিত্রে ছিলেন। ৮ম মিনিটে আর্জেন্টিনাকে দ্বিতীয় গোলটি এনে দেন ম্যানচেস্টার সিটির (এখন ধারে রিভার প্লেটে) ১৯ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড এচেভেরি। তাঁর গোলেরও উৎস ছিলেন আকুনা। তিন মিনিট পর আত্মঘাতী গোল করে বসেন ব্রাজিলের রাইট ব্যাক ইগর সেরাতো। বিরতির পর ৫২, ৫৪ ও ৭৮ মিনিটে আরও তিন গোল করে আর্জেন্টিনা। অনেকটা প্রথমার্ধের পুনরাবৃত্তির মতোই দ্বিতীয়ার্ধে খেলা শুরুর ৭ ও ৯ মিনিটে আর্জেন্টিনাকে গোল এনে দেন অগাস্তিন রুবের্তো ও এচেভেরি। শেষ গোলটি সান্তিয়াগো হিদালগোর। জয়ের পর আর্জেন্টিনা ফরোয়ার্ড এচেভেরি বলেন, ''দারুন খেলেছি আমরা। আমরা প্রস্তুত ছিলাম। ব্রাজিলের বিপক্ষে খেলা সব সময়ই আলাদা প্রেরণা জোগায়। আমরা থামব না, আরও উন্নতি করব।'' চিলিতে আগামী সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত হবে অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপ। দক্ষিণ আমেরিকার এই চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে শীর্ষ চার দল জায়গা করে নেবে সেই বয়সভিত্তিক বিশ্বকাপে। মোট ১০টি দল 'এ ও 'বি' গ্রুপে ভাগ হয়ে দক্ষিণ আমেরিকার চ্যাম্পিয়নশিপে লড়ছে। প্রতিটি গ্রুপ থেকে শীর্ষ তিন দলকে নিয়ে মোট ছয় দলের রাউন্ড রবিন খেলা হবে। সেখান থেকে শীর্ষ চার দল জায়গা পাবে চিলি বিশ্বকাপে।

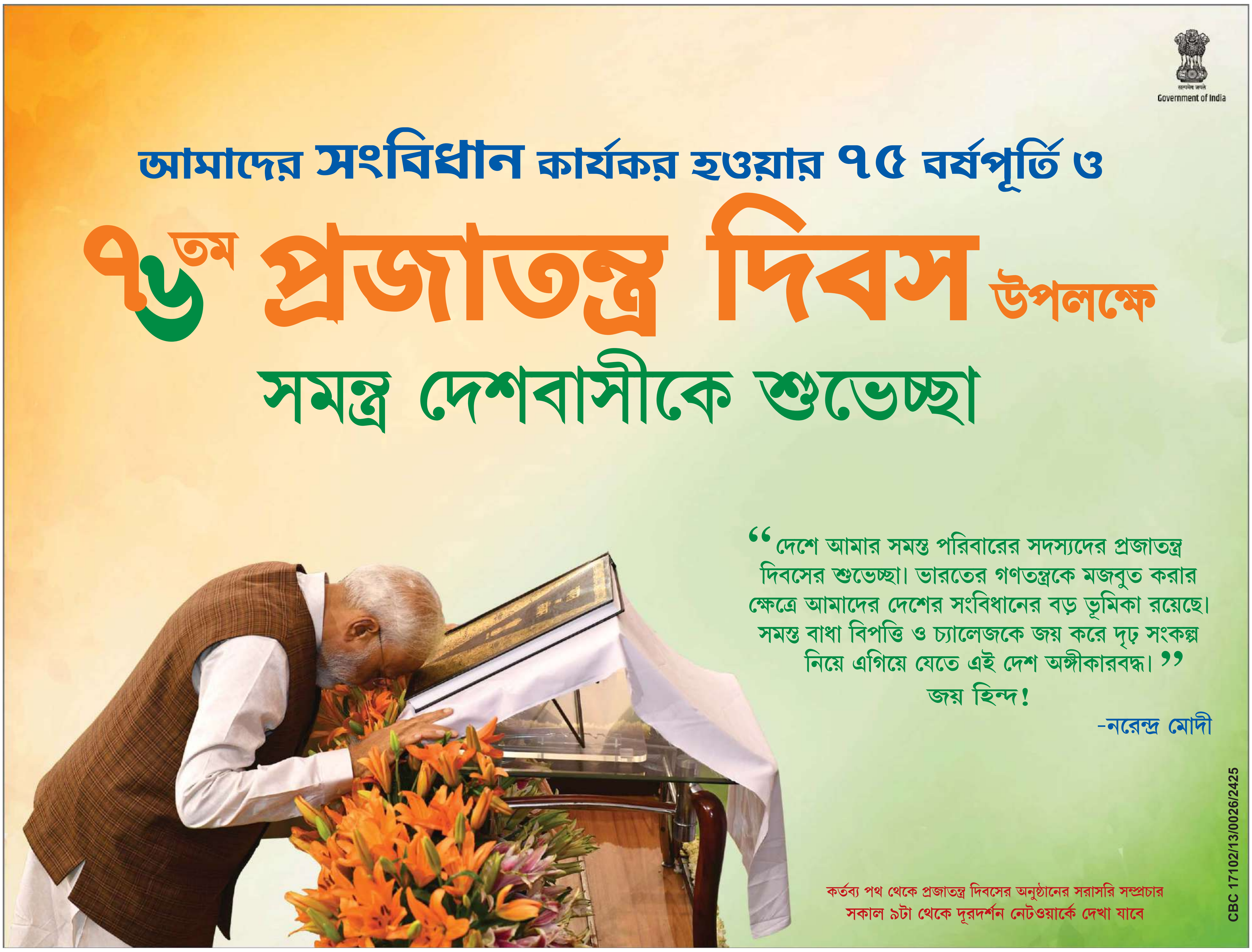

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com